1842. Od. 907. 1851

আপনার মুখ আপনি

$\frac{1142}{6}$ 1404
407

স্বর্গীয়

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

BENGALI
19 DEC.

প্রকাশক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বসুমতী-আফিস।

কলিকাতা

১১৩।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা ইলেকট্রিক মেসিন

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪

$\frac{1142}{6}$ 1404
182. M. 387.

182 Od. 907.18.
RARE BOOK
NATIONAL LIBRARY
No. Imp 4505
DATE 14.1.1949
CALCUTTA

ভূমিকা।

পাঠক-মহাশয়দিগের মধ্যে বোধ করি, অনেকেই পাঠ কোরে থাকিবেন, হুতোমপ্যাঁচা মহাশয় বোলেচেন যে, “আজকাল বাঙ্গালা ভাষা আমাদিগের মত মূর্ত্তিমান্ কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েছে, বেওয়ারিশ লুচির ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্ম্মা ছেলে মাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খেলা করে, তেমনি বেওয়ারিশ বাঙ্গালা ভাষাতেও অনেকে যা মনে যায়, তাই কচ্চেন।” প্যাঁচা মহাশয় এ কথা যে কি পর্য্যন্ত উত্তম বোলেছেন, তা আর বোলে জানাতে পারিনে, আজকাল বাঙ্গালায় কত রকমই যে বই হোচ্চে, যার মনে যা যাচ্চে, তিনি তাই লিখ্‌চেন। এক একখানি বই দেখ্‌লে সম্পূর্ণ ছেলে-মানষীই বোধ হয়; দেশের উপকারের যোগ্য হয় না বোলেই হুতোমপ্যাঁচা মহাশয় কেবল ছেলে খেলাই বোলেচেন।

“হুতোমপ্যাঁচার নক্‌সা” পুস্তকখানি দেশাচার-সংশোধনের পক্ষে যেরূপে লিখিত হয়েছে, এতদিন ঐরূপ কয়েকখানা পুস্তক প্রকাশিত হইলে বোধ করি দেশের বিস্তর উপকার দর্শিত।

পাঠক-মহাশয়েরা এমত বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা প্যাঁচা মহাশয়ের কাল্পনিক যশ বর্ণন কোরে খোষামোদ করে যাচ্চি; আমারা কারো হাত তোলার প্রত্যাশী নহি। হুতোমের প্রণীত পুস্তকখানি যিনি একবার পাঠ কোরেছেন, তাঁকে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার যশ বর্ণন করিতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে হুতোমের প্রণীত অনুযায়ী কয়েকখানা পুস্তক প্রকাশিত হইলে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হই, তা আর বোলে জানাতে পারিনে।

দেশাচার-সংশোধন-পক্ষে হস্তার্পণ করা খুব কর্ত্তব্য বিবেচনা কোরে আমিও বুড়ো বয়সে এক মুটো উৎসাহের মাটী যত্নরূপজলে গুলে খানিকটে কাদা তইরি কোরে হাতে নিয়েছিলেম, প্রথমতঃ

কি যে কোর্‌বো, তা আর ভেবে পাইনে; শেষে হুতোমপ্যাচা মহাশয়ের অনুগামী * হইয়া লেখনী ধোরে এই "আপনার মুখ আপনি দেখ" পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম। ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আমি লক্ষ্য করি নাই। বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশ পুস্তকখানির মধ্যে যেমন পশুপক্ষীর গল্পচ্ছলে মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, সন্ধি ও বিগ্রহ বোলে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়ে গ্যাছেন, আমিও এই পুস্তকখানির মধ্যে কতকগুলি কাল্পনিক নাম দিয়ে আবকারি অসভ্যতা, বেশ্যা, অত্যাচার, যথেচ্ছ আহার, অন্যায় বিচার, অপব্যয়, উঁচুচাল, অন্য প্রতি দ্বেষ প্রভৃতি যে কয়েক দোষে এদেশ উচ্ছন্ন যাচ্চে, তাহাই গল্পচ্ছলে বলিয়া স্থলে স্থলে উপদেশ দিয়েছি। এক্ষণে পাঠক মহাশয়দিগের পাঠোপযোগ্য হইলেই শ্রম সফল এবং পরমলাভ বিবেচনা করিব নিবেদন ইতি।

শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা।

---

* হুতোমপ্যাচা মহাশয় দেশাচার-সংশোধনার্থ লেখনী ধরিয়াছেন, আমিও সেই বিষয়ে লেখনী ধরিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ হুতোমের লিখিত মধুর মধুর শব্দ সকল এবং কোন কোন স্থলটাও এই পুস্তকখানির মধুরতার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে, ইহা স্বীকার করিলাম। শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা।

We/6 1404
19 DEC 1907
WRITERS' BUILD...
4-12-1907

"LOOK TO YOUR FACE"

OR

AMUSING SKETCHES

OF

LIFE AND MANNERS.

আপনার মুখ আপনি দেখ।

খোষমেজাজী বাবু হোলেই চিড়িয়াখানার সখ হয় এবং তাঁহাদিগের নিকটে মোসাহেব নামক এক প্রকার জানোয়ার আসিয়া পোষ মানে। মোসাহেবদিগের বাহ্যিক আকারাদি সকলই মানুষের ন্যায়; বানরের মত মুখ কিম্বা ভালুকের ন্যায় লোমনখ-পুচ্ছ কিম্বা চতুষ্পদবিশিষ্ট নহে, কেবল লোকলজ্জা ও ঘৃণাদিতে বিরত বলিয়াই দ্বিপদবিশিষ্ট জানোয়ার বলা যায়।

মোসাহেবদিগের অপর একটী অসাধারণ ক্ষমতা আছে। কোন নূতন অট্টালিকার মধ্যে কথা কহিলে যেমত একটী প্রতিধ্বনি হয়, তাহারাও বাবু কথা কহিলে সেইরূপ প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে; সর্ব্বদাই আষাঢ়ে গল্প, পরের নিন্দা ও নূতন নূতন সংবাদ বলিয়া বাবুর অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং "ধর্ম্ম অবতার" ব্যতীত বাবুকে অন্যশব্দে সম্বোধন করে না। জগদীশ্বরের প্রতি তাহাদিগের যে ভক্তি না জন্মায়, বাবুকে মৌখিক তাহার আট গুণ ভক্তি দেখাইয়া কৃতজ্ঞতা জানায়।—গ্রহণসময়ে রাহু যেমন চন্দ্রগ্রাস করিয়া থাকে, তাহারাও বাবুকে সেইমত আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

মোসাহেবদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও মনঃপ্রবৃত্তি জানিতে কাহারও বাকি নাই, তাহারা ভাল খাওয়া, ভাল পরা এবং আমোদ-আহ্লাদের প্রিয়, একারণ বাবুর উদ্গার (অর্থাৎ এঁটোপাতের অবশিষ্ট) আহার করেন এবং বাবুর পরা কাপড় পরিয়া ঢুলিদিগের ন্যায় বাবু সাজিয়া বেড়ান, সেই সুখ-সৌভাগ্যেই তাঁহারা মনুষ্যকে মানব বলিয়া বিবেচনা করেন না। মোসাহেবদিগের স্বভাব দেখিয়া মানবেরাও ক্ষুদ্র নবাব কিম্বা এক রকম জানোয়ারই বোধ করেন। পতিব্রতা কুলবনিতারা ঐ কুলমুকুটদিগকে যমের অরুচি বলেন। মোসাহেবরা চাকর কব্লান না, মনে মনে স্বাধীনতার খুব তমো আছে। কেহ যদি বেতন-ভোগী বলে, অমনি যেন ফোঁস্ কোরে চক্র ধোরে উঠেন, কিন্তু যে মাসোহারা বন্দোবস্ত আছে, তাহা মাসকাবার হোতে ভর সয় না, এতদ্ব্যতীত বাবুর তবিল হইতে হাওলাত বলিয়াও টাকা গ্রহণ করেন। তাহা আজও নিলেন, কালও নিলেন। মোসাহেবদিগের উপর রীতিমত কোন কার্য্যের ভারার্পণ নাই, কিন্তু উপস্থিতমতে সকল কার্য্যই করিতে হয়, উলঙ্গ হইয়া মাথা মুড়াইয়া এবং ভ্রূ কামাইয়াও বাবুকে সন্তোষ দেখাইয়া থাকেন। এনে দেওয়া, রেখে আসা, এ ঘৃণিত কার্য্যও তাঁহাদিগের দ্বারা সম্পাদন হয়।

মোসাহেবদিগকে সুখের পায়রা কিম্বা লক্ষ্মীর সহযাত্রী বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাহারা মনুষ্যের সুখের অবস্থায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু আশ্রয়দাতার দুঃখের সময় হইলে তাহাদিগের প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করে না; উপকারীর অসময়ে যে প্রত্যুপকার করা উচিত কার্য্য, তাহা ভুলেও বিবেচনা করে না,—কিন্তু সহজে উপকারীর অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে নিস্ব করিতে কিংবা বিপদে ফেলিতে এই জানোয়ারেরাই মূলকারণ। কত কত ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাদিগের বুদ্ধি বশতঃ মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়াছেন, তাহা পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করিলেই জানিতে পারিবেন। দুগ্ধ-কলা দিয়া কালসর্প পুষিলে যেমন ফললাভ

হয়, তাহাদিগকে প্রতিপালন করাও সেইরূপ জানিবে। এমত অনেক দেখা গিয়াছে যে, এই অন্নদাস জানোয়ারেরা অনেকের অন্ন ধ্বংস কোরে শেষে অন্নদাতার এমত অনিষ্টসাধন করিয়াছে যে, তাঁহার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়িয়াছে।

আপনার মুখ আপনি দেখর কর্ত্তা-বাবুর বাবুয়ানার সময়ে উপরি-উক্ত কতকগুলি মোসাহেব জানোয়ার আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদিগের সহবাসে বাবুর দিন দিন বুদ্ধিবৃত্তি ও মনঃপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইল, পূর্ব্বে অধ্যাপক দূরদর্শী নীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মচিন্তা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিবেচনা ও দেশাচার-সংশোধনের উপায় অন্বেষণ এবং নিয়মিত সময়ে নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিতেন, রাত্রে বাটীর বাহির হইতেন না, কিন্তু আলক্ষীর বরপুত্র মোসাহেবদিগের পদার্পণ মাত্রেই এককালে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিল। নিত্য নিত্য উদ্যানভ্রমণ, যথাকালে আহার ও অলীক আমোদে মগ্ন হইয়া পড়িলেন,—লোকনিন্দা পরপীড়নে তৎপর হইয়া লোকনিন্দার ভাগী হইলেন,—অল্পকালমধ্যেই অন্তর এককালে কলুষিত হইয়া পড়িল,—ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া লজ্জায় বিরত হইলেন,—ঘৃণিত কার্য্যসকল সম্পাদনে মনোমধ্যে কোন ঘৃণা বোধ হয় না, সর্ব্বদাই সেই সকল কার্য্যের চর্চ্চা এবং আন্দোলন করিয়া সহজেই ধর্ম্মচিন্তায় বিরত হইলেন।—কোথায় কোন্ কুলটা পতিকুলে জলাঞ্জলি দিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান--কোথায়ও কোন কুল-কামিনীকে কুলনাশকরণার্থে উৎসাহ প্রদান—কোথায়ও কোন পতিপ্রাণা লাবণ্যযুতার পাতিব্রত্যভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বর্ষার আগমনমাত্রেই যেমত নদ-নদীর স্বচ্ছনীর মলাযুক্ত হয়, কুসঙ্গ হইলে মনও সেইরূপ কুপ্রবৃত্তিতে রত হয়, লোক-লজ্জা ঘৃণা সকলই তিরোহিত হইয়া যায়, অতুল যশ থাকিলেও দুগ্ধে অম্ল মিশ্রিতের ন্যায় নষ্ট হয়, বিপদ্‌সকল সংগ্রামের শরের সম-পতিত হইতে থাকে, দৈহিক এবং মানসিক ক্লেশানল অসহ্য হইয়া উঠে।

কর্ত্তাবাবুর যে কুসঙ্গদোষে দিন দিন কত বিপদ ঘটিতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। একদা তিনি মোসাহেবদিগের সহিত আপন বৈঠকখানায় বসিয়া খোসগল্প এবং রাজা-উজীর মারার কত কথাই কহিতেছিলেন, সেই সময়ে একটী ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি ঠাকুরপূজা এবং ঠাকুরবাটীর প্রসাদ বহিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, একারণ তাঁহাদ্বারা অনেক বড় বড় ঘরের সংবাদ পাওয়া যায় এবং অনেক বড়মানুষের সহিতও তাঁহার বিশেষ আলাপ আছে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিরা তাঁহার নাম জানিতেন না, কি মেয়ে মানুষ, কি পুরুষ সকলে তাঁহাকে দাদাঠাকুর বলিয়া ডাকিত। বিদ্যাবিষয়ে দাদাঠাকুরের হাতে খড়ি হইয়াছিল কি না সন্দেহ! অধ্যয়ন ব্যতীত মানুষের কোনক্রমে ধীর বুদ্ধি হয় না, ধীর বুদ্ধি না হইলে সহজেই দুশ্চরিত্র হয়, দুশ্চরিত্র মনুষ্যেরা অনায়াসে অন্যের অনিষ্টসাধন করে, একারণ জ্ঞানবান্ মনুষ্যেরা দুশ্চরিত্র মনুষ্যদিগের সহিত বাক্যালাপ করেন না। দাদাঠাকুর ভদ্র-সমাজে বসিতে পারিতেন না, ভদ্রলোকদিগকে দেখিলে মাথা গুঁজিয়া বসিতেন। তিনি যে দুশ্চরিত্র মনুষ্য, তাহা প্রায় কাহারও অবিদিত ছিল না। তাঁহার চরিত্রের দোষে কত স্থলে কতবার কত লোক অপমান করিয়াছেন; তথাপি যেমত (অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি) কয়লাকে শতবার ধৌত করিলেও তাহার মলিনতা যায় না, সেইরূপ দাদাঠাকুরও কতবার অপমান হইয়া তাঁহার চরিত্র-সংশোধন হয় নাই। দাদাঠাকুরকে দর্শনমাত্রেই কর্ত্তা-বাবু হর্ষযুক্ত হইয়া কহিলেন, "এসো এসো দাদাঠাকুর এসো, আমা-দের কি একেবারে ভুলে গেছ না কি?" মোসাহেবদিগের মধ্যে ঘোষজা বলিল, "দাদাঠাকুর যে, মনে কি আছে?" বোসজা বলিল, "দাদাঠাকুর! চিন্‌তে কি পার?" লাহুড়ী মহাশয় বলিলেন, "দাদা-ঠাকুর! খপর কি?" দাদাঠাকুর কহিলেন, "আর মোশায়! খেতে পাইনে, তাই একবার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌তে আসা হলো।"—দত্তজা বলিলেন, "দাদাঠাকুর খেতে পান না,

দাদাঠাকুরের আবার খাবার অভাব, দাদাঠাকুর! ও সব কথা রেখে দাও, এখন বল দেখি চারে মাচ্‌টাচ্‌ আছে কি না?"—দাদাঠাকুর কহিলেন, "কি আপদ্! আমি এলে তোমরা ঐ কথাটাই বল, চার্ না কর্‌লে চারে কখনও মাচ্ এসে?" বাবু বলিলেন, "না দাদাঠাকুর! তা নয়, বলি দুটো একটা মাচ-টাচ ঘাই-টাই দিচ্চে কি না?" দাদাঠাকুর কহিল, মোশায়! তা অনেক দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এক এক জায়গায় তিন চারটে একসঙ্গে ঘাই দিচ্চে।" ঘোষজা কহিল, "বল কি দাদাঠাকুর! তিন চার্‌টে মাচ্ একসঙ্গে ঘাই দিচ্চে? তুমি তবু এখনো চুপ মেরে আছ? ছি দাদা-ঠাকুর! তুমি একবারে স্পয়েল হয় গেছো।" দাদাঠাকুর কহিল, "ইস্পয়েল বুঝি নে, তা যদি বুঝ্‌তে পার্‌তেম, তা হোলে কি এই আজন্মটা রাত নাই দিন নাই একখানা পুথি হাতে কোরে তর-মুজের বোঁটার মতন মাথায় একটা চৈতন উড়িয়ে গোঁপ মুড়িয়ে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াতেম? যেমন কোরে পার্‌তেম, এক যোড়া পাড়ওয়ালা ধুতী, এক যোড়া উড়নী, আংরাখা দুটো ও ইংরাজী বগলস-দেওয়া জুতো এক যোড়া কিনে বাবু সেজে বেড়াতেম—এমন হতচ্ছন্ন মেজাজ থাক্‌তো না, যে সংসারটার জন্য সর্ব্বদাই বিব্রত (অর্থাৎ মান অপমান বিবেচনা কোত্তে পাল্লেম না, যাহার জন্য বিশ্বাসঘাতকী প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্য করিতেছি) তাহার ভাবনা কত্তেম না। বৈকাল হোলে বাবু সেজে বুক ফুলিয়ে গা দুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে থাঁই থাঁই যায়গায় বারেন্দার নীচ দিয়ে চোলে যেতেম, জমাট ইয়ার্কি দিতেম, আর রাস্তায় দাঁড়ান মেয়েমানুষদের রামভদ্র মামার কথা বোলে চোদ্দ-পুরুষের শ্রাদ্ধ কোত্তেম? আমাদের যদি সে কপাল হবে, তা হোলে বারমাসই মা বাপ মরার মত আটহাত থানফাড়া ধুতি-গুলো পোরে কে বেড়াবে?" বাবু বলিলেন, "দাদাঠাকুর! ইংরাজী না জান্‌লে কি ভাল কাপড় চোপড় পোর্‌তে নাই, কাপড়-চোপড় পরবার হানি কি আছে?" দাদাঠাকুর কহিল, "হানি কিছুই

নাই, তবে ইংরাজী না জানলে বুদ্ধিটে বড় মোটা থাকে, কিসে মান কিসে অপমান কিছুই বিবেচনা কোত্তে পারে না। গৃহস্থ লোকেরা যে কথঞ্চিৎ উপার্জ্জন করে, তাহা নির্ব্বোধতাবশতঃ পরিবারদিগের প্রতিপালনার্থে সমুদয় ব্যয় করিয়া ফেলে, সহজেই উত্তম কাপড় করিতে না পারিয়া চোপড় পরিয়া অসভ্যটার মতন বেড়ায়। কিঞ্চিৎ ইংরাজী পোড়লেই বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম হইয়া ওঠে, অল্পআয়ী হইলেও পরিবারদিগকে বিধিমতে কষ্ট দিয়া বাহিরে বাবুয়ানাটা দেখায়। এক পয়সা জোর দুই পয়সার জল খাওয়া হয়, কোন দিন তাহাও জুটিয়া না উঠিলে এক মুটো ছোলা চিবিয়ে সারেন, কিন্তু পান্‌টীতে দুটো চারটে গুজরুটী এলাচের দানা না থাক্‌লে চলে না। বাটীতে একখানি পাঁচি ধুতি পোরে থাকেন, কিন্তু বাহিরে বাবু সাজিয়া মহাশয়দিগের সহিত আসিয়া সমভাবে ইয়ার্কি দেন। মহাশয় গো! এই রকম জাল বাবুগুলোকে দেখ্‌লে আমার অষ্টাঙ্গ এককালে জোলে উঠে, জালিয়ত কোন বিষয় প্রকাশ হোলে যেমত তাহার উচিত দণ্ড হইয়া থাকে, সেইরূপ জাল বাবুগুলো ধরা পড়লে তাহার দণ্ডের একটা ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হোলে অনেকে সন্তুষ্ট হয়।” বাবু কহিলেন, “ওহে ঘোষজা! দাদাঠাকুরেরর কথা শুনলে, হি ইজ এ ভেরি ষ্ট্রীকৃট ম্যান।” বোসজা কহিলেন, “মহাশয়! দাদাঠাকুরের মতন মানুষ আর দেখিনে,(ইন্দ্রিয়াধীন ব্যক্তিগণ যাহার দ্বারা কোন স্ত্রীলোকের উদ্দেশ প্রাপ্ত হয়, তৎকালীন তাহার বিস্তর প্রশংসা করে, একারণ আমাদিগের বাবু পুনঃ পুনঃ দাদাঠাকুরের বিস্তর গুণ-গৌরব বর্ণন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দাদাঠাকুরের কথাগুলিন বাবুর অনেক মোসাহেবদিগের হৃদয় ভেদ করিয়াছে) মিত্রজা কহিল, “দেখেছো, দাদাঠাকুর গালাগালি দিলেও কটু বলিয়া বিবেচনা হয় না।” বাবু কহিলেন, “দাদাঠাকুর! ও সব মিছে কথায় কি প্রয়োজন আছে? যে কথাটী উপস্থিত হয়েছে সেইটে আগে শেষ করিলে ভাল হয় না? শুনে পর্য্যন্ত মনটা যে ভারি উতলা হয়ে উঠেছে! থাকে কোথা এবং রকম কেমন এবং কি কোল্লে টোপ

ধোর্‌তে পারে?" দাদাঠাকুর কহিল, "মহাশয়! রকম খুব ভাল, এ দিকে আমাদেরই বটে, তাতে কোনদিকে অরুচি হবে না, (পূর্ব্বেকার লোকেরা আমাদের হোলে মাতৃজ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিতেন, এখন আর সে কাল নাই, কত কত কুলমুকুটদিগকে দেখা যায় যে, আগেই কাণে হাত দেওয়া কথাটা বোলে ফেলে) আর টোপ ধরবার কথা যে বোল্‌লেন, আপনি ভাজা মাচ উল্টে খেতে জানেন না? বিদ্যাসুন্দর বইখানি তো পোড়েছেন, স্মরণ কোরে দেখুন দেখি, কিসে বাঘের দুধ" মিলে?" বাবু কহিলেন, "দাদাঠাকুর! তার ভাবনা কি?" দাদাঠাকুর কহিল, "মহাশয়! তবে তারই ভাবনা কি?" বাবু বলিলেন, "তবে খুলে বোলে ফেলো।" দাদাঠাকুর কহিল, "মহাশয়! আপনি দেখেছেন, ছোট বেলা তিনি আপনার বাটীতে আস্‌তেন।" বাবুর অমনি স্মরণ হোলো এবং বলিলেন, "দাদাঠাকুর! অমুকের মেয়ে অমুক বটে?" দাদাঠাকুর বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ! কেমন বলুন এখন, রকমসই বটে কি না?" বাবু কহিলেন, "ছোটবেলা খুব ভাল দেখেছি এক্ষণের কথা বোল্‌তে পারি না, বোধ করি, খুব উত্তমই হবে, নতুবা উত্তর উত্তর আমার মন কেন এত খারাপ হয়ে উঠ্‌লো?" দাদাঠাকুর কহিল, "মহাশয়! বেরিগুট ফেইন, এই সবে চোদ্দতে পা দেবে।" বোসজা কহিল, "দাদাঠাকুর! তিন চারটের কথা যে বোল্‌লেন, শেষে কেন একটীতে ঠেক্‌লো, যত গর্জ্জে, তত বুঝি বর্ষে না? বোধ করি, তোমার সকল কথারই নেজামুড়ো বাদ দিতে হয়।" দাদাঠাকুর কহিল, "আমাকে সেরূপ জ্ঞান করিও না, আমি কথার চোক কাণ দিয়ে সাজাইয়ে কথা কইতে পারিনে এবং সামান্য বিষয়ে মিথ্যা কথাও কইনে, একে তো পেটের জ্বালায় যে সকল কাজ করিতে হয়, তার কথাই নাই, তাহার উপর পাপ কোল্লে আর কি রক্ষা আছে?" বাবু কহিলেন, "দাদাঠাকুর! তবে আর তিনজন কে হে?" দাদাঠাকুর কহিল, "মহাশয়! এক বাটীরই সব, পূজা কোত্তে গেলে তাদের ঢং দেখে আমি যেন ভেকা গঙ্গারাম সঙের মতন থাকি।"

এদিকে বাবুর বৈঠকখানার ঘড়ীতে নটা বেজে গেল, দাদাঠাকুর কহিল, "মহাশয়! আর বোস্‌তে পারি না, এখনো দুই তিন যায়গায় ঘণ্টা নাড়্‌তে বাকি আছে।" বাবু কহিলেন, "দাদাঠাকুর! যে বিষয়টার কথা পেড়েছো, দেখো সেটা ভুলো না।" দাদাঠাকুর কহিল, "চেষ্টা কোর্‌তে কসুর কর্‌বে না, তবে আপনার কপাল এবং আমার হাত-যশ।" বাবু কহিলেন, "দাদাঠাকুর! চেষ্টার অসাধ্য কি? বিশেষতঃ তুমি চেষ্টা করিলে এ কার্য্য কি তোমার অসাধ্য হোতে পারে?" দাদাঠাকুর কহিল, "মহাশয়! সাধ্যমতে চেষ্টা কর্‌বো, কিন্তু মহাশয়ের এবার বিবেচনা জানা যাবে।" দাদাঠাকুর এমত বলিয়া প্রস্থান করিলেন। মোসাহেবেরা একে একে গমন করিল, বাবুজী স্নান ভোজনার্থে প্রস্তুত হইলেন।

দাদাঠাকুর প্রথমেই মাচ খাই দেওয়া বাটীতে গমন করিলেন এবং নিত্য নিত্য পূজা করিতে গিয়ে যেমন মা কোথা খুড়ী কোথা এবং বড় দিদি মেজ দিদি ও ছোড়্‌ দিদি তোরা কোথা গো বলিয়া অন্তঃপুরমধ্যে মেয়েদের নিকটে ঘরের ছেলের মতন গোল করিয়া থাকেন, সে দিনও সেইমত আরম্ভ করিলেন এবং ঠাকুরঘরে গিয়ে "বড় দিদি, গোটা কতক তুলসী দিয়ে যাও" বলিয়া ডাকিলেন। বড় দিদি অমনি ছুটে গিয়ে তুলসী তুলে দাদাঠাকুরের কাছে গেলেন, (দাদাঠাকুরের সঙ্গে রঙ্গভঙ্গ প্রায় হয়ে থাকে) একারণ বলিলেন, "দাদাঠাকুর! তুমি কি তুলসী তুলে নিতে পার না? তুলসী তোলা কাজ কি তোমার এত ভার বোধ হয়?" দাদাঠাকুর কহিল, "দিদি! তোমরা আছ বোলে তাই বেঁচে আছি, তোমাদিগের জন্যেই পূজা কোত্তে আসি। এ তোমাদিগের তেমন দাদাঠাকুর নন, যেখানে মুখ মিষ্টি পান, সেখানে গোলাম বোনে গিয়ে পায়ের কাঁটা দাঁতে কোরে তোলেন, আর যেখানে মানের লাঘব হয়, সে যায়গা মাড়ান না। আমার সঙ্গে অনেক বড় মানুষের আলাপ আছে, তাঁরা আমাকে নবাব-সুবোর অপেক্ষা খাতির ও যত্ন করেন। তুমি যদি একদিন দেখ, তা হোলে অবাক্‌ হয়ে থাকবে। আজ সকালে অমুক বাবুর

বাটীতে গিয়েছিলেম, বাবু যে খাতির কোল্লে, তা আর বোল্‌বো কি?" হোবু বিবি বলিল, "দাদাঠাকুর! অমুক বাবুকে আমি চিনি, ছোট বেলা আমি মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়ী যেতেম, মিন্‌ষে ভারি ফোচ্‌কে, আমাকে কত তামাসা কোর্‌তো।" দাদাঠাকুর কহিল, "দিদি! আজও তোমার কথা পোড়েছিল, বাবু তোমার নাম শুনে ভারি খুসি হোলেন এবং তোমার কথাবার্ত্তা বারবার অনেক জিজ্ঞাসা কোল্লেন। এমন লোক আর হবে না, বাবু যেমন খোর্চে, তেমনি দশজনে মানে এবং দেখ্‌তেও রূপবান্ পুরুষ, কথাগুলি অতি আস্তে আস্তে বলেন এবং সকলের সম্মান কোরে কথা কন, বিশেষতঃ মেয়েমানুষের ভারি খাতির করেন। দিদি! তুমি যদি একদিন তাঁর সঙ্গে কথা কও, তা হোলে তোমার রোজ যেচে কথা কইতে ইচ্ছা হবে।" বিবি কহিল, "বাবুকে পূর্ব্বাবধি আমি খুব ভাল জানি এবং এক্ষণে তোমার মুখেও শুন্‌লেম, বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে আমারো খুব ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু যাবার তো যো দেখিনে। খুড়ী মা আমাদের স্বভাব দেখে সর্ব্বদাই চোখে চোখে রাখেন, রাত্রে পাশ ফিরে গায়ে হাত দে দেখেন, এবং ঘরে একটা ইন্দুর নোড়লে বলেন, খেংরা দে বিষ ঝোড়ে দিব। দাদাঠাকুর! তোমার সাক্ষাতে বোল্‌তে কি, আমরা চারি জনাতে আজ কত দিন পর্য্যন্ত পরামর্শ কোরেও কিছু কোরে উঠ্‌তে পাচ্চিনে।" দাদাঠাকুর কহিল, "খুড়ী মা পয়সা কেমন চেনেন?" নব বিবি বলিল, "তাতে খুব। দাদাঠাকুর! পয়সা বড় চমৎকার জিনিস, পয়সাতে কি না হয়? আমরা ভারত-চন্দ্র রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে শুনেছি, যথা—'কড়ি ফট্‌কা চিঁড়ে দই, বন্ধু নাই কড়ি বই, কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে। কড়িতে বুড়র বিয়ে (তার পরের কথাগুলো মনে নাই) শেষটা কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে।' দাদাঠাকুর! এ কি রকম কথা, গুণাকর ভারী গুণী ছিলেন, তিনি এখনকার কবিদের মতন রাবিস দিয়ে খানা বুজন নি। বিদ্যাসুন্দর বইখানিকে অনেকেই রহস্য বোধ করেন, কিন্তু তাহার মধ্যে রস যত ছড়াছড়ি আছে, উপদেশও তত আছে,

দাদাঠাকুর! আমরা চক্ষু থাকতে অন্ধ, কিন্তু কাণে শুনে ভারতকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান কোরে থাকি। আর খুড়ো মোশায়ের মুখে শুনেছি যে, হাতীর বাগানের যিনি প্রধান অধ্যাপক তর্কপঞ্চানন মহাশয়, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে একখান বিদ্যাসুন্দর বই রাখতেন; অবকাশমতে সেইখানি পাঠ কোত্তেন। অমন উপদেশযুক্ত পুস্তক আর নাই। গুণাকর বিদ্যাসুন্দরের কোন স্থান অযথার্থ বলেন নি। দাদাঠাকুর! বিবেচনা কোরে দেখ, তিনি কড়ির বিষয়ে যাহা লিখেছেন, তাহা সাধারণের বিলক্ষণ বিদিত আছে। আমাদিগের জ্যেঠা মোশায় সর্ব্বদাই বোল্‌তেন, 'অর্থেন সর্ব্বে বসা' অর্থেতে সকলই হয়, অর্থলাভপ্রত্যাশায় মানবেরা তরণীযোগে অগাধ সমুদ্র দিয়া জীবন হস্তে করিয়া যাতায়াত করে, অর্থ জন্য নরহত্যা স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি কত হত্যাই হইতেছে, প্রাপ্য ধন হরণাপেক্ষা যে আর পাপ নাই, অর্থই তাহার মূল। স্বামী অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিলে স্ত্রীর নিকটে আদর পান না পিতা-মাতা অর্থহীন হইলে, কালধর্ম্মপরবশে পুত্র-কন্যার নিকটে হেয় হন। অধিক আর কি কহিব, অর্থহীন জীবনই বিফল। মানবদেহ ধারণ কোরে সংসারে থাকিয়া যে ব্যক্তি অর্থের অন্বেষণ না করে, তাহাকে হতভাগ্য মানব বলিয়া সকলেই হেয় জ্ঞান করেন। দাদাঠাকুর! মানবদিগের মধ্যে অর্থে অযত্ন করে, এমত মনুষ্য কে আছে?" দাদাঠাকুর বলিল, "দিদি! খুড়ীমার যদি অর্থের দিকে লোভ থাকে, তাহা হইলে বাবুর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবার আর সন্দেহ নাই। বাবু অর্থব্যয়ে কাতর নন। তুমি খুড়ীমাকে এক রকম হাত কর।" এমত বলিয়া ফুল-তুলসীগুলো ঠাকুরের মাথায় এককালে তুলে দিয়ে চালগুলো গামছায় বেঁধে দাদাঠাকুর "আসি" বোলে প্রস্থান কল্লেন। বিবি অমনি সমবয়স্যাদিগকে সমস্ত বলিতে তাহারাও (সেদো ভাত খাবি না হাত ধোবো কোথা) সেই ভাবে তাহার সঙ্গী হবার অঙ্গীকার কোল্লেন। বিবিদিগের খুড়ীমাতা তিনি ইঙ্গিতমাত্রেই বুঝেচেন এবং অর্থলোভে সত্বরেই সম্মতা হোলেন। রাত্রে দাদাঠাকুর শীতল

দেবার সময় আসিবামাত্রেই, নব বিবি সমস্ত বিষয়ই বোল্লেন এবং সেই রাত্রিই ধার্য্য হলো। দাদাঠাকুর অমনি অচিরাৎ বাবুকে গিয়া সংবাদ জানালেন। বাবু দুই খানা গাড়ী তৈয়ার কোত্তে বোলে বিবির খুড়ীমার কারণ পাঁচশত টাকার একটা তোড়া এবং দাদাঠাকুরের জন্য দুই শত টাকার অপর একটা তোড়া লইয়া আপনি প্রস্তুত হোলেন। অধিক লোক নিলে গোলযোগ হবে বোলে, কেবল বোস্‌জা ও মিত্রজা দুই জনাকে সঙ্গে লয়ে একখানি গাড়ীতে উঠ্‌লেন এবং দাদাঠাকুর অপর একখানা গাড়ীতে উঠিয়া বোস্‌লেন। চকিতের মধ্যে গাড়ী দুইখানি গলীর মোড়ে উপস্থিত হলো, সদর রাস্তার উপরে বাবুর গাড়ী রইলো, ছোট গাড়ীখানি গলীর মধ্যে ঢুক্‌লো। দাদাঠাকুর নব বিবিদিগের বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে থাকিতে গাড়ী হইতে নামিয়া বাটীর ভিতরে গেলেন। বাটীতে গুণপুরুষ পুরুষগণ কেহই নাই, বুড়ো বুড়ো কর্ত্তাপক্ষেরা নস্তের ডিপা ট্যাকে গুঁজে গাঁজার আড্ডায় দিব্য মজা মার্‌চেন, মধ্যে মধ্যে গান হচ্চে যথা—"গাঞ্জা খেয়ে মোরে গেছে কেষ্টার বেটা রেয়ে, বেটা মোরে আছে যেন কালকূট বানরের মতন চেয়ে।" হাসির, কাসির, হাত-তালির এবং নাচনীর হেঙ্গামাতে মেদিনী কেঁপে উঠ্‌চে। কোথাও বা বাটীর আদবুড়ো কুলচূড়ারা তোড়যোড় যুড়ে পাথী মার্‌চেন, চক্ষু যেন কোটরের ভিতর ঢুকে যাচ্চে, গায়ের শিরগুলো সব যেন ভেসে ভেসে উঠেছে, হাত-পাগুলো ছিনে মেরে গেছে, উদরী-রোগের মতন কেবল পেট্‌টা মোটা হয়েছে, সর্ব্বদাই চোক বুজে ঝিমুচ্চেন; কাছে কোন মনুষ্য এলে চেয়ে দেখেন না, পাছে নেশা ছুটে যায়। ছোক্‌রা দলেরা সন্ধ্যা না হতে হতেই বাটী হতে বেরিয়ে গিয়ে কারণ নিয়ে মেতেচেন। যে বাটীর পুরুষদিগের এইরূপ চরিত্র হয়, তাহাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকেরা যে দুশ্চরিত্রা হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? দাদাঠাকুর বাটীর ভিতরে গিয়া নব বিবির খুড়ীমাকে বোল্লেন, "খুড়ী মা! সব প্রস্তুত, বড় রাস্তার উপরে বাবু স্বয়ং গাড়ীতে আছেন এবং আমাকে একখানা ছোট গাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন, তিনি আপনার

তরে পাঁচ শত টাকার একটা তোড়া হাতে করে বসে আছেন।” (খুড়ীমার তো পেটের মেয়ে নয় যে স্নেহ হবে, পাঁচ শত টাকার নাম শুনে গরিবের মেয়ে ভারি খুসী হলেন) দাদাঠাকুরকে বলিল, “টাকা আন এবং মেয়েদের নিয়ে যাও।” দাদাঠাকুর বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, আগে টাকা না পেলে খুড়ী-মা বাটীর বাহিরে আস্‌তে দিবেন না, একারণ সত্বরেই পুনর্ব্বার বাবুর নিকটে গেলেন। বাবুও বিবিদের না পেলে, ব্রাহ্মণের হাতে অত টাকা দিতে বিশ্বাস হয় না। ব্রাহ্মণ এদিকে খুব চতুর, বাবুর মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে কহিল, “মহাশয়! তাঁদের বাটীতে এ সময়ে জনপ্রাণী পুরুষ নাই, আপনি তথায় চলুন, আমি খুড়ী-মাকে বাহিরে ডেকে আন্‌বো, আপনি তাঁর হাতে টাকা দিলে খুব ভাল হয় এবং খুড়ীমারও একান্ত মানস যে, আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন।” বাবু ব্রাহ্মণের কথায় সম্মত হয়ে তথায় গমন কোল্লেন এবং নববিবিদিগের খুড়ী-মাকে পাঁচ শত টাকার তোড়া দিলেন। নববিবিদিগের খুড়ীমাতা যে সময়ে বাবুর হাত ধোরে শততা যানাচ্চেন, সেই সময়ে হবু-বিবিরা কুলের মুখে ছাই দিয়া বাটীর বাহিরে এলেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন একখানা গয়না ভুলে এসেছিল, একারণ পুনর্ব্বার বাটীর মধ্যে গিয়া সন্দাল হইতে যৎকালীন সেই অলঙ্কার পাড়িতেছিলেন, (সেই গৃহে একজন মনুষ্য আহার করেছিল, তাহার পাতে দই ছিল) তিনি তার উপরে পা দিবামাত্রে পা হোড়্‌কে গিয়া কতকগুলিন বাসনের উপরে পড়্‌লেন, তাহাতে একটা ভারী শব্দ হয়ে উঠ্‌লো; বাটীর অপর অপর লোকেরা গোল করে দেখ্‌তে গেলেন। দাদাঠাকুর বিপদ বুঝিয়া সেই সময়ে তিনজনাকে নিয়েই গাড়ীতে এসে উঠ্‌লেন। বাবুর পলাবার সময়ে বাটীর দুইজন পুরুষ এসে পোড়্‌লো, বাবু তাহাদিগকে দেখে ভয় পেয়ে লুকাইবার চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লেন। ওদিকে নব-বিবিদিগের খুড়ী-মা টাকার পুঁটলী অাঁচলে বেঁধে বাটীর ভিতরে প্রবেশ কোল্লেন। বাটীর পুরুষ দুটীর কিঞ্চিৎ চেতন ছিল, চোর চোর বলে বাবুকে ভারি তাড়া কল্লেন। আমাদিগের বাবু প্রাণের ভয়ে

ছুটতে লাগ্‌লেন, তাহারাও পেছনে পেছনে চোর চোর বলে ছুটো চারটে ঘুসো ঘাসা দিতে লাগ্‌লো। রাস্তার অপর লোকেরা চোরের চেহারা দেখে কেহ আর কোন কথা কয় না। একজন মাতাল কহিল, "এ কি চোর রে বাবা!" বাবু চোরাকিল খেয়ে গাড়ীতে গিয়ে বস্‌লেন, কোচম্যানকে বোল্‌লেন, "বাগিচামে যাও।" (বাবু বাগানে পৌছিবার পূর্ব্বে ছোট গাড়ীতে দাদাঠাকুর বিবিদিগকে নিয়ে বাগানে গেছেন,) বাবু বাগানে উপস্থিত হয়েই গেট বন্ধ কর্ত্তে বোল্লেন।

এখানে নববিবিদিগের বাটীতে তাঁদের জন্য বিষম ভাবনা উপস্থিত হলো। পুরবাসিগণ প্রতিবাসীদিগের নিকট কোন কথাই বলে না, কিন্তু ও দিকে ঢিঢিকার হয়ে গেছে। কেহ কেহ কহিতেছে না। সাহেবের বাবুর্চী এ কাজ করেছে। যাহার মনে যাহা উঠ্‌চে, সে তাই বোলচে। ওখানে নববিবিরা তিন চারি দিন উদ্যানে উত্তমরূপে আমোদ আহ্লাদ কোচ্চেন, যিনি বাটীতে বহুকালাবধি মাছের তার জানেন না, তিনিও দিব্য পাঁঠার মাংস দিয়ে লুচি ও রুইমাছের পোলাও প্রভৃতি অম্লানমুখে আহার কোত্তে লাগ্‌লেন। এমত সুখ-সৌভাগ্যের মুক্তপথ থাকৃতে যে সকল স্ত্রীলোকেরা কুলপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া সতীত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, আহা! সেই সকল অবলাগণকে সকলের শত শত ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা যে সকল গৃহমধ্যে বাস করেন, গৃহস্বামীরা যে কি পর্য্যন্ত হর্ষচিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র, আর নববিবিদিগের ন্যায় যে পুরীতে পুরাঙ্গনারা বাস করেন, তাহাদিগের গৃহস্বামারা মৃত্যুবৎ হইয়া থাকেন। পুরমধ্যে ভ্রষ্টা স্ত্রী থাকিলে কোনক্রমে সে পুরের মঙ্গলসাধন হয় না, পদে পদে বিপদদর্শন হইয়া থাকে। দুশ্চরিত্রা অবলারা পুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গেলে, তাহাদিগের কারণ যে সকল মনুষ্যেরা অনুতাপ কিংবা পুনর্ব্বার বাটীতে আনিবার কারণ যত্ন করেন তাঁহাদিগকেই নির্ব্বোধ এবং হতভাগ্য বলিব, তাহার আর সন্দেহ কি?

তাঁহারা যে কুঠার দ্বারা একবার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, পুনর্ব্বার সেই কুঠার লইয়া স্বইচ্ছাপুর্ব্বক আপনার পদে আঘাত করিতে প্রস্তুত হন। নব-বিবিদিগের গৃহস্বামীরা তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার গৃহে আনিবার কারণ বিস্তর অন্বেষণ কর্‌তে লাগ্‌লেন। চেষ্টা কোল্লে অনায়াসে সকল কার্য্যই সম্পাদন হয়, নববিবীদিগের বাটীর কর্ত্তারা চেষ্টা করিয়া নববিবিদিগকে একবার বাটীতে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার একমাসকাল পরেই হউক্ কিংবা একমাসের মধ্যেই হউক, বিবিরা পুনর্ব্বার মুক্তপথে গিয়ে পোড়্‌লেন।

কাল সর্ব্বদাই জগৎযুড়ে হাঁ কোরে আছেন, তাঁহার সেই করাল গ্রাসে কাহারও নিস্তার নাই। আমাদিগের কর্ত্তাবাবু পীড়াগ্রস্ত হওয়ায় ডাক্তার ও কবিরাজেরা অসাধ্য জানিয়া সাংঘাতিক রোগ বলিল। পুরীমধ্যে কান্নার কলরবে কাণপাতা ভার হয়ে উ্ঠলো, জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয়েরা আত্মতা জানাবার কারণ আশা যাওয়া কোত্তে লাগ্‌লেন। কর্ত্তাবাবু জীবনাশায় হতাশ হইয়া নাবালক অপত্যের ভাবী ভাবনা ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, বিপুল বিভবের কর্ত্তৃত্ব অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোককে সমর্পণ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে, এবিধায় সুবিবেচক বহুদর্শী বিধানজ্ঞ পরহিতপরায়ণ কোন মহোপাধ্যায় মহাশয়কে বিষয়ের ভারার্পণার্থে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার তো শেষ সময় উপস্থিত, পুত্রটী নাবালক, এ কারণ আমার বিষয়ের ভারার্পণ মহাশয়ের উপর করিলাম, আপনি আমার পুত্রটী বয়েস প্রাপ্ত হোলে তাহাকে বিষয় বুঝাইয়া দিবেন।"

অনন্তর রীতিমত লিখিত পঠিত হইয়া কর্ত্তাবাবু উইলপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এক্‌জিকিউটর বাবুকে দিলেন, এক্‌জিকিউটর বাবু উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে বিষয়রক্ষণকরণের ভারার্পণ গ্রহণ কোল্লেন। দুই এক দিবসের মধ্যে কর্ত্তাবাবু মানবলীলা সংবরণ করিয়া লোকান্তরিত হোলেন। পুত্র-কন্যা-কলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ, দাসদাসী প্রভৃতি কার্য্যকর ব্যক্তিগণ, বাগবাগিচা, জমিদারী, ইন্দ্রালয় সদৃশ অট্টালিকা ও অতুল বিভব কোথায় রহিল, আর

যে পুনর্ব্বার আসিয়া একবার অবলোকন করিবেন, তাহার কোন ভরসা রহিল না। আহা! মানবদেহ ধারণ করিয়া যৌবনধন কিংবা প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া যে সকল মানবেরা আপনাদিগকে উচ্চজ্ঞান করেন এবং পরপীড়নাদিতে তৎপর হন, বোধ করি, তাঁহারা এই ক্ষণভঙ্গুর কলেবরকে নিত্য জ্ঞান করিয়াই উপরি-উক্ত কার্য্যে সত্বর হন; মরিতে হইবে, এ বোধ থাকিলে কেহই যৌবন-ধন-প্রভুত্বের অভিমান করিতে পারেন না। প্রথমতঃ যৌবন ধন এবং প্রভুত্ব ইহা অলীক কুসুমের ন্যায়, দ্বিতীয়তঃ ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহের, বিশ্বাস নাই। মানবদেহ ধারণ করিয়া যৌবন ধন ও প্রভুত্বের সময়ে যে ব্যক্তি লোকালয়ে যশোলাভ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্য, তাঁহার কীর্ত্তি সকল তাঁহার অবর্ত্তমানেও আলোকিক যশ-প্রকাশ করিতে থাকে। আমাদিগের কর্ত্তাবাবু জীবিতাবস্থায় যে যে কার্য্য কোরেছিলেন, স্থলে স্থলে সেইগুলি তাঁহার গুণের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। কর্ত্তা বাবুর মৃত্যুর অশৌচান্তে একজিকিউটর বাবু যাহাতে লোকনিন্দা না হয়, অথচ স্বল্পব্যয়ে শ্রাদ্ধাদি সমাপণ করাইলেন।

একজিকিউটর বাবুর চরিত্রের কথা বলা কেবল বাহুল্যমাত্র, যেহেতু, সচ্চরিত্র ধর্ম্মভীত ও কার্য্যদক্ষ না হইলে কেহই একজিকিউটর করিয়া বিষয় সমর্পণ করেন না। তিনি নাবালকের দৈনিক ব্যয়ের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যয় অধিক লাঘব হইল, প্রতিমাসে ধনস্থানে বিপুল বিভবসঞ্চয় হইতে লাগিল।

বালকটী ক্রমে ক্রমে হাঁট্‌তে শিখ্‌লে, সেই সময় একবার ছেলেধরার ভারি ভয় উঠেছিল, সেই ভয়ানক কথা শুনে অবধি আমাদিগের নববাবু একলা বাটীর বাহিরে প্রাণান্তেও যেতেন না। কিছুদিন পরে সেই গোলটী নিবারণ হোলে, নববাবুর হাতে খড়ি দেওয়া হয়, তৎকালীন বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত অনাস্থা ছিল; গুরুমহাশয়ের ভয়ে চাকরদিগের নিকটে সর্ব্বদাই লুকাইয়া থাকিতেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক এক এক দিন সরস্বতীর সঙ্গে যা সাক্ষাৎ কোত্তেন, নতুবা

সর্ব্বদাই নূতন নূতন গল্প শুনিয়া সময়ের পাখা বেঁধে দিতেন। ক্রমে ষেটের মুখে ছাই দিয়ে দশে পা দিলেন, গুরুমহাশয়ের নিকট দশুকে পর্য্যন্ত পাঠশালার বিদ্যা হইল। আমাদিগের এদেশের এ কেমন মন্দ আচার হইয়াছে যে, বালকদিগকে স্বদেশীয় বিদ্যা অধ্যয়ন করাইতে কেহই যত্নশীল হন না; কোনমতে কয়েকখানা ইংরাজী বই পড়াইয়া টুংটাং কর্ম্মের উপযুক্ত কোত্তে পাল্লেই চরিতার্থ হন। এক্‌-জিকিউটার বাবু আমাদিগের নববাবুকে ইংরাজী অধ্যয়নের কারণ সত্বরেই কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। স্কুল যমালয় হতেও ভয়ঙ্কর, পণ্ডিত ও মাষ্টারদিগকে বাঘ বিবেচনা কোত্তে লাগ্‌লেন। অধ্যয়নও দিন দিন সেইরূপ হোতে লাগ্‌লো। জলখাবার ছুটী হোলেই ঘোড়া ঘোড়া খেলা হয়, ঘোড়া ঘোড়া খেলা হোতে হোতেই ঘোড়ায় চড়া রোগটী জন্মিল। কত কষ্টে রগ্‌ড়ে দুই তিন বৎসরের পর একটী কোরে কেলাশ্‌ উঠ্‌তে লাগ্‌লেন।

নববাবু রাত্রে শোবার সময় প্রাচীনা পিতামহীর নিকটে "বেঙ্গমা বেঙ্গমী" "পায়রা রাজা" "সোণার কাটি রূপার কাটি" প্রভৃতি গল্প শুন্‌তেন; কাশীদাসী মহাভারত, রামায়ণ ও চণ্ডীর পয়ার মুখস্থ কোত্তেন; তাতে সন্দেশ পোট্‌তো। আদুরে ছেলে, মিষ্টি বড় ভালবাসে, অল্প মিষ্টিতে কিছু হোতো না, মিষ্টির মতন মিষ্টি হোলে মন সন্তুষ্ট হোতো বোলে নববাবুর পিতামহী ফি পয়ারে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন। সন্দেশের লোভে তোতাপাখীর মতন কতকগুলিন পয়ার মুখস্থ কোরেচেন। মাঝে মাঝে কখন বা মেয়েদের অলঙ্কার দে সাজান দুটো একটা যথার্থ ঘটনা শুন্‌তেন। তাতে সংস্কার বড় মন্দ হয়নি, সেইগুলিই বাবুর দর্শনশাস্ত্র হয়েছে এবং তাহাই নিয়ে নিজে নাড়া চাড়া কোচ্চেন, ভাগ্যে সেইগুলি শুনেছিলেন, তাই তো আজ কলম ধোরে বোস্‌লেন। দিবসে কালেজে কতগুলো বদমাইসী বাহাত্তুরে বালকদিগের সহিত মিশিয়া মালীর ঘরে একটার সময় তামাক ও চরসের শ্রাদ্ধ কোত্তেন এবং গোলদীঘির মাঠে ফড়িং ধোরে খেলা কোরে বেড়াতেন। কোন দিন বা স্কুলে যাই বোলে

ইয়ারদিগের বাটীতে গিয়া ইয়ার্কি দিতেন। স্কুল থেকে বাড়ীতে এসে পুরাতন চাকরদিগের নিকটে বোয়ে যাবার গল্প শুনতেন। পেট থেকে পোড়েই কেউ গর্ভশ্রাদ্ধে যায় না, দেখতে শুনতে ক্রমে ক্রমে ওকর্ম্ম হয়। কয়েকখানা কদর্য্য ভাষার বই পোড়ে, একটু রসবোধ হোতেই এক রকম বিদ্বান্ হোলেন। সংস্কারের মধ্যে জ্যেঠামটী খুব বেড়ে উঠলো।

এদিকে কোন বিষয়েই ছু'তে বাকি রাখেন নি। সংস্কৃত শিখিবার জন্য একজন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিল, কিন্তু "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং" এ কারণ নববাবু চারি বৎসরে মুগ্ধবোধের মধ্যে মধ্যে বাদ দিয়ে গীর্ব্বাণবাণী ইত্যাদি কবিতাটী অভ্যাস করিলেন। মাঘের দুই পাত পড়িয়াই বাঘ বিবেচনা হোলো। রঘুর তিন পাত উলটেই ভিটেতে ঘুঘু চরবার কতকগুলিন্ ইয়ার এসে জুটলো। তাহাদিগের সহবাসে নববাবু বিলক্ষণ কৌতুকামোদী হয়ে পোড়লেন। বাটীতে প্রথমতঃ একটী ইংরাজী ক্লব স্থাপন হোলো। কয়েকবার কয়েক বিষয়ের "এসে" নিয়ে সভ্যবাবুরা গোবর ঘণ্ট কোত্তে লাগলেন। শেষে অত্যন্ত কঠিন বোধ হোতে ইংরাজী ক্লবের কার্য্যটী রহিত কোরে দিলেন।

বাঙ্গালা বিষয়ে বাল্যাবস্থাবধি আস্থা এবং যত্ন ছিল, রীতিমত পাঠ্যপুস্তক-সকল পাঠ কোরে যথার্থ যে একটী বিদ্যাবান্ হবেন, এমত মানস ছিল না। কোন মতে গদ্য এবং পদ্য লিখতে পারবেন, এই কল্পনা কোরেছিলেন। অর্থহীন পুরুষ বেশ্যাগামী হইলে যেমন সহজেই তস্কর হইয়া উঠে, অধ্যয়ন ব্যতীত রচনা করিতে গেলেও প্রথমতঃ সেইরূপ চোর হয়। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও উত্তম উত্তম লেখকেরা উচ্চাসনে বসিয়া যে সকল বমী কোরে রেখেচেন, আমাদিগের নববাবু প্রথমতঃ তাহাই ভক্ষণ কোরে বমী কোত্তে লাগলেন। দেশ-হিতৈষী পাঠকগণ তাঁহার ঐ মহদ্দোষটী নিবারণ করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগলেন, তাহাতে নববাবুর একটু লজ্জা বোধ হলো, একারণ ইংরাজীক্লবের মেম্বরদিগকে লয়ে বাঙ্গালার আলোচনার

Imp 4505 21-14/10/07

কারণ একটী বঙ্গসমাজ স্থাপন কোল্লেন। দুই জন বিচারদক্ষ অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যদিগকে বেতনভোগী কোরে রাখ্‌লেন। আপনি স্বয়ং সম্পাদকের আসনে বোস্‌লেন।

যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে নব্য বাবুরা যেন একটু মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেন, তখন তাঁহাদিগের বিদ্যালোচনার প্রতি এক রকম স্বতন্ত্র অন্তঃকরণ হয়ে উঠে। নিত্য নিত্য স্থানে স্থানে সমাজ-স্থাপন, দাতব্য বিদ্যালয়ের আনুকূল্য করা, ছাত্রদিগকে পুস্তকাদি বিতরণ, যোগ্য ছাত্রগণকে ছাত্রবৃত্তি ও স্বর্ণরজতনির্ম্মিত পদক প্রভৃতি পুরস্কার প্রদান, অবৈতনিক শিক্ষক পদগ্রহণ ও বিদ্যালয় মাত্রেরই তত্ত্বাবধারক হইয়া এককালে দেশের দুর্ভাগ্যকে দূর করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু অল্প দিবসের মধ্যে তাহা অলীক কুসুমের ন্যায় শুকাইয়া যায়। আমাদিগের নববাবুর সমাজের কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং আড়ম্বরী দেখে কে? প্রতি সমাজে সভ্যগণ নূতন নূতন প্রশ্ন লিখিয়া পাঠ করে এবং তাহার তর্কবিতর্কে নিয়মিত সময় অতিক্রম হইয়া গেলেও সমাজভঙ্গ হয় না। বাবুজী ধনাঢ্যবংশীয় বলিয়া সমাজ উপলক্ষে কত লোকই আসিয়া সভ্য হলো, যাহারা সকল-খোর, যাহাদিগের অসভ্যতার ধ্বজা উড়িতেছে, তাহারাও সমাজের অধ্যক্ষ হোলেন। অল্প দিবসের মধ্যে সভ্যশ্রেণীর এমত বৃদ্ধি হয়ে উঠ্‌লো যে, সকল সভ্যগণ একত্রিত হোলে সমাজগৃহে আর স্থান হয় না।

সেই সময়ে নববাবুর অভিনয়বিষয়ে অত্যন্ত আমোদ জন্মেছিল, মধ্যে মধ্যে এক এক রাত্রে অনুরূপ নাটক কোত্তেন। অভিনয় কোত্তে হোলেই সকল রকম মনুষ্যের প্রয়োজন হয়। একারণ, কয়েকটী অল্পবয়স্ক বালকদিগকে নাটকসূত্রে আদিরস দেখাইয়া তাঁহাদিগের অধ্যয়নের পথ এককালে অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আহা! সেই সকল বালকেরা যৎকালীন মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তৎকালীন যে এক্ষণে নাটকের দ্বারা দেশাচার সংশোধন হইবে, এমত কোন ক্রমেই বলিতে পারা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে আমাদিগের মাতৃ-

মুখী চলিত ভাষা স্বাধীনা হয়ে উঠেনি। ইংরাজী পারস্য আরবী প্রভৃতি অনেক অনেক ভাষার সহিত মিশ্রিতা আছে। নাটকাদি, চলিত ভাষায় না লিখিলে রসযুক্ত হয় না। এক্ষণে চলিত ভাষায় নাটকাদি লিখিলে কোনক্রমে স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে না।

যে সকল মহাশয়েরা চলিত ভাষায় নাটক এবং পুস্তকাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের রচনা কর্ণপ্রিয় এবং মধুর বলিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু উত্তম উত্তম যে সকল শব্দ অপ্রচলিত থাকায় যেন পতিত হইয়া রহিয়াছে, সেই সকল শব্দের আর উদ্ধার হইবার ভরসা থাকে না। বিবেচনা করিলে যাহাতে ঐ সকল শব্দ সরল হইয়া পড়ে, এক্ষণে সাধারণের সেই বিষয়ে যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। এককালে উৎকট উৎকট শব্দ দ্বারা রচনা রূপসীকে কঠিনা ও কর্কশা করিতে বলি না, অপ্রচলিত শব্দকে এমত স্থলে স্থান প্রদান করিবে, যেন তাহার অর্থের কারণ চিন্তা করিতে না হয়, অপর তাহার অনুসঙ্গী শব্দ সকল যেন তাহার পরিচয় প্রদান করে, তাহা হইলেই সেই সকল শব্দ ক্রমে ক্রমে সরল হইয়া আসিবে এবং ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও লেখকের যশোলাভ হইবে।

গদ্যে "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ও "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" পাঠ করিলে কে না গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন? কই, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই একখানি নাটক ত লেখেন নাই? বরঞ্চ সংস্কৃত শকুন্তলা নাটকখানিকে কেবল সরল গদ্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, এক্ষণে নাটকাদিতে যদ্যপি দেশের উপকার হইত, তাহা হইলে তাঁহারাও নাটক লিখিতেন। আমাদিগের নববাবুর সমাজে, মধ্যে মধ্যে অভিজ্ঞান ও সমাজের পত্রিকা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিস্তার চর্চ্চা হতে লাগ্‌লো, লোকালয়ে তিনি একজন প্রশংসিত ব্যক্তি হয়ে উঠ্‌লেন। একদা সমাজের কার্য্য শেষ হোলে নববাবু প্রধান পণ্ডিত মহাশয়কে কহিলেন, "মহাশয়! অদ্য

দিনের মধ্যে আমাদিগের এই সমাজের অল্প শ্রীবৃদ্ধি হয়ে উঠেনি; বোধ করি, সত্বরেই ব্রহ্মসমাজ হইতেও ইহার উন্নতিসাধন হইবে।” প্রধান পণ্ডিত মহাশয় দূরদর্শী নীতিজ্ঞ সদ্বিবেচক এবং নির্বিরোধী ছিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, আহা! দিন দিন যে সকল সভ্যের সমাগম হইতেছে, ইহাতে যেরূপ সভার উন্নতিসাধন হইবে, তাহা মধুসূদনই ভাল জানেন। পণ্ডিত মহাশয় বেতনভোগী বলিয়া বাবুর পরিতোষার্থে প্রকাশ্যে বলিলেন, “মহাশয়! আপনার সমাজের উপর যেরূপ যত্ন আছে, ইহার উন্নতি হইবেক, তাহার আর বিচিত্র কি? ব্রহ্মসমাজ কেবল একজনার যত্নেই স্থাপিত হয়, প্রথমতঃ ঐ সমাজ উপলক্ষে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; এদেশের প্রাচীন প্রাচীন ব্যক্তির মধ্যে কেহ বা বলিলেন, নাস্তিকের সমাজ, কেহ বা বলিলেন, কৃশ্চানের সভা, তাহাদিগের জাতীয় বিচার নাই, সকল জাতিতে এক সঙ্গে বসিয়া অন্নাহার করে। সে সময়ে সমাজ যে থাকিবে, এমত কাহারও ভরসা ছিল না।” নববাবু বলিলেন, “পণ্ডিত মহাশয়! ব্রহ্ম-উপাসনা কি মন্দ?” পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “বাবু! কোন্ উপসনাই বা ব্রহ্ম উপাসনা ছাড়া? ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ ইহার কি সামান্য অর্থ, ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব এই চারি বেদ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ; পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা এবং ধর্ম্মশাস্ত্র এই চারি বেদের উপাঙ্গ, এই চারি উপাঙ্গ হইতে অন্যান্য শাস্ত্রও অন্তর্ভূত হইয়া আছে। পুরাণের মধ্যে উপপুরাণ, ন্যায়ের মধ্যে বৈশেষিক, মীমাংসার মধ্যে বেদান্ত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে মহাভারত, রামায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত ও বৈষ্ণবাদি শাস্ত্র অন্তভূ‌ত আছে। ঐ অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহ চারিবেদ ঐক্য করিলে চতুর্দ্দশ বিদ্যার স্থান হয়। তৎপর আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্র, এই চারি উপবেদ উপরিউক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যার সহ ঐক্য করিলে অষ্টাদশ বিদ্যার সংখ্যা হয়, এই সকল বিষয়ের মধ্যেই নিগূঢ়ার্থ ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ ভিন্ন কিছুই নয়; কেবল স্থলে স্থলে উপাসকদিগের উপাসনার

কারণ রূপকল্পনা করিয়াছেন বৈ ত নয়? যথা—'উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা' কোন শাস্ত্রের মধ্যে কেহই তাঁহাকে এক ভিন্ন দুই বলিয়া বর্ণন করেন নাই। সাধারণে ভাষা কথায় বলে, 'যত মুনি তত মত', সে কেবল একটী একটী শব্দান্তরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছেন এই মাত্র। বেদে সত্য, বৈশেষিকে নিত্য, সাংখ্যে জ্যোতির্ম্ময়, ন্যায়ে অনির্ব্বাচ্য, মীমাংসায় মন্ত্র, পাতঞ্জলে অনন্ত, বেদান্তে কারণ, পুরাণে স্বেচ্ছাময় এবং বৌদ্ধেরা অর্থাৎ নাস্তিকেরা একস্বভাব বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। বাবু! দুই ত কেহই বলেন নাই, আর বৈষ্ণব শাস্ত্র লইয়া যে সর্ব্বদাই গোলযোগ হয়, সেটী বোঝবার কেবল ভ্রমমাত্র। নারদাদি প্রণীত পঞ্চরাত্রের নাম বৈষ্ণব শাস্ত্র, যাহাতে বাসুদেব সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চারি পদার্থ মাত্র। ভগবান্ বাসুদেব সমস্ত জগতের কারণরূপ পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণ নামক জীব তাহার দ্বারা উদ্ভব এবং ঐ জীব হইতে প্রদ্যুম্ন নামে মনের উৎপত্তি এবং ঐ মনোরূপী প্রদ্যুম্ন দ্বারা অহঙ্কাররূপ অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে। বাবু! নিগূঢ় ভাব বুঝিলে আর ভ্রম থাকে না। বিষ্ণুশর্ম্মা বালকদিগের কারণ যেমত হিতোপদেশ পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, পশুতে পশুতে মৈত্রতা, পক্ষে পক্ষে যুদ্ধ, ইহার স্থূল তাৎপর্য্য, যে বালকেরা পশুপক্ষের গল্প শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হয়, এ কারণ পশুপক্ষের গল্পচ্ছলে বালকগণকে মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, সন্ধি ও বিগ্রহ প্রভৃতি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেইরূপ পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা অবোধ মানবদিগের পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি জন্মিবার কারণ প্রথমতঃ রূপকল্পনা করিয়াছেন।"

এইরূপ শাস্ত্রচিন্তা হোতে হোতেই রজনী অধিক হলো, সমাজভঙ্গ হইয়া পণ্ডিত মহাশয় এবং সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অপর উপস্থিত কয়েকজন সভ্যের মধ্যে একজন অকস্মাৎ কহিল, "উঃ! শরীরটে আজ বড় ঘ্যাতঘ্যাতে আছে, একটু রকমারী না হোলে আর প্রাণ বাঁচে না।" বাবু বলিলেন, "রকমারি

কি ?”সভ্য বাবু বলিলেন,“এই তো,ছেঁদো কথা বুঝেন না,কারণ।” বাবু বলিলেন, “কারণ কি ?” অপর একজন সভ্য কহিল, “মহাশয়! ওয়াইন্।” নববাবু তখন বুঝিতে পরিলেন যে, “সুরা। ” সভ্যদিগের মধ্যে তিনিই প্রশ্নগুলি ভাল লিখ্তেন, একারণ বাবু তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাস্তেন। সভ্যবাবুর যে এতদূর পর্য্যন্ত গুণের পালান ছিল না, তাহা নববাবু পূর্ব্বে জান্তেন না। তৎকালিন আমার-দিগের নববাবু বড় সভ্য ছিলেন, সুরার নাম শুনিলে চম্‌কে উঠ্তেন।

ইয়ারকীর দলে মিশ্‌লে যাহাতে ইয়ারদিগের মনোরঞ্জন হবে, অবশ্যই সেই কার্য্য করিতে হয়, নতুবা মনের মিল হয় না এবং গর্ভের শ্রাদ্ধেও যায় না। একারণ নববাবু বলিলেন, “আমার বাটীতে ত ওয়াইন নাই, তবে যদ্যপি আনাইতে পার, তাহাতে আমার সম্মতি আছে।” উপস্থিত যে কয়েকটী সভ্য ছিল,তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ পথের পরিচিত পথিক ছিলেন। দুই তিনজন সভ্য একসঙ্গে কহিল, “মহাশয়! টাকা থাকিলে কিসের অপ্রতুল ? আপনি টাকা প্রদান করিলে, এই রাত্রে আপনার যত প্রয়োজন হইবে, তাহা আনা যাইতে পারে।” বাবু কহিলেন, “সে কি হে ? তবে না কি রাজার আবকারির উপর ভারি তম্বি ? রাত্রে আব-কারির দোকানের দরজা খোলা থাকিলে জরিমানা করেন ?” সর কার বাবু কহিল,“মহাশয়! রাজার শাসন খুব আছে,লোকের লজ্জা নাই, মাঝে মাঝে প্রায় জরিমানা হোচ্চে, তথাপি ক্ষান্ত হয় না।” বাবু কহিলেন, “কেন, রাত্রে শুঁড়ি রাতদরজা বন্ধ করে ?” সরকার বাবু কহিল, “মহাশয়! দরজাটা বন্ধ হয় বটে, কিন্তু কত কত শুঁড়ি দোকানের পেছনে যে একটা ছোট দরজা খোলা থাকে, তাহাতে তেমন আটটা দরজার কাজ করে, শুঁড়িদের রোজগারের দরজই সেইটে। সদর দরজা দিয়া ইতরলোকেরা দুইচার পয়সার মদ কিনে খায় বৈ ত নয়। আমাদিগের মতন কতকগুলিন গৃহস্থগোচ ভদ্র-লোকের ছেলেরা যে মাতাল হয়ে উঠেচেন, তাহারা মুখে কাপড়

জড়িয়ে সেই ছোট দরজা দিয়া দোকানে প্রবেশ করে, এক এক-জন এক এক বোতল ধান্যেশ্বরী সহজেই দাঁড়াভোগ দে কিংবা এককালে দুই বোতল দুই বগলে নিয়ে চাদর ঢাকা দিয়ে বাহির হইয়া এসেন। মহাশয়! সে ছোট দরজা সর্ব্বদাই খোলা থাকে। আর কত কত এমন ডিস্‌পেনসেরি আছে, তথা হোতেও জোগাড় কোত্তে পাল্লে আন্‌তে পারা যায়।"

আমাদিগের নববাবু তৎকালীন বিষয় পান নি, যৎসামান্য যাহা তাঁহার ব্যয়ের কারণ পেতেন, তাহাতে তাঁহার কুলান হইত না। তিনি যেমত মহল্লোকের পুত্র, তাঁহার মানসও তদুপযুক্ত উচ্চ হওয়ায় বাল্যাবস্থাবধি হাত ভারী দরাজ ছিল। কি সৎকার্য্য কি অসৎকর্ম্ম কিছুতেই ব্যয় করিতে কাতর হইতেন না, একারণ মধ্যে মধ্যে প্রায় তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর নিকট হইতে টাকা লই-তেন। উপস্থিত বিষয়ে নববাবু কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকটে সত্বরেই গমন কোল্লেন, পুত্রের পদশব্দ শ্রবণমাত্রে কর্ত্রী ঠাকুরাণী সতর্ক হয়ে বোস্‌লেন। বাবুজী তথায় যাইয়া কয়েকটী টাকার প্রয়ো-জন জানাইতে, তিনি কয়েকবার অসম্মতা হইয়া অবশেষে দশটী টাকা দিলেন। নববাবু টাকা প্রাপ্ত মাত্রেই সমাজগৃহে আসিয়া সভ্যদিগের মধ্যে এক জনার হস্তে উক্ত টাকা প্রদান করিলেন। সন্ধ্যাপূজার সংকল্পে পূজকেরা যেমত তৎপর হয়, রাবণের মৃত্যুবাণ আনিবার কারণ মারুতি যেমন তৎপর হইয়াছিলেন, দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া শোণিতপানার্থে ভীম যেমন তৎপর হইয়া-ছিল, বাটীতে অকস্মাৎ কোন পরিবারের সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইলে পুরবাসিগণ চিকিৎসক আনিবার কারণ যেমত তৎপর হয়, সভ্যদিগের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ তদপেক্ষা তৎপর হইয়া টাকা লইয়া গমন করিলেন এবং অবিলম্বে সেই রাত্রি একটার সময়ে কয়েক বোতল দেশী রম, ফুলুরি ও বেগুনভাজী প্রভৃতি ও কয়েক দোনা গোলাপী পানের খিলী লইয়া সমাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দের দ্রব্য আসিবামাত্র উক্ত সাম্প্রদায়িকদের আর

আনন্দের সীমা নাই। বোসবাবু বোতলগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া পূজা আরম্ভ কোল্লেন। মল্লিকবাবু বর প্রার্থনা কোত্তে লাগ্‌লেন, "হে মা ধান্যেশ্বরি! আমরা যাবৎ জীবনধারণ করিব, আপনাকে যেন এইরূপে স্থাপন করিয়া আপনার আরাধনা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, কস্মিন্‌কালে আমাদিগের যেন এমত দুর্ম্মতি না হয় যে, আপনার অর্চ্চনায় বঞ্চিত হইয়া লোকালয়ে পশুবৎ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই।" মিত্র বাবু কহিল, "তুমি সরো বাবা! আমি এক-বার মায়ের কাছে বর মাগি। হে মাতঃ সন্তাপহারিণি চিন্তাদূর-কারিণি মনোমোহিনি! আপনি আমাদিগের বাবুর হস্তে অচিরাৎ তাঁহার বিষয় সমর্পণ করুন, আর আমরা যেন আপনার ইংলণ্ডের কিংবা ফ্রেঞ্চ দেশের দেহ লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে পারি।" নববাবু দেখে শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন, মাঝে মাঝে এক একবার হেসে গড়াগড়ি দিচ্চেন, কখন বা হাস্‌তে হাস্‌তে তথাস্তু বোলে বর-দান কোচ্চেন। রকমারি আসরে যে কত রকম মজা হোচ্চে, তার কথাই নাই, সেই সময়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয় "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকা কি উপায়" এবং "একেই কি বলে সভ্যতা" এই দুই খানি পুস্তক লইয়া নববাবুকে উপহার দিলেন। নববাবু নূতন বাঙ্গালা বই ছাপা হোলেই প্রায় দেখে থাকেন, একারণ প্রথমের বইখানি লইয়া পাঠ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে বোস্‌জা নববাবুর হস্ত থেকে পুস্তকখানি কেড়ে নিয়ে বলিলেন, "মোশায়! কাল আর কি সময় পাবেন না? এখন রেখে দিন।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "মহাশয়! যে বিষয়ের আয়োজন হয়েছে, এ সময়ে ও বইখানা দেখ্‌বার কোন প্রয়োজন করে না, উহার নামটীতে বেশ বোধ হোচ্চে যে, কোন একজন মহাশয় কেবল মদের নিন্দা কোরেছেন, এই মাত্র, এ কি মোশায়? কতক-গুলো মানুষ এমনি আছে যে, কেবল মদের নিন্দা কোরে দেশাচার সংশোধন কোত্তে চায়। বিবেচনা কোরে দেখে না যে, মদের চেয়ে পৃথিবীতে আর উত্তম জিনিস কি আছে? আমি যে

কি সময়ে এসে পোড়েচি, তা বোল্‌তে পারিনে, আজ সকালে যার মুখ দেখে উঠেচি, রোজ যেন তার মুখ দেখে উঠি।" চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা শুনে অপর একজন পেতী মাতাল দু-হাত তুলে নৃত্য যুড়ে দিয়ে এই গীতটী গাইলেন। যথা—

রামপ্রসাদী সুর।

কি আছে আর মদের চেয়ে।
ও মন মনে হলেই নাও না খেয়ে॥
এমন জিনিস আর কি পাবে, খেলে মনের দুঃখ যাবে,
(ও মন) নবাব্ সুবর্ মেজাজ্ হবে,
রাজা মার্‌বে ধূলোয় শুয়ে॥
একবার যে তার তার্ পেয়েছে, কত মজা সেই লুটেছে,
(ও মন) ভিটে মাটী সব বেচেছে,
মনের মতন জিনিস পেয়ে॥

কেহ বা বলিলেন, "এ বিষয়টীতে যত আমোদ আহ্লাদ হয়, এত কিছুতেই হয় না।" ঘোষজা কহিল, "এহাকেই ত দিল্লীর লাড্ডু বলে। যে খেয়েছে সে পস্তাচে এবং যে না খেয়েছে সেও পস্তাচ্চে।" বাবু বলিলেন, "এ কথাটী ঠিক বটে, এ বিষয়ের একটী পুরাতন গল্প আছে, বোধ করি, তাহা সকলেই জানেন।" বোস্‌জা কহিল, "মোশায়! বলুন না শোনা যাক্।" বাবু বলিলেন, "তবে শোনো। যথা—এক জন ভদ্র লোকের পুত্র মদ খেয়ে নিত্য নিত্য পথে ঢলাঢলি কোত্তো, একদিন তাহার বাপ তাহাকে নিকটে বসায়ে বিস্তর হিতোপদেশ দিয়ে সুরাপান কোত্তে নিষেধ কোল্লেন, (তৎকালীন পুত্রটীকে মদে খেয়েছে) একারণ পুত্র পিতাকে কহিল, 'মহাশয়! আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা আমি প্রতিপালন করিতে পারি, যদ্যপি আপনি একদিন আমার সঙ্গে সুরাপান করেন।' পিতা মনে মনে করিল যে, আমি যদ্যপি একদিন সুরাপান কোরে চিরদিনের জন্য পুত্রটীকে এ বিষয় হইতে

বিরত করিতে পারি, তাহাও আমার করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। তৎ-পর সম্মত হয়ে পুত্রের সহিত সুরাপান কোত্তে বোস্‌লেন। কয়েকবার গেলাস ফেরাফিরি হোতেই পিতার মনোমধ্যে যেন এককালে আনন্দের জোয়ার এসে পোড়্‌লো, ক্ষণকাল পরেই পুত্রকে কহিল,—'বাবা! তুমি এ বিষয় ত্যাগ কর আর নাই কর, আমি ত আর ছাড়্‌বো না।"

নববাবু বহু কালের এই পুরাণ গল্পটী বোল্‌তে সকলেই খল খল কোরে হেসে উঠ্‌লেন। (বোস বাবু একটু পাগলাটে বোলে সকলে তাহাকে ক্ষেপা ক্ষেপা বোল্‌তো, সেও একজন বড় মানুষের ছেলে ছিল, মনুষ্যের যে কাহার অবস্থা কখন্ কি হয়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। বোস বাবুর বাটীতে দোল, দুর্গোৎসব ও রথ প্রভৃতিতে বারোমাসে তেরো পার্ব্বণ হোতো। বোস বাবুর পিতার ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগের প্রতি ভারী ভক্তি ছিল, ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় তিনি গলায় কাপড় দিয়ে এক পার্শ্বে দাঁড়ায়ে তদারক কোত্তেন, এবং ব্রাহ্মণভোজন না হোলে স্বয়ং জলস্পর্শ কোত্তেন না, কিন্তু এমনি কালের গতিক, অল্পদিবসের মধ্যেই বোস্‌জার বাপ হতশ্রী হয়ে পোড়্‌লেন, অধিক কি কহিব, তাঁহার ভদ্রাসন ভিটেখানি মাঠ হয়ে গেছে, আজকাল তাহার উপর যাঁতা ঘুরচে, কিন্তু বোস্‌জার এমনি খোলা প্রাণ, তথাপি ইয়ার্কি দিতে ছাড়েননি এবং ইয়ার্কির জন্য তাঁহার বাপের মতেও চলেন নি, বোস্‌জার পিতার মদের প্রতি ভারী দ্বেষ ছিল, কিন্তু বোস্‌জার উঁযুগলা না হোলে প্রাণ ধড় ফড় করে।) আমাদিগের নববাবু উপরিউক্ত পুরাতন গল্পটী বোল্‌তে, বোসবাবু কহিল, "মহাশয়! এ বিষয়টী কেমন, ইহার সহিত একবার দেখা হোলে আর কি রক্ষা আছে? আর এ বিষয়ের সঙ্গে যে না দেখা করে, সেও কি আবার মানুষের মধ্যে গণ্য? মদ যদি মানুষে না খাবে, তবে কি পশুতে খাবে? সুর না হোলে কি সুরাপান কোত্তে পারে?" বাবু বলিলেন, "দেখ বোসজা, আমাদিগের হিন্দুধর্ম্মানুসারে সুরা-

পানটীর উপরে কিন্তু ভারী শাসন আছে। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে সুরা-পান করিলে মহাপাতক বলিয়া পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ মরণান্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

সরকার বাবু কহিল, "কেন মহাশয়, কালীবিলাস তন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন, 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পীত্বা ধরাতলে' অর্থাৎ সুরাপান করিয়া ভূমির উপরে পতিত হইলে পুনর্ব্বার উঠিয়া সুরাপান করিবে।" বাবু কহিলেন, "ও সকল সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের ব্যবস্থা। কালীবিলাস তন্ত্রে মহাদেব পুনর্ব্বার বলিয়াছেন, যথা—

'পীত্বা মদ্যাং কলৌ দেবি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে।
সত্যং ত্রেতা পরার্দ্ধেষু প্রশস্তং মদ্যশোধনং॥
ন কলৌ শোধনং মদ্যে নাস্তি নাস্তি বরাননে।
ন কর্ত্তব্যং কলৌ মদ্যপানঞ্চ নগনন্দিনি॥'

অর্থাৎ হে দেবি! কলিযুগে মদ্য পান করিলে পদে পদে ব্রহ্ম-হত্যার পাতক হইবে, সত্য এবং ত্রেতাদি যুগে মদ্যশোধন প্রশস্ত হয়, কলিযুগে মদ্যশোধন নাই, একারণ কলিযুগে মদ্যপানও কর্ত্তব্য নহে।

এবং শ্রুতি—

'কলৌ মদ্যং ন দেয়ং ন পেয়ং নানুগ্রাহ্যমিতি'—

অর্থাৎ কলিযুগে মদ্য দান করিবেক না, পান করিবেক না ও স্পর্শ করিবেক না।"

দত্ত বাবু কহিলেন, "মহাশয়! এ ত টোল নয় যে গোল কোচ্চো ও সকল এখন চাপা দিয়ে রাখুন।" বোস্‌জা বোতলের ছিপিটী খুলে গেলাসে সুরা ঢেলে প্রথমতঃ বাবুর সম্মুখে ধরিলেন। বাবুজীর তখন একদিনও ও কাজ হয়নি, একারণ কহিলেন, "আমি একাল পর্য্যন্ত এক দিবসের জন্য এ কাজ করি নাই, অতএব এ বিষয়ে আমাকে এক্‌সকিউজ করিতে হইবে, তোমরা আমোদ আহ্লাদ কর,তাহাতেই আমি বিশেষ আনন্দিত হইব।' বোস বাবু কহিলেন,

"সে কি বাবা ! আজকের আমোদ আহ্লাদ তোমাকে নিয়ে, তুমি এ কাজ না কোল্লে, আমরা কেহই ইহা টচ্ কোর্‌বো না ; এ কাজ করিতে আপনার হানি কি আছে? দেখুন, শাস্ত্রমধ্যেও সুরাপানের ব্যবস্থা আছে।—যথা

'ঔষধার্থে সুরাম্পিবেৎ'

অর্থাৎ ঔষুধের কারণ সুরাপান করিবে। ওষুধর্থে যদ্যপি সুরা পান করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে সকল সময়েই সুরাপান করিতে পারা যায়। যেহেতু, সুরা সর্ব্বদাই ঔষুধের কার্য্য করে। সুরাসেবন মাত্রেই শরীরের অনেক স্বাস্থ্যসাধন হয়, এ কারণ এ সাম্প্রদায়িক লোকেরা সুরাপান করিবার কালীন গুড্ হেল্‌থ বলিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ যখন যে দেশ যে জাতীয় রাজার অধিকারভুক্ত হয়, সেই ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন হইয়া থাকে। রাজপুরুষদিগের সুরা অত্যন্ত আদরণীয়া, অতএব রাজপ্রথানুসারে আমরা সুরাপান করিতে পারি। মগধরাজ্যে রাজধর্ম্মানুসারে মদ্য অত্যন্ত সমাদরের সহিত ব্যবহার হয়, আর পানভোজনে ধর্ম্মসঞ্চয় কি ধর্ম্মের হানি হয়, ইহা তত্ত্বজ্ঞানী লোকে কোন ক্রমেই বলিতে পারেন না, তাহা হইলে যে যে দেশে মদ্য সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সেই দেশের সকল মনুষ্যগণকে তবে ধর্ম্মচ্যুত বলা যাইতে পারে।" বাবু বলিলেন, "ইস্! তুমি যে গেলাস হাতে কোরে ভারী লেক্‌চার দিলে, রাত্রি অধিক হইয়াছে, এ সময়ে আমি আপনাদিগের এমন আনন্দের সময় অনর্থক নষ্ট করিতে ইচ্ছুক নহি, সুরার বিষয়ে যদ্যপি ধর্ম্মের কোন হানি না হয়,তথাপি মাদকতা দ্রব্যের প্রতি আমার ভারী অনাস্থা আছে, সুরা সেবনমাত্রেই চেতন তিরোহিত হইয়া মনের উন্মত্ততা জন্মে; তাহাতে সহজেই অন্যের অনিষ্টসাধনে তৎপর হয়. আর চিকিৎসকদিগের মুখেও সদাসর্ব্বদা শোনা যায় এবং অনেকানেক দেখা গিয়াছে যে, এ দেশীয় মানবগণ সুরাপান করিলে লিবার রোগাক্রান্ত হয়।" দত্ত বাবু বলিলেন, "আপনি অনর্থক আগড়ম বাগড়ম বোকে সময় নষ্ট

কোত্তে লাগ্‌লেন। মদ খেলেই যদি লিবার রোগ হোতো, তা হোলে মদ কেউ খেতো না, শুঁড়ীরাও মদ বেচ্‌তো না, মাতালেরাও এমত আমোদ আহ্লাদ কোত্তে পাত্তো না। বাবু, মদ যে, কি বস্তু, তা তোমাকে কি বোল্‌বো, মন পরিষ্কার করিবার মদের চেয়ে আর পদার্থ নাই। আপনি এত বিবেচনা করিবেন না যে সকল ব্যক্তিই মদ খেয়ে লোকের মন্দ করে। পরদ্বেষী পরমন্দকারী ও বিশ্বনিন্দুকেরা সুরাপান করিলেই অন্যের অনিষ্টসাধন করে, অধিক আর কি কহিব, তাহারা মুখে একটু মদ মাখিয়াও কোন কোন সময়ে কত কত মনুষ্যদের জ্বালাতন করিয়াছে। আর সুরাপান করিয়া যাহারা লিবার রোগগ্রস্ত হয়, তাহারা নিয়মিত আহারের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনবরত সুরাপান করে, আর তাহাদিগের উদরের সহিত কথনও মাংসাদির স্পর্শ হয় না, যথোচিত সময়ে শোভাঞ্জন কিংবা পুতিকা শাক প্রভৃতিতে জঠরযন্ত্রণা নিবারণ করে, এইরূপ মাতালেরাই আপনার ঘটীটে কিংবা থালাখানা বাঁধা দিয়ে কিংবা হাতটানের দোষে অন্যের কাপড়খানা কিংবা চাদরখানা বেচে, কিংবা কাহারও তালাটা ভেঙ্গে যা পেলে তাই নিয়েই শুঁড়ীর চরণে সমর্পণ করে। সেই সকল কুলমুকুটেরাই লিবার রোগগ্রস্ত হয়।" মল্লিকবাবু বলিলেন, "মহাশয়! এমত আনন্দের সময় কি অনর্থক তর্কবিতর্কেই নষ্ট করিবেন, রাত্রি অধিক হয়েছে; গেলাসের আনন্দময়ী সুরা যে জল হয়ে গেলেন, এ বিষয়ে আপনার তো কোন প্রেজুডিশ নাই? তবে নিতান্ত না খান, আমরা আর জেদ করিনে,কিন্তু একবার টেষ্ট কোরে দেখ্‌লে ভাল হয় না? দ্রব্যগুণ এবং জিনিসের তারটা জানা ত চাই? বাবু! তোমার জিনিয়স্ খুব ভাল আছে, ভবিষ্যতে তুমি একজন গণনীয় কবি হবে, কবিরা সকল কর্ম্ম কোরে থাকেন, নতুবা সকল বিষয় ঠিক লিখ্‌তে পারেন না।" বোসজা কহিল, "বাবা! অত তত বুঝিনে উনি কবিই হোন্ আর কপিই হোন্,গেলাসে মদ ঢেলে এতক্ষণ কি চুপ মেরে থাকতে পারা যায়? আমসার এক মন্ত্র শিখে রেখেছি;

'মদমুখো কায়েত আর বেদমুখো বামুন।' এখন জিজ্ঞাসা করি, এ বিষয় চোল্‌বে কি না? না চলে তো বল, তা হলে আর গোল কর্‌তে চাইনে, আস্তে আস্তে বাটী যাই।" নববাবু বিষম বিপদেই পড়েছেন, এক একবার বন্ধুদিগের উপরোধে হাত বাড়ায়ে গেলাস ধোর্‌তে ইচ্ছুক হোচ্চেন, পরক্ষণেই বাপরে! সুরাপান করিব, নেশা হইবে, এই আতঙ্কে অমনি তফাৎ হয়ে পোড়্‌চেন। মুখখানি শুকায়ে বুক কেঁপে উঠ্‌চে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিচ্চে, ভয়ে জড়সড় হয়ে আর বড় কথা কইতে পাচ্চেন না। এক একবার মনে কোচ্চেন, এ স্থান হোতে পলায়ে যাই, কিন্তু পুনর্ব্বার বন্ধুবিচ্ছেদ হইবে, এই ভাবী ভাবনা ভাবিয়া নববাবু শেষে বন্ধুদিগের অনুরোধে লোকালয়ে নিন্দনীয় ও চরমে পরম পথের প্রতিবন্ধকীয় যে সুরাপান, তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ গেলাসটী ধোরে অল্প পরিমাণে পান কোল্লেন, একজন তয়েরিগোচ খোলা-প্রাণের ইয়ার একখান রুমাল নিয়ে মুখ মুছায়ে দিয়ে দুটো চার্‌টে চিনের বাদাম ভাজা বাবুর মুখে তুলে দিলেন। কেহ কেহ বা একটা হোর্‌রা কোরে উঠ্‌লো। (বাবু মদ খেয়েচেন, আনন্দের আর সীমা নাই) বোস্‌জা কহিল, "মহাশয়! এইবারে দেখবেন আপনার হেল্‌থ কেমন থাক্‌বে।" সমাজগৃহে যে কয়েকজন সুসভ্য ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই পরীক্ষোত্তীর্ণ, যে দুই একজন বাবুর মতন সেঁাদা ছিল, বাবুর টীকে হোতে কেহই আর বাকি রহিল না। গেলাস দু'চারবার ফেরা-ফিরি হোতেই, টানিয়ে বাবুরা বেশ পেকে উঠ্‌লেন। আমাদিগের নববাবু এবং নূতন ব্রতী বাবুরা (যাঁহারা একবার একবার মুখে ঠেকাচ্ছিলেন) যেমন কোন একটা ঘেয়ো ফল খেলে বিষাক্ত না হইলেও গা ঝিম্ ঝিম্ করে, তাহাদিগের নেশা না হোতেও প্রথমতঃ তাহারা মনে মনে নেশা বোধ কোত্তে লাগ্‌লেন, আর সম্মুখে গেলাস ধোরলেই "আর না আর না" এই বুলি ধোর্‌লেন, শেষে ক্রমে ক্রমে বিন্দু বিন্দুতেই একটু রকমসই হয়ে উঠ্‌লেন, তবে ধরাশায়ী হয়ে পড়া কিংবা

মুখের উপর মাছিগুলো নির্ব্বিরোধে ভন্ ভন্ কোরে হাগেও নি এবং মোতেও নি। লোকে কথায় বলে যে "অমুককে ছ'মাসের জন্য ফাঁসি দাও" সে কি রকম, তা বোল্‌তে পারিনে, কিন্তু মদ খেয়ে পেকে উঠে দু'চার ঘণ্টার জন্যে অনেককেই মোত্তে দেখা যায়। সভ্য বাবুদিগের মধ্যে দুএকজন সেইরূপ মোরে পোড়্‌লেন। কোন কোন ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকেরা যেমত প্রার্থনা করে যে, "মুক্তি চাইনে, ভক্তি চাই," এক্ষণে অনেক মাতালেরা তাহাদিগের এই কথাটী কেড়ে নিয়েচে এবং আপনাদের মনের মতন টীকে কোরেচে।

গোলাপীগোচ রকমসই হোলেই মাতালদের মনের ভিতরে আহ্লাদের দরজা খুলে যায়, সেই সময়ে কেহ কেহ বলে যে, "মুক্তি চাইনে ভক্তি চাই। "মুক্তি চাইনে" অর্থাৎ মদ খেয়ে অচেতন হয়ে যেন পড়িনে। "ভক্তি চাই" অর্থাৎ নিয়ত আমোদ আহ্লাদ কোত্তে কোত্তে যেন মদ খেতে পারি।

সভ্যবাবুদিগের মধ্যে যাঁহারা গোলাপীগোচ তয়ের হয়েছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পাকাগোচ বাবুরা পেকে উঠেও মুক্তির দিকে গেলেন না, ভক্তির দিকে গিয়ে গাওনা-বাজনাতে এককালে জমাট লাগিয়ে দিলেন। প্রথমতঃ সরকার বাবু এই গীতটী গাইলেন। যথা—

(গীত)

যে ভালবেসেছি রে প্রাণ সে ভাল তুমি বাসিলে।
তা হোলে কি জ্বলে মন তোমার বিরহানলে॥
সঁপেচি তোমারে মন, কেন কর জ্বালাতন,
কেমন কঠিন মন, মন না দাও মন দিলে॥

সরকার বাবুর গীতটীর ভাব শুনে নববাবু যেন গোলে গেলেন, মনে মনে প্রেমের ভাবনা ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, তৎপর কিয়ৎক্ষণ পরে নববাবু এই গীতটী গাইলেন। যথা—

(গীত)

প্রেমিক যে জন তারো এ কথা কি বলা সাজে।
এক হাতে প্রাণোনাথো কভু কি হে তালি বাজে॥
যে করে আমারো মন, কি কব তা প্রাণোধনো,
তবে যে করি গোপন, সে কেবল লোকলাজে॥

বাবু তৎকালীন এমনি গাইয়ে ছিলেন যে, তাঁর গাইবার সময়ে বেতাল এসে তাঁহার স্কন্ধে চোড়্‌তেন, একারণ তিনি তালতলা দে চোল্‌তেন না। উপরি-উক্ত গীতটী বাবু গাইতে,উপস্থিত সভ্য বাবুরা "সাধলেই সিদ্ধি হবে" বলিয়া সকলেই বেশ বেশ বলিলেন, কেউ বা বাজনার সমের ঘর ভাড়ায়ে বাবুর জীরেনে হুঁ কোরে মাথা নাড়্‌লেন। কেহ বা বাবুর গলাটী ভাল বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপর ভাদুড়ী মহাশয় এইটী গাইলেন। যথা—

(গীত)

পরেরো মনেরো ভাবো বুঝিতে কি পারে পরে।
পরে মন স'পে কেবল পরে দুঃখ পাবার তরে॥
আপন না হয় মন, পর কি হবে আপন,
আপনারে চেনাও মনে, মজ না আর পরের তরে॥

ভাদুড়ী মহাশয় খুব গুণীলোক, তিনি ভালই গাইলেন, কিন্তু তাঁর সাদা গলা বোলে বাবুর মিষ্টি লাগ্‌লো না, একারণ বাবু বলিলেন, "কবির গীত কেউ জান তো একটা গাও, খুব রগড় হবে।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে আজ্ঞা বোলে এই গীতটী গাইলেন। যথা—

কবির সুর।

তোমার জগৎ যুড়ে প্রাণোনাথ, ছিল যত জাঁক।
প্রাণ রে ননদী সেই গুমর কোল্লে ফাঁক॥
দেখ না উঠে, ছুঁড়ী আস্‌চে ঐ ছুটে,
প্রেমের দায়ে, কোথায় গিয়ে, ওরে প্রাণ প্রাণ রে,
এলো নাক কেটে।
তোমার ভগ্নী নষ্ট জগৎ রাষ্ট প্রাণ,

হলো শুনে লাজে মরে যাই।
বোল্‌চে সকলে তোমায় নাক্‌কাটা বোনের তুমি ভাই।
অতি বুদ্ধির * দড়ী তোমার্ ঘোট্‌লো তাই।
করে যার, ত্রিসংসার, ভগ্নী তার রয় বনে।
হলো যেমন কর্ম্ম তেমনি তাই।
বোল্‌চে ইত্যাদি।
ঢাকা হবে ভার, নাককাটার ব্যাপার,—জানিতে জগতে।
ওরে প্রাণ প্রাণ রে বাকি নাহি আর।
নাক্ কাটাতে নাক কাণ কাটা প্রাণ, তোমার হলো
লাজে মরে যাই।
বোল্‌চে ইত্যাদি।
তাহা যথা তথা শুন্‌তে পাই।
বোল্‌চে ইত্যাদি।
মহারাজ এ কি লাজ এক কাজ ঢাকে নাই।
রাক্ষসের কুলে, মধু কি মজা কোল্লে, আ মরি ননদি
ওরে প্রাণ প্রাণরে তারে প্রাণ দিলে।
সেই কুম্ভনসী ভগ্নী তোমার প্রাণ ওহে তুমিও ত তাহার ভাই॥
বোল্‌চে ইত্যাদি।

নববাবু এবং সভ্য বাবুরা এই গীতটী শুনে বাহবা এবং বেশ বেশ দিয়ে জমাট লাগিয়ে দিলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উৎসাহ বেড়ে উঠ্‌লো, তিনি "বোল্‌চে সকলে তোমায় নাককাটা বোনের তুমি ভাই" এই মোয়াড়া ধোরে বাবুদিগের মুখের কাছে হাত নেড়ে বার বার গাইতে লাগ্‌লেন। যে দুটী বাবু পোড়েছিলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গান শুনে যেন দানা পেয়ে চোক মিট মিট কোরে চাইতে লাগ্‌লেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন ধড়মড়িয়ে উঠে বাবুর দিকে চেয়ে বোল্লেন, "মহাশয়! একখানা ছুরী দিন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পেটে ভারী গুণ আছে, ওর ভুঁড়োপেট গুণের জালা, আজ হাঁসিয়ে ফেলে এককালে সব দেখ্‌বো।' অপর একজন কহিল, "ও

ইউ বদমাইসী! তা হলে হাঁসের পেটের সোণার ডিম বার কর্‌বার মতন হবে।" পড়া মাতাল কহিল, "ওবি স্বীকার, দেখেঙ্গা বাবা! ছোড়েঙ্গে নেই, ও বদমাইসী লোক, আমাদের কাছে কিছু বার করে না।" শেষে দুই তিনজনে তাঁহাকে ধোরে শুইয়ে ফেল্‌লে; গুণপুরুষ শুয়ে পোড়েও ঝাঁকি মেরে মেরে উঠ্‌চেন, আর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভুঁড়ী হাঁসাবো এই বোল ঝাড়্‌চেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভয়ে জড়সড় হয়ে, বাবুকে কহিল, "মহাশয়! ঢের ঢের মাতাল দেখেচি, এবং অনেককে মাতাল বানায়েচি, কিন্তু এমন বিদকুটে মাতাল তো কখন দেখিনে, এ কি না আমার ভুঁড়ী হাঁসাতে চায়? মোশায়! আমি এখন আসি, ও যে কখন্ উঠে কি কোর্‌বে, শেষে কি প্রাণটা হারাবো?" বাবু কহিলেন, "আমরা এত লোক থাক্‌তে আপনার ভয় কি? আপনি বসুন, উহাকে ঢিট কোরে দিচ্চি।" শেষে পাকা মাতালেরা কেহ কেহ পড়া মাতালকে পেতী মাতাল বোলে ধমকাতে আরম্ভ কোল্লে, কেহ কেহ বা দুটো একটা ঘুষো-ঘাষা দিয়ে ঢীট কোত্তে লাগ্‌লো। মাতাল হলে তাহার প্রহারের চেয়ে আর ওষুধ নাই, দুচারবার ও কর্ম্ম হোতেই অমনি নীরব।

বাবু কহিলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! কেমন,দেখ্‌লেন তো, আমরা থাক্‌তে আপনার ভয় কি? এখন দুটো একটা গাও, তোমার গাওনাতে খুব রগড় হবে।" বোসজা কহিল, "বাবা! আমাদিগের এই আমোদটী কোন মেয়েমানুষের বাটীতে হলে রগড়ের চূড়ান্ত হোতো।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন, "বটেই তো বাবা! এ কাজ মেয়েমানুষ নিয়েই কোত্তে হয়, কারণপাত্রে মেয়েমানুষের মুখ না ঠেক্‌লে সে সুরাপান করাই নয়! তোমরা এদিকেও স্কুল বয়, ওদিকেও স্কুল বয়, এখনো কিছুই জান না। যথার্থ মদ তো খেতে শেখনি, মদে তোমাদিগের দফা খেয়েচে, যেথানে সেথানে উবুগলা হলেই চরিতার্থ হও, পড়া শোনা না করা বড় মন্দ, আমরা ছোট বেলা কুমারসম্ভবের চতুর্থ অধ্যায়ের মধ্যে এই শ্লোকটী পোড়েছি। যথা—

'নয়নান্যরুণাণি ঘূর্ণয়ন্ বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদ প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা॥'

অর্থাৎ হরকোপানলে মদন যখন ভস্ম হয়, রতি খেদ করিয়া বলিয়াছেন। সুরাপান করিলে অরুণের ন্যায় রক্তিমলোচন এবং ঈক্ষণের ঘূর্ণন, বাক্যের বক্রতা ও রমণ মনোহারী হয়, এক্ষণে আপনার অবর্ত্তমানে তাহা বিড়ম্বনা মাত্র হইল, যেহেতু, মদনাভাবে মত্ততা বিফল হয়। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যে দয়িতসঙ্গম মদ মত্ততার ভূষণ হয়! বাবু! এই শ্লোকটী যারা জানে, কিংবা যাহারা কখন শুনেচে, তারা মেয়েমানুষের মুখ দেওয়া কারণপাত্র না হলে সুরাপাত্র কি মুখে ঠেকায়?" বোসজা কহিল, "চক্রবর্ত্তী মোশায় ! আপনি ত গোড়াগুড়ি আছেন, তবে আগে কেন বোল্লেন না? আমি যেই বোল্লুম, তাই যুঝি কথায় খি ধোল্লেন, না হয় আমরাই স্কুল বয়, তুমি ও স্কুল মাষ্টার আছ, অনেক বালকদিগকে আউট কোরে দিয়েচ।" চক্রবর্ত্তী মোশায় কহিলেন, "আর বাবা! আমাদের চেয়ে এখন তোমাদের বিদ্যা বেশী হয়েছে, আমরা সেকেলে বিদ্বান্, একালে আমাদের বিদ্যার ধার নাই।" মল্লিকবাবু বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী মোশায়! সে কালের বিদ্যা কি বিদ্যা নয় না কি? আমরা শুনেচি, তুমি একটী খুব ভাল বিদ্বান্, অস্তাচলে এক পা এবং উদয়াচলে এক পা দিয়ে একদিনে তুমি সব বিদ্যার ভেদ মেরে নিয়েচো।" চক্রবর্ত্তী মোশায় বলিলেন, "আর বাবা! ভেদ মারামারি বুঝিনে, বামুনের ছেলে একটু বেদ পোড়েছিলুম, এই মাত্র; কিন্তু আজকাল কারণবারিতে তাও ধুয়ে যাচ্চে। আর সে কালের বিদ্যার সঙ্গে একালের বিদ্যার ঢের তফাত হয়ে পোড়েচে। আমরা পরিমিতমতে এ কাজ করি এবং শীতকালের গঙ্গার মতন মন কোরে রাস্তা দিয়ে চোলে যাই, কেউ কখন টেরও পায় নি এবং পাবেও না, আর এই দেখুন না, পলা দুতিন পেটে না পোড়্‌তে পোড়্‌তে ভুঁড়ী হাঁসাবো বোলে উঠ্‌লেন; বাবু—এ কি কম বিদ্যা? তোমাদের যে বিদ্যা শিখাব, আমার নিজের সে বিদ্যা নাই।" মল্লিক

বাবু কহিল, "চক্রবর্ত্তী মোশায়! তবে না কি তুমি খুব কইয়ে? এই কি তোমার উত্তর হলো? তোমার উত্তর তো নয়, যেন ধান ভান্‌তে শিবের গীত আর কি!" বাবু কহিলেন, "ও সকল মিছে কথা এখন তুলে রেখে দাও, এক্ষণে যে কথাটা পোড়েচে, সেই কথাটার একটা শেষ কর, কোন মেয়েমানুষের সঙ্গে কাহারও যদি আলাপ থাকে, চল সেখানে গিয়ে আমোদ আহ্লাদ কোরে আসা যাক্। (যে সকল মহাপুরুষদিগের সহিত নববাবু রকমারি নিয়ে মেতে-ছিলেন,) পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে দুই তিন জন কেবল বেল্লিক্-তন্ত্রের মতে পশু ছিল, নতুবা সকলেই স্বস্ব প্রধান, এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ। ছোটবেলা গুণপুরুষেরা যখন স্কুলে পোড়্‌তেন, সেই পর্য্যন্তই সাতের পীঠে দুই। পড়্‌বার বই বেচে চরস কিন্‌তেন। সিদ্ধেশ্বরীতলার অবিদ্যাদের রামভদ্র খুড়োর কথা বোলে পিতৃকুলের উদ্ধার কোত্তেন আর সর্ব্বদাই এ গলী ও গলী দিয়ে টোটো কোরে বেড়াতেন। মানুষের যত বয়েস বৃদ্ধি হয়, বিদ্যা বুদ্ধি এবং চরিত্রও তত পরিবর্ত্তন না হলে মানব-সমাজে মানুষ বলিয়া তাহাকে কেহই গণ্য করে না, বরঞ্চ জ্ঞানহীন বশতঃ বন্যপশুর মত বোধ করেন। আয়াধিক্য বিষয়টী বড় সহজ নহে, আর অধিক হইলে যে ব্যক্তি লোকালয়ে যশ লাভ করিতে পারে, সেই মনুষ্য বিপুল বিভব অর্জ্জন করিয়া যদ্যপি সমস্ত ব্যয় করিয়া শেষে আপন উপজীবিকার কারণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়, তখন তাহার সে দান কিংবা বাবুয়ানা কোথায় থাকে? অবোধ মানব বলিয়া কোনক্রমে লোকালয়ে যশ লাভ করিতে পারেন না। আর ধনোপার্জ্জন করিয়া ব্যয়কুণ্ঠ হইলে সে ধন যাবজ্জীবন যক্ষের মত বহন কোরে মরে, দেহ ধারণের সুখসম্ভোগ কিংবা পরোপকার প্রভৃতি উত্তম উত্তম কার্য্যে বঞ্চিত হইয়া সঞ্চিত ধন থাকিতেও লোকালয়ে কৃপণ বলিয়া ঘৃণাস্পদ হন। অতএব মানবদেহ ধারণ করিয়া বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রের পরিবর্ত্তনে ধনলাভ এবং সুখলাভ অনে-কেই করিতে পারে, কিন্তু যশোলাভ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

সভ্যবাবুদিগের বয়েস বৃদ্ধি হইয়া বিদ্যা-বুদ্ধি ও চরিত্রের যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বোধ করি ,পাঠক মহাশয়েরা তাহা জানিতে পারিতেছেন। বিদ্যাবিষয়ে কেহ ফোর্থ নম্বর, কেহ ফিপ্থ নম্বর রিডার পর্য্যন্ত পড়িয়াই স্কুলের আউট হয়েছেন, কেহ বা তাহার উপর কিংস প্রাকৃটিশখানি পোড়ে ওকালতি শিখেচেন ; বুদ্ধি এবং চরিত্র ও তদুপযুক্ত হইয়াছে। বিদ্যাধীন ব্যক্তি মাত্রে ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়া প্রবোধচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ, সদসদ্বিবেচনা, দয়া মায়া শান্তিও সহিষ্ণুতাদির শুশ্রূষাদিতে জীবনযাত্রা স্বর্গসুখভোগের ভাবে নির্ব্বাহ করিয়া অন্তে মুক্তিলাভ করেন, আর অনধ্যায়ী ব্যক্তিরা অবিদ্যা বশতঃ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ এবং মাৎসর্য্যের অধীন হয়, সহজেই বিশ্বনিন্দক, পরপীড়ক ও কৃতঘ্ন হইয়া লোকালয়ে ঘৃণিত যশোরূপ-সৌরভহীন পুষ্পহার পরিধান করিয়া মহাপাপরূপ কণ্টকে মুক্ত মার্গকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে।

সভ্যবাবুরা অবিদ্যা বশতঃ অবিদ্যার বশীভূত ও ক্রোধ লোভ মোহ মদ এবং মাৎসর্য্যের পরতন্ত্র হইয়া কোন কার্য্য করিতে আর বাকি রাখিলেন না, আবকারির আরাধনা কোরে কখন বা থানায় পোড়ে মুক্তিলাভ, কখন বা ঝোলায় চোড়ে পুণ্যের ফল দেখ্তে লাগ্লেন। কুলটাদিগের কুটিল চক্রে পড়িয়া কুলমুকুটেরা যে কার্য্য করেন নাই, এমত কার্য্যই নাই। বিশেষতঃ অর্থ উপার্জ্জনের জন্য যে কত প্রকার উপায় অন্বেষণ কোত্তে লাগলেন, তাহা আর বল্বার কোন প্রয়োজন করে না। ধনব্যয় ব্যতীত কি সৎকর্ম্ম কি অসৎকর্ম্ম সম্পাদন হয় না ; বিশেষতঃ কুহকিনী সর্ব্বনাশিনী কুলটারা এক অর্থের সহিতই প্রগাঢ় প্রণয় করে ; যে পুরুষ তাহাদিগকে অর্থে পরিতুষ্টা করিতে থাকে, তিনি বিদ্যাবান্ দূরদর্শী ও বিবেচক মনুষ্য হইলেও কুহকবিদ্যার প্রভাবে তাহাকে একটী অনির্ব্বচনীয় কাল্পনিক প্রেম দেখাইয়া দ্বিপদবিশিষ্ট নরপশু কোরে ফেলে, তাহার শরীরে লোকলজ্জা মান-সম্ভ্রম সৎসঙ্গ সদালাপন সংসারদর্শন ও জগদীশ্বরের আরাধনা প্রভৃতি মানবদেহধারণের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে,

তাহা একেকালে তিরোহিত হইয়া যায়। মায়াবিনী কুলটার কুহকে পড়িয়া সকলই মিথ্যা বিবেচনা হয়, কেবল প্রণয়িনীর কাল্পনিক প্রেমটী যথার্থ এবং ইন্দ্রিয়সুখই জীবনযাত্রার সার্থকতা জানিয়া যথাসর্ব্বস্ব ঐ উৎসবেই ব্যয় করিতে থাকেন, তৎকালীন মনোমধ্যে ভাবী ভাবনা ক্ষণকালের জন্য উদয় হয় না এবং সেই আমোদ আহ্লাদ জীবনের সার্থক এবং চিরকাল সমভাবে যাইবে, এমত বিবেচনা করিয়া আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে থাকেন। স্নানযাত্রা, দ্বাদশ গোপাল, কালীঘাট ও উদ্যানভ্রমণ প্রভৃতি দিন দিন একটী একটী নূতন নূতন আমোদ, নিত্য নিত্য সুরার মহোৎসব, মধ্যে মধ্যে অবিদ্যার নূতন নূতন অলঙ্কার, বেশভূষা ও অনিয়মিত নিত্য ব্যয় করিয়া বিপুল বিভব অল্পদিবসের মধ্যে ব্যয় করিয়া ফেলে। কুলটাদিগের চরিত্রের কথা অধিক কি কহিব, তাহারা যাহা দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করে, সেই ব্যক্তি নিস্ব হইলে তাহার সহিত পূর্ব্বপ্রণয়ের আর কোন চিহ্ন রাখে না, অবোধ মানবেরা তথাপি সেই সর্ব্বনাশিনীদিগের দর্শনে পরাঙ্মুখ না হইয়া পদে পদে অপমানী হয়।

বেশ্যাগামী মনুষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই মদ্যপান করেন, মদ্যপায়ী কুলচন্দ্রদিগের মধ্যে অনেকেই কুলটার অন্ন-ভোক্তা, কুলটার অন্নভোক্তা হইলে আহারাদির কোন বিচার থাকে না, সহজেই হোটেলের খানাদি অম্লানবদনে ভক্ষণ করেন। বেশ্যাগামী কত কত রাজা এবং আমির-ওমরাদিগকে দেখা গিয়াছে, তাঁহারা অবিদ্যাদের কুটিল চক্রে পোড়ে ধনমানে বঞ্চিত এবং কত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েচেন। এই স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, এক্ষণে কতগুলিন বেশ্যাগামী এবং পানোন্মত্ত ইয়ংবেঙ্গল বাবুরা দেখে শুনেও কি এ বিষয়ে বিরত হইবেন না? আহা! তাঁহারা কি দেশাচারের দিকে চেয়ে দেখ্‌বেন না? বেশ্যা এবং পানদোষে আমাদিগের যে এদেশ এককালে যেতে বোসেছে। এমত পল্লী দেখিনে, যে স্থলে বেশ্যা নাই এবং এমত বেশ্যালয় নাই, যে স্থলে সুরার ব্যাপার না হয়।

রাত্রি হইলে সহরটীতে যেন পাপের মহোৎসব লেগে যায়। এমত কতকগুলি মনুষ্য আছেন, দিবসে যাঁহাদিগকে ধার্ম্মিক এবং যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা হয়, রাত্রে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে বেশ্যালয়ে গমন কর্‍েন এবং তথায় সুরার গেলাস ধোরে সুরাপান কোরে লোকালয়ে নিন্দনীয় কতরূপ আমোদ আহ্লাদ কোত্তে থাকেন। যিনি বেশ্যালয়ে গমন করিবার কালীন পাছে অপর কেহ দেখে, এমত ভাবিয়া চারিদিক্ দেখেন, যেন চোরের মতন যান, রাত্রে তিনিই পানোন্মত্ত হয়ে "ইংরাজী হোররা, ও, কে আর এ ড্যাম" প্রভৃতি সোরসার কোত্তে কোত্তে কাহার শির নিচ্চেন, কাহার চাল কেটে উঠায়ে দিচ্চেন, কাহার ছমাসের ফাঁসির হুকুম কোচ্চেন; তখন আর কোন লজ্জা নাই, মানের গোড়ায় যেন ছাই ঢেলে দিয়ে মান বাড়াচ্চেন। কতকগুলি মনুষ্য এমনি হয়ে উঠেছে যে, তাহারা লোকলজ্জা মান সম্ভ্রম সকলই জলাঞ্জলি দিয়েছে, রাত্রি হইলে সুরাপান করিয়া যে কি কোরে ঢলাঢলি কত্তে থাকে, বোধ করি,তাহা কাহারও অবিদিত নাই,কোথাও বা রাস্তা হইতে অবিদ্যাদের গালাগালি দিয়ে (সে সকল বক্তব্য নহে) এমত গালাগালি খাচ্চেন, কোথাও বা হেঙ্গামা কেচ্চেন, কোথাও বা কাহার গায়ের চাদরখানি কিংবা হাতের লাঠিগাছটী কেড়ে নিচ্চেন। কোথাও বা কেহ কেহ এক হাঁড়ি খিচুড়ি নাবায়ে মদের সঙ্গে জগন্নাথক্ষেত্র কোরে বোসেছেন। কোথায় কেহ বা কোন কুলটার গহনাখানা কিংবা থালা ঘটী বাসন চুরি কোরে ধরা পড়েচে, জমাদার ও চৌকীদার এসে পুণ্যের ফল দিতে দিতে বেঁধে নিয়ে যাচ্চে। বাবুদিগের তখন ভারী লজ্জা বোধ হোচ্চে, যত হুড়ো খাচ্ছেন, ততই মুখে চাদর জড়ায়ে পোড়ার মুখ ঢাকা দিচ্চেন। কোথাও কোন গুণপুরুষ রাস্তায় পদ্মলাভ কারে পোড়ে আছেন। কেহ বা চৌকীদারের ঝোলায় চোড়ে গমন কোচ্চেন। রাত্রে সহরের ব্যাপার দেখে কে? কত কত লক্ষ্মীবন্ত ভাগ্যধর বাবুদিগের রক্ষিতা বেশ্যাদ্বারে গাড়ীঘোড়া দাঁড় করান

রয়েছে, গাড়ীর সামনে দুপাশে ছটো আতুসি গেলাসের লণ্ঠনের ভিতরে যেন রংমসালের মতন ধক্ ধক্ করে আলো জ্বোলচে এবং আলোতে সহিস কোচমানদিগের তক্মাগুলো যেন ঝকমক কচ্চে, এবং বাবুদিগের নাম পড়া যাচ্চে, বোধ হচ্চে, বাবু যেন সক্ষী রেখে বেশ্যালয়ে ঢুকেছেন। আহা! দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় লিখিতে গেলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়, লেখনীর বিশ্রাম হয় না। বেশ্যাগমন এবং সুরাসেবনেই আমাদিগের সুখের দেশ যেন শেষ হতে বসেছে। একজন অল্পায়ী মানবেরও পশ্চাতে একটী রাঁড় ও দৈনিক সুরা-সেবনটী আছে, এদিকে পরিবারের অঙ্গে বস্ত্র নাই, অন্নাভাবে পুরবাসিনীরা কেউ ঘুন্সী বিনুচ্চে, কেউ ছবিতে রং দিচ্চে, কেউ দাল বাচ্চে, উপজীবিকার কারণ কত রকমই কষ্ট সহ্য কচ্ছে। বাবুদিগের লম্বা কোচায় রাস্তায় ধূলো ঝেটিয়ে যাচ্চে, গায়ে গোলাপের গন্ধ ভর ভর কচ্চে, চাল দেখ্লে একজন ওমরাজাদার ছেলে বোলে বেশ বোধ হয়। এই রকম চেলে চোল্লেই আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হয় এমনি এবং সহজেই তস্কর হইয়া উঠে তার আরসন্দেহ কি?

কতকগুলি আবার কুলচন্দ্র আছেন যে, বেশ্যাগমন এবং সুরা-সেবন তাঁহারা মনে মনে প্রশংসার কার্য্য বিবেচনা করেন। রাত্রি হইলে তাঁহারা দুচার পয়সার ধান্যেশ্বরী খেয়ে, কিংবা মুখে একটু মদ মেখে ঢলাঢলি কোরে লোককে জানান, আমরা মদ খেয়েছি, এবং লোককে দেখান, আমরা বেশ্যালয়ে যাই। সহরে রাত্রের কথা বল্‌তে গেলে আর কিছু থাকে না। কত কত বাবুরা গৃহে অসহ্য বিরহশয্যায় স্ত্রীকে শোয়াইয়া সমস্ত রাত্রের জন্য বাহির হইয়া যান, সুরা সেবন, খানা ভক্ষণ ও অবিদ্যা লইয়ে বেশ্যালয়ে কতই আমোদ আহ্লাদ করিতে থাকেন। গৃহে পরাধীনা চিরদুঃখিনী বনি-তারা কেহ কেহ বা কড়িকাট গুণ্‌তে গুণ্‌তে কাট হোচ্চেন, কাহার কাহার চক্ষের জলে বিছানা এককালে ভেসে যাচ্চে, কেহ কেহ বা হা-হুতাশ ও বুক চাপড়াতে চাপড়াতে রাত কাটাচ্চেন। পুরাঙ্গনা-দিগের এরূপ কষ্টের দিকে বাবুরা কৃপানেত্রে ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করেন

না, বরঞ্চ কোন কোন দিন সুরাপান করে এসে উল্টে অবলাগণকে প্রহারাদি করিয়া থাকেন। বাইরে বারবিলাসিনীরা পাছে অন্যের প্রেমাসক্তা হয়, একারণ ধন মন দিয়ে পোড়ে থাকেন। আহা! এই দোষটীতেই এদেশ উচ্ছন্ন যাচ্চে। চিরদুঃখিনী কুলবনিতারা পতিদিগের এই নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সহজেই কেহ কেহ গোপনে গোপনে কুপথগামিনী হইয়া পড়ে, কেহ কেহ বা বাহির হইয়া এসে, কেহ কেহ বা মনের দুঃখে দেহ নাশ পর্য্যন্ত করে।

সহরে কতকগুলিন বিদেশী ব্যবসায়ী (মাসিক দশ পোনোর টাকা বেতনভোগী) গোমস্তা আছেন, তাঁহাদিগের ধনীরা মোকামে থাকিয়া বোকড়া চেলের ভাত, আধসিদ্ধ খেঁসারির ডাল খেয়ে এবং থানফাড়া কাপড় পোরে মোর্‌চেন, কিন্তু এখানে গোমস্তা বাবুদিগের ধূমধাম দেখে কে? মেয়া, মেয়ার নাড়ু, বরফী, শুঁজিয়া প্রভৃতি উত্তম উত্তম জিনিস বরাদ্দ, দুসের দুদ রোজ, সাত টাকা আট টাকার জোড়ার কাপড় না হোলে পরা হয় না, চাদর জামা জুতো ও রুমাল আবার তাহার সেট মাফিক ইংরাজের সপের ষ্টিক, দশ বার টাকা ভরির আতর ব্যভার, সোণার চেন এবং ওয়াচগার্ড শুদ্ধ মেকাবি হন্টিং ওয়াচ ও পঞ্চাশ ষাট টাকার মাইনে করা একটী বাঁধা রাঁড় (খরচ মাসিক শতাবধি টাকা পড়ে) সন্ধ্যা না হোতে হোতেই কোথায় বা খাতা বোঝা, তবিলের টাকাগুণো লোহার সিন্দুকের ভিতর ফেলে মুহুরীকে কৈফেত কাট্‌তে বোলে বাবু বেরুলেন; সে রাত্রে গদীতে ডাকাতি কোরে গেলেও বোধ করি গোমস্তা বাবুর আর আসা হবে না। পরদিবস আট্‌টার সময়ে চোক রগড়াতে রগড়াতে এসে গদীতে বসেন। এই রকম গোমস্তাদিগের পাপে এবং অত্যাচারেই ধনীরা অচিরাৎ নিস্ব হইয়া পড়ে।

কতকগুলি এমনি বাবু আছেন, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখাপড়া শিখেচেন, এবং যাঁহার যেমন বিদ্যা, তিনি উপার্জ্জনও তেমনি

কেচ্চেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালীর চেলে আর চলেন না, কোঁচা কাচা দিয়ে কাপড় পরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, ঘাড়ের চুল কম কোরে কাটেন! কচু কুমড়ো চিংড়ি মাচ কিংবা মিঠাই মণ্ডা এ সকল আর খান না, হোটেলের পোকা ঝাড়া হ্যাম প্রভৃতিতে জঠর পূরণ করেন, হাতে কোরে কিংবা সামান্য আসনে বোসে আর আহার করেন না, মেজের উপর খানা রেখে চেয়ারে বোসে, ছুরি কাঁটা চামচে ডিশ না হোলে আর দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটী চলে না, হোলো তো তেমনি তেমনি সাহেবদিগের সঙ্গে একসঙ্গে খানা খাচ্ছেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহাদিগের বেশ কয়েকটী মত আছে, কেহ কেহ বা একব্রহ্ম বোলেই সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মাথার উপর যেন চোড়ে বোসেছেন, কিন্তু একটী দিবসের জন্য ব্রহ্ম আরাধনা কিংবা ব্রহ্মচিন্তা করেন না, অধিক কি কহিব, ব্রহ্ম শব্দের যে কি অর্থ, তাহা তাঁহারা জানেন কি না সন্দেহস্থল। কতকগুলি মনুষ্য আছেন, কালীর নিকটে ক্ষণকাল পূর্ব্বে প্রণাম কোরে ডাইনে বামে চিনির নৈবিদ্য দিব এবং যোড়াপাঁটা বলিদান দিব, মা আমার ভাল কর মেনে এলেন, ক্ষণকাল পরে তিনিই আবার হ্যাসটী পৌত্তলিক ধর্ম্ম বোলে দেব-দেবীর নিন্দাবাদ করিতে থাকেন। কতকগুলি মনুষ্য নেচর বোলে নাস্তিক হয়ে আপনা আপনি জিতে যান, বুঝাতে গেলে কোনমতে বুঝ্‌বেন না, প্রমাণ কি যুক্তি কোন কথাই কাণে শুন্‌বেন না, তিনি যা বুঝেছেন তাই যথার্থ। যে ব্যক্তির দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, এ বিষয় বুঝ্‌বো না, তাহাকে কেহই সে বিষয় বুঝাতে পারে না।

বাবুদিগের ধর্ম্মবিষয় ও আহারাদির কথা তো বলা গেলে, এদিকে দেশাচার-সংশোধনার্থে দাতব্য বিদ্যালয়ের আনুকূল্য এবং দীনদুঃখীদিগের প্রতিপালনার্থেও অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা লেখনী ধোরে বাঙ্গালীদিগকে অসভ্যজাতি এবং তাঁহাদের আচারব্যবহার রীতিনীতির নিন্দা কোরে কতই লেখেন; মনোমধ্যে ভুলেও ভাবেন না যে, কোন্ দেশীয় লোকদিগকে অসভ্য

বলিতেছি? কোন্ বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রসবিত্রী এবং কোন্ দেশীয়েরা প্রথমতঃ সভ্যশ্রেণীতে পদার্পণ করিয়াছে? বাবুরা ইংরাজী কয়েকখানা বই পোড়ে আর যে কিছুই দেখতে পান ন। মনে করেন, বাঙ্গালীদিগের এ সকল কিছুই নাই, কিন্তু বাঙ্গালীদিগের সকলেই কিছু কিছু ধারেন, আর বাঙ্গালীদিগের যে সকল উত্তম উত্তম গ্রন্থ আছে, বোধ করি, কোন জাতীয়দিগের সেরূপ নাই। যে দেশে মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি পুস্তকসকল রয়েছে, সে দেশীয়দিগকে যাহারা অসভ্য বলে, তাহাদিগকে কি বলিতে হয়? একজন ইংরাজ মহাভারত পাঠ কোরে বলিয়াছেন যে, "ভারতের ভিতর যাহা নাই, ভারতেও তাহা নাই।" এস্থলে কি বিবেচনা হয়? বাবুরা সে সকল ত কিছু দেখ্‌বেন না এবং কিসে দেশাচার সংশোধন হইবে, সেটী বিবেচনা কোর্‌বেন না, তাঁহারা মনে মনে কোরেচেন যে, স্ত্রী-পুরুষে বিদ্যাশিক্ষা এবং বিধবার বিয়ে দিলেই দেশাচার সংশোধন হইবে, এক্ষণে মদ আর বেশ্যাতে যে কত অনিষ্ট সাধন হোচ্ছে, সে দিকে মনোযোগ কোর্‌বেন না ও কলম ধোর্‌বেন না। বাবুদিগের মতে মদ এবং বেশ্যাতে দেশাচারে দোষ নাই। একটা একটা ফনে যেমত কতকগুলি মেম্বর হয়, মদ এবং বেশ্যার দিকে বাবুরা সব মেম্বর। রাত্রি হইলে তাঁহাদিগের মূর্ত্তি দেখে কে? তখন তাঁহারাই সেই দিনে যেন দেশকে উচ্ছন্ন দিতে বোসেছেন। অপর কতকগুলি মনুষ্য আছেন, তাঁহারা স্বয়ং নিয়ত কতই কদর্য্য কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অপর লোকদিগকে সেই সকল কার্য্যে দোষারোপ করিয়া কত কথাই বলিতে থাকেন, কিন্তু আর্‌শী ধোরে আপনার পোড়ার মুখ ভুলেও দেখ্‌বেন না। তাঁহাদিগের গায়ে হাত দিয়ে যখন দোষ দেখায়ে দেওয়া যায়, তখন আর কথাটী কবার যো থাকে না, তখন বলেন, "ডু ওয়াট আই সে, ডু নট্ ডু ওয়াট আই ডু" অর্থাৎ আমি যা বোল্‌বো, তাই কর, এবং আমি যা কোর্‌বো তাহা, কোরো না।" মহাশয় গো! মানুষ কত রকমই আছে। এক্ষণে কত কত ইয়ংবেঙ্গল বাবুরা মনে মনে

জেনেচেন যে, সাহেবী চালে চোল্লেই দেশাচার শংশোধন হইবে; একারণ তাঁহারা সাহেবী ধরণ ধোরে বাঙ্গালী চাল ছেড়ে দিয়েছেন।

এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, পেন্টুলেন পোর্‌লে, ঘাড়ে রচুল কাট্‌লে, হোটেলী খানা খেলে ও স্বরাপান কোল্লেই দেশাচার সংশোধন হইবে না। এমত জনরব আছে এবং যুক্তিসিদ্ধও বটে যে, মনুষ্যের৷ বিদ্যালাভ করিলেই সুসভ্য হয় এবং তাহাদিগের আচারব্যবহার রীতিনীতি সংশোধন হয়, কিন্তু এক্ষণে কত কত সরস্বতীর পুত্র বলিলে হয়, এমত যোগ্য যোগ্য মনুষ্যেরা যে প্রকার যেতে বোসেছেন, তাহাতে যে কেবল ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেই দেশাচার সংশোধন হইবে, এমন আর বলিতে পারা যায় না। সুরা এবং বেশ্যা এই দুইটীই দেশের দোষের কারণ, যত দিবস পর্য্যন্ত এ দুটীর প্রতীকার না হোচ্ছে, তত দিন পর্য্যন্ত এ দেশও দোষের বটে।

হে "আপনার মুখ আপনি দেখর" পাঠকগণ! যেমত কোন্ মানুষ এক পথে যেতে যেতে পথ ভুলে অপর পথে গিয়ে পড়েট আমারও রচনা সেইরকম। কি কথা বোল্‌তে বোল্‌তে কি কথা এনে ফেলি। রচনাটী বড় সহজ বিষয় নয় গো! সকল দিক্ রক্ষা কোরে যে লিখতে পারে, এমত লেখক অতি অল্পই আছে, নতুবা আমার মতন লেখকই অনেককে দেখ্‌তে পাই। আপনারা কি দেখেছেন, কোটর থেকে একজন লেখক বেরিয়েছেন? তিনি স্নানযাত্রার দিন সকালে জোয়ার এলো লিখেছেন এবং কত লোককে কত কথাই বোলেছেন। যাহা হউক, তবু ভাল, শোণা যাচ্ছে যে, তিনি যে কয়েকটী প্রস্তাব লিখেছেন, তাহা তাঁহার নিজের বটে, কাণে শুনেও আমরা সন্তুষ্ট হোলেম, এ কাল পর্য্যন্ত ও কাজ ত হয়নি! অন্যের রচনা আপনার বোলে এতদিন লোকালয়ে মানী হোতেছিলেন। কেহ কেহ এমনি লেখক হয়েছেন যে, কলম ধোরে চোখে দেখতে ও কাণে শুন্‌তে পান না, দেশাচার সংশোধন কোত্তে গিয়ে

যা মনে এসে, তাই লিখে যান, হোলো তো কোন যায়গাটা রেগে গরম হয়েই লিখে চোলেছেন।

অনেকে কাশীদাসী মহাভারত কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণ দু-এক-খানা পোড়েই কলম ধোরে বসেন, এদিকে আমারই মতন রচনা করেন। স্বভাব, ভাব, শব্দ এবং অলঙ্কারের দ্বারা যে রচনা রূপসীর দেহ সাজাইতে হয়, তাঁহারা সে দিকেও যান না। কোন স্থলটায় স্বভাবের বিপরীত, কোন স্থলটায় ভাববিরুদ্ধ, কোথাও বা শব্দদোষ, কোথাও বা পায়ের অলঙ্কারখানা নাকে পরাচ্ছেন। কিন্তু মনে মনে এমনি দেমাক যে, আমার সদৃশ লেখক আর নাই। তারা যাহাই করুক, তাহাতে আমি কাহাকে একটী কথাও বোল্‌তে ইচ্ছা করিনে, যেহেতু, আপনার ছাগল যে নেজের দিকে কাটে, তাহাকে কে কি বোল্‌তে পারে? তবে এস্থলে আমি যে কতক-গুলো বোকে গেলুম, পাঠক মহাশয়েরা কৃপাবলোকন পূর্ব্বক আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

নববাবু সভ্যবাবুদিগকে মেয়েমানুষের কথা জিজ্ঞাসা করায় ঘোষজা কহিল, "মহাশয়! অনেক বেটীর সঙ্গে আলাপ আছে, আর আলাপ না থাক্‌লে অবিদ্যাদের সঙ্গে আলাপ কর্‌বার মুস্কিল কি?" মিত্র বাবু কহিল, "মহাশয়! আলাপ নাই, এমত মেয়েমানুষ নাই। ইস্তক সিদ্ধেশ্বরী তলা পর্য্যন্ত তেতালা চৌতালা দেখে এসেছি। আজকাল যে যেখানে থাকে, আমার নখদর্পণের ভিতরে সব দেখ্‌তে পাই।" বাবু বলিলেন, "হেমপীরের গলীর ভিতরে খানিক দুর গিয়ে একটা বারেণ্ডাওয়ালা বাড়ীতে চিক্ ফেলা আছে, সেই বাটীতে যে একটী মেয়েমানুষ থাকে, তাহার সঙ্গে কি কাহারো আলাপ আছে?" সরকার বাবু কহিল, "মহাশয়! তাহার সঙ্গে আলাপ নাই, আপনি বিবিজানের নাম শুনেছেন? আজকাল তাহার ভারী পড়্‌তা, সকলের সেরা মেয়েমানুষ অনেক মজ্‌লিশ মেরে বোসেছে ও বড়মানুষের সহবত পেয়েছে, তাহার সঙ্গে আমার বেশ আলাপ আছে। মিত্তির বাবু কহিল, "বিবিজানের সঙ্গে

কি কোরে আলাপ হলো?” সরকার বাবু বলিলেন, “বাবা! এক রাত্রে মামাদের দোকানে ছপয়সার দাঁড়া ভোগ দিয়ে মেজাজ খুব খুলে গেল। বিবিজানের বাড়ীতে সে দিন ভারী ধুম; ফেটিং, চেরেট, বগী এবং পাল্‌কী গাড়ীতে পথে চলা ভার হয়েছে। কত কষ্টে বাটীর ভিতরে গিয়ে দেখি, খেমটা নাচ হোচ্ছে। বিবিজান একটা ইহুদী-আনা পোষাক পোরে মজ্‌লিশ যেন আলো কোরে বোসেছে। কাছের বাবুটীকে চিন্‌তে পারলেম না, বয়েস অল্প, চেহারাটী বেশ ফুট্‌ফুটে, একটী কিংখাপের পোয়াক পরা। তাঁহার আকার দেখে বড়মানুষের ছেলে বোলে খুব বোধ হলো। আর কত কত বড়মানুষ এবং মেয়েমানুষ যে এসেছে, তার কথাই নাই। মহাশয়! একসঙ্গে এত ভাল ভাল মেয়েমানুষ আমি কখন আর কোথাও দেখিনে, যেন চাঁদের মালা ঝলমল কোচ্ছে। খেমটা নাচ হোচ্ছে, চারদিক্ থেকে রুমাল পোড়্‌ছে (আমার ঠেঁয়ে যে গোটা কতক পয়সা,ছিল,তাতো মামাদের দিয়ে গেছি) কিন্তু নাচ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মনটা ভারী খুলে গেল শেষে ছুটো চারটে এমনি দেওড় বেশ বেশ দিলুম যে, তার কথাই নাই, বাড়ী যেন কেঁপে উঠ্‌লো আর সকলেই একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলো, খেমটা-ওয়ালীরা অবাক্ হয়ে গেল, নাচের খুব ব্যাঘাত ঘোট্‌লো। বাবু ছোঁড়া ভারী চোটে উঠে আমার গলা ধাক্কা দিয়ে বার কোরে দিতে বোল্‌লেন। মহাশয়! আমর তখন যে মেজাজ, তা আর বোল্‌বো কি? যেমন হকু পেটে একটু রকমারি পোড়েচে, সে সময়ে আমি কি বাবু ছোঁড়ার কথা গ্রাহ্য করি? আমিও ছচার কথা বল্লুম যে, ‘বাবা অত বাড় বেড়ো না এ শচীর কাছে কত ইন্দ্রপাত হয়ে গেলো, তুমি কদিন বা টেঁকবে? পূজার বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বোধ কচ্চি, তোমারও বিসর্জ্জন হবে।’ মানুষের আঁতে ঘা না পড়্‌লে কেউ টের পায় না, ছচার বোল ঝাড়্‌তে বাবুর আর মুখে কথা নাই।

বিবিজানের মেজাজ কিন্তু খুব ভাল, তিনি আমাকে কাছে

ডেকে এক গেলাস মদ ও উত্তমরূপ লুচী কচুরী প্রভৃতি খেতে দিলেন, সেই পর্য্যন্ত বিবিজানের সঙ্গে তামার আলাপ হয়েচে। এক্ষণে বিবিজানের সঙ্গে আমার ভারী দহরম, আমি তাঁর বাটীতে গেলেই গা হাত এবং পা টিপে দি, আর আমি থাকলে বিবিজান অপর কারেও তামাক সাজতে কিংবা অন্য অন্য ফায়ফরমাস কোত্তে বলে না, আমার তামাক সাজা তাঁকে খেতে বড় মিষ্টি লাগে। মহাশয়! চলুন, বিবিজানের বাটীতেই যাওয়া যাক্।" মল্লিক বাবু কহিলেন, "বিবিজানের সঙ্গে তবে তো তোমার ভারী লবেজানী গোচ আলাপ আছে, মানের যে শেষ নাই, আমরা তোমার সঙ্গে গেলে তো হুকো ফেরাতে হবে না?" সরকার বাবু কহিল, "সে কি মোশায়! বিবিজানের কত চাকর চাকরাণী আছে, বিবিজান কি একটা কম মেয়েমানুষ? আজকাল এই যে কতকগুলো ভিতর-ভুয়ো বাবু দেখতে পাও, গায়ে ফুঁ দে বেড়ায় ও গাড়ী ঘোড়া চোড়ে এবং লাকপঁচাশী মেরে বাবুয়ানা কোরে বেড়ায়, তারা বিবিজানের কোথায় লাগে, বিবিজান কি কম বিষয় কোরেছে? না চালই কম আছে? সহিস কোচমান হরকরা জমাদার দরোয়ান খানসামা মেতর মেতরাণী ও চাকরাণীতে বাড়ী গিজ গিজ কোচ্চে, যারা জানে, তারাই বিবিজানের বাড়ী বলে, অপর একজন লোক অকস্মাৎ দেখলে, কোন রাজার বাড়ী বোধ করে।) আর আজকাল দু এক-জন রাজা-রাজড়ার দশাও ত দেখচেন, দুই হাজার আড়াই হাজার টাকার দেনার তরে রাঁড়ের বাড়ীর দরজায় এসে ওয়ারিণ ধচ্চে। বিবিজানের তেমন ভেতর ভোয়া নয়; তবে আমরা যে তামাক সাজি, সে আহ্লাদ করে, নতুবা বিবিজান যথার্থ কিছু আমাদিগকে তামাক সাজতে বলেন না। মহাশয়, ও সকল জায়-গায় তামাক সাজলে কি হুকো ফেরালে মান যায় না, কত বড় বড় লোকেরা বিবিজানকে তামাক সেজে দিচ্চেন। তোমার আমার মতন লোকে ত তাঁর তামাক সাজতে প্রার্থনা করে।" বাবু বলিলেন, "বিবিজানকে যে ভাল দেখে, সেই ভাল দেখুক্, গায়ে

এক তোলা মাস নাই, কেবল অস্থিচর্ম্ম সার, যেমন চীনের কাটের পুতুলের গায়ে ন্যাকড়া দিয়ে টুক্‌টুকে মুখটী বার করে রাখে, বিবিজানের সেইরূপ রূপের মধ্যে রংটুকু আর মুখখানি ভাল, গাইতে যে একটু পারে, তা আমি খাঁ সাহেবের মুখে শুনেছি যে, দিল্লীতে ও রকম ধরণের গাওনা শিখ্‌লে তাহাকে ঝুমুর বলে।" মিত্তিরবাবু কহিল, বিবিজানের কথাগুলো ভারী চেটাঙে, ফি কথায় লোকের আপমান কোরে কথা কয়।" লাহুড়ী মহাশয় বলিলেন, "মহাশয়! বিবিজানের বাপ মা যখন ছিল, তখন আরো চেটাং ছিল, আজকাল একটু কমেচে, ও উনপঞ্চাশের কথা রেখে দিন, তাকে যে চিনেছে, সেই চিনেছে। আপনি যার কথা বল্লেন, আমি তাহাকে খুব ভাল চিনি, আমার সঙ্গে তাঁহার বেশ ইয়ার্কি আছে. আপনার যদি যেতে ইচ্ছা থাকে, আমি নে যেতে পারি, তবে তাহার গোড়ায় একটা দোষ আছে। আপনি সে দোষ স্বীকার কল্লে যাবার কোন হানি নাই।" বাবু বলিলেন, "গোড়ার আবার দোষ কি? বেশ্যাদিগের গোড়ায় দোষ থাক্‌লে তাহাতে হানি কি আছে?" লাহুড়ী মহাশয় বলিলেন, সে সব কোন দোষ নাই, তাহাতে সর্ব্বাংশে উত্তম, এরূপ জনরব আছে যে, কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত প্রথমতঃ তাহার প্রণয় ছিল।" বাবু বলিলেন, তাতে হানি কি আছে, বাজারে এক দোকানের জিনিস কি বাপ ব্যাটায় কিনিয়া খেতে পারে না? দ্বিতীয়তঃ কর্ত্তা মহাশয় বর্ত্তমান থাকিলে, দোষ ছিল, এক্ষণে অবিদ্যার মত হইলে এ বিষয়ে আমার কোন বাধা নাই।" লাহুড়ী মহাশয় বলিলেন, "তাহার কথা ছেড়ে দিন, সে যে পথে এসেছে, তার কি আর এ সকল বিচার আছে? অর্থ পাইলে কুলটারা সকলই কোত্তে পারে? এক এক সময় তাহারা কাহাকে ভাশুর, কাহাকে শ্বশুর, কাহাকে দাদা, কাহাকে জামাই, কাহাকে পিতা প্রভৃতি নানারূপ ধর্ম্ম-সম্বন্ধ পাতায়, কিন্তু শতকের মধ্যে একজনাও ঐ সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারে না। বাবু! এ সব ত বাজারের কথা, কালটী কেমন পোড়েছে। এমন

কুলচন্দ্র আছেন যে, তাঁহার বাসনারূপা পিশাচিনীর করালগ্রাসে স্বীয় শাশুড়ীরও সতীত্বরক্ষা হয় না, পত্নী সহোদরাকেও পরিত্যাগ করে না, তাহার যে শরীর কত গুণ পোরা আছে,তাহা বর্ণনা করা যায় না। কুলচন্দ্রের শ্যালা যাহার ভার্য্যার ভগ্নীকে তাহার বাটীর অংশ বিক্রয় কোরেচে, তাহাদিগের ভাই ভগ্নীর কোন সামান্য কথান্তর হোলে কুলচন্দ্র ভগ্নীর পক্ষ হইয়া দীনহীন শ্যালককে বাটী হইতে দুর করিয়া দিতে উদ্যত হয়। জ্ঞাতি বন্ধু ও প্রিয়কুটুম্বদিগের বাড়ীতে যদ্যপি কোন কার্য্য উপস্থিত হয়, কুলচন্দ্র স্ত্রীলোকদিগকে আনয়নের ও পুনর্ব্বার প্রেরণকরণের পাল্‌কীর ভারার্পণ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে থাকেন। তাহার কথা বোল্‌তে গেলে আর কিছু থাকে না, এককালে যেন গোকুলের ষাঁড় হয়ে পোড়েচে, লজ্জা নাই, দিব্য লোকালয়ে পোড়ার মুখ নেড়ে ধর্ম্মের পথে কাঁটা দিয়ে অধর্ম্মের মন্দিরের উপর চোড়ে লোকনিন্দার বেশভুষা কোরে নেচে কুঁদে বেড়াচ্চে, লোকেরাও দেখে শুনে এমন লোকের সঙ্গে সহবাস কোচ্চেন। বাবু! তাঁর চেয়ে আপনার এ বিষয় ত গর্হিত নয়? আপনার এ বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক নাই। আর অবিদ্যাও যে কোন আপত্তি করিবে, তাহাও বিবেচনা হয় না,;যেহেতু, রূপাজীবাদিগের এই উপজীবিকা। দ্বিতীয়তঃ আপনার সহিত তাহার চাক্ষস নাই। আপনার নাম না বলিলে সে তো চিন্‌তে পারবে না।"

এইরূপ কথা হোতে হোতেই বলিভুকেরা কালামুখ নেড়ে ডেকে উঠ্‌লো, রাত্রি দিবসের মুখ দেখ্‌বেন না বোলে উষার আড়ালে আড়ালে গমন কোল্লেন। পূর্ব্বদিক যেন প্রভারূপ হাস্যমুখ কোরে হেসে উঠ্‌লো, সমীরণ যেন জলে গা ধুয়ে বইতে লাগিল, পাখীগুলো নিজ নিজ রবে ডেকে উঠ্‌লো, সমাজঘরের আলোগুলো মোটা হলো। বোসজা কহিল, "মহাশয়! প্রভাত হয়েছে, যে সকল পরামর্শ কল্লেন সব শিয়ালের যুক্তি হলো।" বাবু বলিলেন, "তাই ত হে, সুখের রাত্রি সত্বরেই শেষ হয়।" লাহুড়ী মহাশয় বলিলেন, "মহাশয়! অদ্য না হয় দিনের বেলা যাওয়া হবে।" সকলের সম্মতি

হলো, দিনের বেলা যাওয়াই ধার্য্য রহিল, তৎপর যে যাহার বাটীতে গমন কোল্লেন।

বেলা দুই প্রহরের সময়ে গত রাত্রের সভ্যবাবুদিগের মধ্যে কেহ কেহ এসে দেখা দিচ্চেন, সভ্যবাবুদিগের মধ্যে অনেকেরই তলা-চোঁয়া; নববাবুর সঙ্গে আলাপ হোতে তাঁহাদের বাটীর লোকেরা মনে মনে জেনেছেন যে, এইবারে কপাল ফিরলো, বাবুর অনুগ্রহ থাকলে কালেক্কে সুখ হবে। এদিকে ছেলেরা যে গর্ত্তের শ্রাদ্ধে যাচ্চে, তা তাঁরা জানেন না। সে দিন সভ্যবাবুরা ভদ্রসমাজে যাবেন বোলে কেহ বা আপনার স্ত্রীর চার্ আঙ্গুল চেটালো কালাপেড়ে ধুতি খানি পোরে এসেচেন, লালদীঘির ধারের কেনা কালা আলপাকার একটী চায়না-কোট গায়ে দিয়েচেন, উড়ানীখানি ও ভাল জুতা যোড়াটীর অপ্রতুল ছিল বোলে পাশের বাটীর কোন বাবুর একখানি উড়ানী ও ইংরাজী জুতো এক জোড়া চেয়ে নিয়েচেন। কারো বা নিজের একসেট কাপড় তোলা ছিল, তাহার ভগ্নীপতি বড়মানুষ ছিল, একারণ, তাহার ভগ্নী এক বৎসর পূজার সময় একখানি ঢাকাই দাঁতপেড়ে ধুতি ও তাহার উপযুক্ত চারিকোণে চারিটী কুঞ্জদার এক-খানি উড়ানী দিয়েছিলেন, তাহা প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হয়েছে; ধুতিখানি এবং উড়ানীখানিতে যে কত যায়গায় রিপুর কর্ম্ম আছে, তাহা বলা যায় না এবং মধ্যে মধ্যে দুটো চারটে জানালা ও দরজাও আছে; গরাণহাটার ইংরাজী যে জুতা যোড়াটী তিনি পায়ে দিতেন, সে যোড়াটী ছেঁড়া ছিল বোলে সেলাই ও বুরুষ কোরে নিয়েছেন। বোস্‌জা ছোট ভেয়ের শান্তিপুরে আটহাত নতকল্‌কাধুতি একখানি পোরেচেন, ওসার কম বোলে উরুতের উপর ঠ্যাংঠ্যাং কচ্চে, এ কারণ, কালা মোজা এক জোড়া পোরে তার উপর মখ্‌মলের চটি জুতো পায়ে দিয়েছেন, নাংকেলাথের চুড়িদার আস্তিন জামার উপরে সাড়ে চারি হাত শান্তিপুরে ছুঁচেতোলা ঢাকাই চাদরখানি ছড়িয়ে গায়ে দিয়েচেন। লাহুড়ী মহাশয়ের কাপড় অত্যন্ত ময়লা হয়েছিল. এবং ধোবাও আসেনি, একারণ তিনি এক টাকায়

একটা ঘড়া বাঁধা দিয়ে টাকশালের ধার হইতে ছয় আনার ঢাকাই ধুতি ও চাদর ও নয় আনার গরাণহাটার এক যোড়া ইংরাজী জুতা কিনে তাহাই পোরে এসেছেন। সকল সভ্যগুলির বেশভূষা বলিবার কোন প্রয়োজন করে না। বাবু সভ্যদিগকে দেখে ভাল গাড়ী তৈয়ার কোত্তে বোল্‌লেন এবং স্বয়ং সিমুলিয়ার রামবল্লভের তাঁতের টিক্টি-ওলা কাপড় একখানি পোল্লেন, ফ্লোড অর্থাৎ ফুলদার গাজের একটী পিরাণ ও তাহারই একখানি চাদর গায়ে দিলেন। ওয়াচগার্ড-সংবলিত একটী ঘড়ী ও অঙ্গুলে একটা হীরার আংটী পোল্লেন, (তৎ-কালীন আতরগোলাপের ছড়াছড়ি ছিল না,) একটী ফুকোশিশিতে দুই আনা ভোর ওজন যৎসামান্য একটু বেলা আতর ছিল, আপনি তাহার কিঞ্চিৎ অংশ নিয়ে অপর অপর সভ্যদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিলেন, (কর্ত্তা মহাশয় গাড়ীঘোড়ার বিষয় যেমত কোরে গেছেন, তৎকালীন তেমন আর কোন বড়মানুসের ছিল না) কোচমান এক যোড়া সাদা বড় ঘোড়াতে একখানা ভাল ফেটিং গাড়ী যুতে আন্‌লে; সহিস দুজন ছুটো ঘোড়ার দুপাশে কাঁদে ঝাড়ু চামর নে রাশ ধোরে আছে। বাবু উপরিউক্ত সভ্যগণের সহ গাড়ীতে উঠে ঠিকানা বোলে দিলেন, কোচমান গাড়ী হাঁকাতে আরম্ভ কোল্লে। বাবু চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বলিলেন, তাঁহার বাটীর সম্মুখে গাড়ী হইতে নামা হইবে না, কি জানি, আমাদিগের গাড়ী ঘোড়া এবং সহিস-কোচমান-দিগকে অনেকেই চেনে। চক্রবর্ত্তী কহিল, "তাঁহার বাটীর সম্মুখে নামিয়া মোড়ে গাড়ী রাখা যাইবে।" বাবু বলিলেন, "উত্তম।"

বোল্‌তে বোল্‌তে গাড়ী ঠিকানায় পৌছিল। বাবু সভ্যদিগের সহিত কথিত অবিদ্যার বাটীর সম্মুখে নেবে মোড়ে গাড়ী রাখিতে বোল্লেন। অবিদ্যা একাকিনী বাটীতে থাকে বোলে সর্ব্বদাই সদর দরজাটা বন্ধ করে রাখে। যে অবিদ্যা কোন বাবুর নিকটে নিজস্ব থাকে, স্বভাবতঃ তাহাদিগের স্বভাবই সদাসর্ব্বদা দ্বাররুদ্ধ করে রাখে। গণিকার সদরদরজাটী বন্ধ থাকায় নববাবুর রাজপথে দাঁড়াইতে বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল, একারণ এদিক্ ওদিক্

বেড়াইতেছিলেন। লাহুড়ী মহাশয় দরজার কড়া নাড়্‌তে লাগ্‌লেন। বিবি ঘর হইতে বারকতক কে ও কে ও বোলে বাড়েণ্ডায় এসে বল্লেন, "কে গো তোমরা, কথা কও না কেন?" লাহুড়ী মহাশয় বলিলেন, "দরজাটাই আগে খুলুন, অনেক কথা কবো, ভাল আছেন ত?" চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দরুণ তিনি যথার্থ বাবুর পরিচিত ছিলেন, একারণ বেয়ারাকে বলিলেন, "কেয়াড়ী খোল দেও।" বেয়ারা দরজা খুলে দিবামাত্র সভ্যগণের সহিত বাবু বাটীতে প্রবেশ কোল্লেন, বিবি নববাবুকে সিঁড়িতে উঠ্‌তে দেখেই চিনেচেন, একারণ বিস্তর সম্মান করতে লাগ্‌লেন। গর্ভধারিণী জননী যেমন গর্ভজাত পুত্রের সহিত কথোপকথন করে থাকে, তৎকালীন বিবিও সেইরূপ কথা বোলে নববাবুর সহিত স্নেহবাক্যে কথোপকথন কোত্তে লাগ্‌লেন। বাবু বলিলেন, "আপনি এমত আশা শূন্য করে কথা কবেন না, আমি কি ভাবে কথা কচ্চি, তুমি কি ভাব এনে ফেল্‌চো?" বিবি বলিলেন, "সে কি বাবু! আমি লোকের মুখে সদাসর্ব্বদা শুন্‌তে পাই যে, তুমি লেখা-পড়া কোরে জ্ঞানী এবং বিজ্ঞ হোয়েচ, এক্ষণে তোমার কথা শুনে যে অবাক্ হয়ে গেলুম। এতদূর পর্য্যন্ত বিদ্যা জন্মেচে, তা ত জানিনে। বাবু! তুমি কি লোকের মুখে শোননি যে, আমি তোমার কে? কিংবা আমার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ? তাহা ত গুপ্ত কথা নয়? বোধ করি, অনেকেই তাহা জানেন।" নববাবু কহিলেন, "সে সব কথায় আর প্রয়োজন কি? এবং আমি ত তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচুচ্চি নি, তুমি মন্বন্তরের কথা এনে মতান্তর কর কেন? এখন কাজের কথা কও, যাতে চারদণ্ড বোসে আমোদ আহ্লাদ কোত্তে পারা যায়।" বিবি কহিল, "তুমি বাবু ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা কও।" বাবু বলিলেন, "কেন গো, আপনি যে সতী সাবিত্রীর মতন কথা কোচ্চেন, তবে এ পথে এসে কেন দাঁড়ালেন? খানকী হয়ে তোমাদিগের কি এরূপ কথা বলা সাজে? মিছামিছি জ্বালাচ্ছ কেন বাছা? আমার বেলা অত বাছাবাছি করো না। বিবি কহিল, "কি আপদ, তুমি বাড়ী যাও

বাবু!" বাবু কহিল, "তোমরা যখন একটু শাঁষালো থাক, তখন তোমাদিগের এ সকল বিচার থাকে এবং মাটীতে পা পড়ে না, কিন্তু শেষে আবরে বাবা বলেও বিচার থাকে না। তোমাদের কপাল ভারী মজার কপাল, কখন বা কোন রাজ-রাজড়ার বুকে দাঁড়িয়ে লাথি মেরে তাকে বাড়ী থেকে দূর কোরে দাও, সে ব্যক্তি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়ে গিয়েও তোমাদিগের বারেণ্ডার নীচে পাগলের ন্যায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, হয় ত গলায় কাপড় দে এসে পায়ে পড়ে, জরিবানা দিয়ে পদানত হয়ে থাকে, আবার শেষে তোমাদিগের এমন দুর্দ্দশাও ঘটে যে, কুলোঝেড়ে পেট টালতে হয়। কেহ কেহ বা টুক্রী সার কোরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোরে বেড়ায়। তোমাদের এপর্য্যন্ত কেউ চিন্‌তে পাল্লে না,তোমরা অস্তি কস্তি কেবল ফোঁশ কোর্‌তে পার।"বিবি কহিল, "বাবু, তুমি যা বোল্‌চো, সব সত্য, কুলো ঝেড়ে কিংবা ভিক্ষা কোরে যদ্যপি দিনান্তে এক মুটো অন্ন খেতে হয়, তাতেও দোষ নাই, যখন আমরা এ পথে এসেচি,তখন সে বড় অপমান নয়। বাবু,পূর্ব্বজন্মের যে কর্ম্মের ফল, তা তো ফোল্‌বে। পূর্ব্বজন্মে যে কত মহাপাপ কোরেছিলুম, তাই এ জন্মে নরকভোগের ন্যায় দুঃখ ভোগ কচ্চি। বাবু, মরার চেয়ে যেমন আর গাল নাই, সেইরূপ আমাদিগের এই ইতর বৃত্তির অপেক্ষা আর জঘন্য বৃত্তি নাই, এক্ষণে যে যাহাই করুক, কিন্তু আমি আর গর্হিত কাজ কোর্‌বো না। এখন যদ্যপি আমার নিকটে কেহ পরামর্শ চায়, আমি আর তাহাকে এ পথে আসিতে বলি না। গৃহস্থে থাকিয়া যদ্যপি একমুটো মোটাভাত এবং এক-খানা মোটা কাপড় পাওয়া যায়, সেও সুখ, কিন্তু এ পথে এসে অতুল সুখশালিনী হওয়াও ভাল নহে। যে সকল অবলারা না বুঝে এসে এ পথে পড়ে, তাহাদিগের লোকালয়ে এই ত নরকভোগ এবং পরলোকে রৌরবের যন্ত্রণাও তাহাদিগের জন্য তোলা থাকে।" বাবু মন্দ গতিক দেখে বিবিকে কহিল, "আর বোক্‌তে হবে না, থামুন, কেন আর মাথা ধরান?" লাহুড়ী বাবু বলিলেন, "বিবিসাব!

বাবু যখন জেনে শুনে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হোচ্চেন, তখন তোমার এ বিষয়ে হানি কি আছে?" বিবি বলিলেন, "ছি! ছি! তোমরা ভদ্র-লোক হয়ে এ কথা কেমন কোরে মুখে আন? আমি এ কাজ করিলে অপর মেয়েমানুষেরা যে আমার মুখে চুণ-কালি দিবে; দ্বিতীয়তঃ আমি ত খালো নাই যে,তপ্ত খোলায় কিছু বিচার কোর্‌বো না। মহাশয় গো! আর আমি বোক্‌তে পারিনে, আপনারা কুল-মুকুটটীকে নিয়ে বাড়ীতে যাউন।" নববাবুর এ কথায় ভারী অপ-মান বোধ হলো, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বলিলেন, "মহাশয়! এখান থেকে চলুন, এ বেটী বড় বজ্জাত, পূর্ব্বে শুনেছিলেম খুব ভদ্র, কিন্তু এত বড় পাজা মেয়েমানুষ আর নাই।" এই কথা বলিয়া সকলে গাড়ীতে এসে উঠ্‌লেন।

বোস্‌জা কহিল, "মহাশয়! বেটী ভারি ঘাঘী, এর জোড়া মেলা ভার।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,"আমি ওর রকম দেখে 'থ' হয়ে গেচি, এত বয়েস হয়েচে, তবু ক্ষোচ্‌কে ছুঁড়ার মতন ঢংটুকু আছে।"

সরকার বাবু কহিল, "মহাশয়! এখন কি ঢং দেখ্‌লেন, সেজে গুজে বোসে থাকলে ওর রকম দেখ্‌লে অবাক্‌ হোতেন। খান্‌কীদের যে রূপাজীবা বলে,সেটী জান্‌তে পারতেন। আর একটু বাদেই এক-খানা সাবান নিয়ে সাত আটবার মুখে মেখে মুখ ধোবে, তার পর 'হোয়াইট পাউডার' অর্থাৎ এক রকম সাদাগুঁড়ো ঠিক খড়ীর মতন, দুতিনবার মুখে মাখ্‌বে, তার উপরে লালচে আভা মারবার তরে 'রেড পাউডার' অর্থাৎ এক রকম লাল গুঁড়োর থুবি দিবে এবং একখানা কাজলনতা নিয়ে চোখে কাজল পোরে ছেমালী কোরে ভ্রূতে কাজল দিবে, গালের উপরে এবং দাড়ির উপরে দুটো চারটে কাজলের তিল কোর্‌বে, একতাল খয়ের দিয়ে একটা ঠোঁট লাল কোরে সামনে একখানা আর্‌সী রেখে নোড়্‌তে চোড়্‌তে মুখটী দেখ্‌বে। অধিক কি কহিব, তামাক টান্‌তে টান্‌তেও আর্‌-সীতে উঁকি মার্‌বে।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিল,"বাবা, আমাকে অত

জানাতে হবে না, আমি কত দিন্ উহার সাজা গোজা সামেদ চিকের ভিতরের উঁকি ঝুঁকি মারা দেখে গিয়েচি, আর উহার চরিত্র যে খুব ভাল, তাহাও শুনেচি; বাপান্ত আর মাতৃ উচ্ছন্ন যেন মুখে লেগে আছে। একদিন একটী বাবু তামাসা কোরে একটা গোলাপফুল ছুড়ে মেরেছিল, তাতেও মেয়ে চোক দিয়ে জল বার কোরে যা ইচ্ছে তাই গালাগালি দিতে আরম্ভ কোল্লেন।" নববাবু কহিল, "এ কথা কেবল যে একেই বোল্‌চেন এমত বিবেচনা, কোর্‌বেন না, অনেক খান্‌কীরই এই রকম জানিবেন। ভাষা কথায় খানকীদের আটকাণের কথা শুনেচেন কি? না শুনে থাকেন তো শুন্থন। যথা—

"ঠাট ১ ঠমক ২ চটক ৩ চাল ৪
মিথ্যা ৫ মান ৬ কান্না ৭ গাল ৮"

ঠাট।

প্রথম।—ভালকথা সহজে যে কহিবারে পারে।
ন্যাকা কোরে কথা কয় ঠাট বলি তারে॥

রূপান্তর।

ঐ—বুঝিয়াছে মনে মনে বলিয়াছে যাহা।
তথাপি ন্যাকাম করে ঠাট বলি তাহা॥

ঠমক।

দ্বিতীয়—হেলিয়া ছলিয়া, যাইছে চলিয়া, কতই ঠমক ভরে।
ফেলিতে চরণ, কতই ধরণ, কতই অঙ্গভঙ্গী করে॥

চটক।

তৃতীয়—সদাই অঙ্গ মার্জ্জনা করে, বসন কত ঢং কোরে পরে,
দিয়েচে ফের শোভা কি তার, শোভা কি তার॥ ১॥
বাঁধয়ে খোঁপা কিবা বাহার, কুসুম সহ গাছ তাহার,
চটক হেন আছে কি আর, আছে কি আর॥ ২॥

চাল।

চতুর্থ—ভিতরেতে ভোয়া ফলে, কত কষ্টে দিন চলে,
কোনদিন অর্দ্ধাশন, কভু রহে শুকায়ে ॥ ১ ॥
পরিধেয় বাস যাহা, রজকে দেখে না তাহা,
তথাপি কি উঁচু চাল, চলে বুক ফুলায়ে ॥ ২ ॥
মেজাজ এমনি ভারী, আছে যেন জমীদারী,
দুচার টাকার কথা, কহে নাকো ভুলিয়ে ॥ ৩ ॥
বচনে সকলি পারে, হাতী কেনে রাজা মারে,
এ রকম চাল দেখে, সবে মরে জ্বলিয়ে ॥ ৪ ॥

মিথ্যা।

পঞ্চম—দিয়ে কর শিরে, করে কত কিরে,
বলয়ে সঁপেচি তোমারে প্রাণ ॥ ১ ॥
মুখে যত বলে, অষ্ট রম্ভা ফলে,
কেবল করয়ে কপট কান ॥ ২ ॥

রূপান্তর।

ঐ—অপকর্ম্ম করিয়াছে, হাতে হাতে ধরিয়াছে,
ভাঁড়াবার পথ নাহি যায়। ১।
তবু গঙ্গাজল করে, কত মত কিরে করে,
দিনকরে করে ঢাকা প্রায় ॥ ২ ॥

মান।

ষষ্ঠ—মিছে কোরে ছল, জেলে মানানল,
মানিনী হইয়া রহে বসিয়ে ॥ ১ ॥
করি অধোমুখ, নাথে দেয় দুখ,
তুষিলে অমনি উঠে রুষিয়ে ॥ ২ ॥

কান্না।

সপ্তম—যখন করিবে মনে চোখে আনে জল।
দোষ কোরে কেঁদে জেতে গণিকা-সকল ॥

রূপান্তর।

ঐ—কোথায় যে ভালবাসা দেখা নাহি তার।
অর্থের প্রণয় মাত্র যত গণিকার॥
নয়নে আনিয়ে জল বলয়ে এমন।
বড় ভালবাসি তোরে ওরে যাদুধন॥

গাল।

অষ্টম—সর্ব্বদাই গালাগালি মুখে যেন বহে।
আগে গালাগালি দিয়ে পরে কথা কহে॥
প্রণয়েতে গালি দিয়ে প্রণয় বাড়ায়।
ভূয়ো হোলে শেষে সেই গেলেতে তাড়ায়॥

নববাবু কহিল, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! প্রায় সকল খান্‌কীতেই এই আটকান নে চলে, কান ছাড়া কটা মেয়েমানুষ দেখ্‌তে পাও। ভাবা কথায় যেমন বলে যে 'তেঁতুলও নয় মিষ্টি এবং নেড়েও নয় ইষ্টি' সেইরূপ খানকীরেও নয় সৎ। তবে সকলে যেমন আসা গেছলো, তেমনি চার দণ্ড বোসে গাওনা বাজনা কোরে আমোদ আহ্লাদ কোল্লে মনটা তারী সন্তুষ্ট হোতো।"

বোস্‌জা কহিল, "মোশায়! অবিদ্যাটীর যে রকম ঢং দেখা গেল, তাতে যেরূপ কথা কইলে, বোধ করি, তাহা উহার মনোগত নহে, দিনেক দুদিন চেষ্টা কোল্লে শেষে বোধ করি আমোদ আহ্লাদ কোত্তে পারা যাবে। আমি এমনতর ঢের দেখেচি যে, বেটী দাঁড়িয়ে ছুটো কোরে দিনপাত করে, সেও প্রথমে বলে যে, আমাকে একজন রেখেছে। বাবু আপনি অপর লোকের দ্বারা চেষ্টা করালে বোধ করি সিদ্ধ হোতে পারবে।"

বাবু কহিল, "এ কার্য্যটী অধিক চেষ্টার নহে, পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যথা—

'কবিতা বনিতা বাপি রসদা স্বয়মাগতা।
বলাদাকৃষ্যমাণা চেৎ সুরসা বিরসায়তে॥

অর্থাৎ 'কবিতা' এবং বনিতা এ দুই-ই সমান, কবিতার মধ্যে

যেমন রস, এ বনিতার মধ্যেও সেইরূপ রস আছে। আর দেখ, যে কবিতাটীকে যত্ন না কোরে সহজে কেবল সরল শব্দে রচনা করে, সেইটী যেমত স্বভাব-বিভূষণে বিভূষিতা হইয়া রসযুক্তা হয়। অপর একটী কবিতা যত্ন করিয়া অনুপ্রাস এবং অলঙ্কার দিয়া রচনা করিলে তাতে যেমন রসটুকু হয় না, সেইরূপ যে বনিতাটীকে সহজে পাওয়া যায়, তাহাতে যেমত আমোদ আহ্লাদ হয়, অপর একটী মেয়েমানুষকে বল কোরে কিংবা অর্থ দেখায়ে পাওয়া গেলে সেরূপ আমোদ জন্মায় না।

দ্বিতীয়তঃ।

'তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া তয়া।
পদবিন্যাসমাত্রেণ মনো নাপহৃতং যয়া ॥'

অর্থাৎ যে কবিতার একপদ পাঠমাত্রে মন মোহিত না হয়, সে কবিতা[illegible]ফল, সেইরূপ যে বনিতার এক পদ গমনমাত্রে মন মোহিত না হয়, সে বনিতাতেই কি ফল আছে? অতএব যে ব্যক্তিকে এ বার এত কোরে সকলে বলা গেল, সে যখন ঘরে বোস্‌তে যায়গা দিলে না, তখন আর ও স্থলে যেতে আছে?" এইরূপ কথা কইতে কইতেই গাড়ীখানা বাটীর দরজায় এসে পৌঁছিল, সকলে নেবে বৈঠকখানায় গিয়ে বোস্‌লেন।

আমাদিগের নববাবুর একে বয়েস অল্প, তাতে মেজাজ এমনি বিগ্‌ড়ে গেছে যে, তার কথাই নাই। ছেলে মোলে কিংবা জমীদারী বিকিয়ে গেলেও লোকের অত মনস্তাপ হয় না। সরকার বাবুকে বলিলেন, "অহে! তুমি ত নখদর্পণের ভিতর সব দেখ্‌তে পাও, এখন একটী উত্তম মেয়েমানুষ কোথাও থাকে ত চল, চারদণ্ড বোসে আমোদ কোরে আসা যাক্‌। আজ ত মেজাজটা ভারী বদ হয়ে গেছে।" বোসজা কহিল, "মহাশয়! পুরাণ রোগের যেমন এয়ারচেঞ্জ ব্যতীত কোন উপকার দর্শে না, সেইরূপ বদমেজাজ সুরা-সেবন না করিলে শোধরায় না। এ সময়ে যদ্যপি একটা সোডা-ওয়াটার দিয়া এক গেলাস নম্বর ওয়ান এক্‌সাক্যাইলিয়ন ব্রাণ্ডী

খেতে পারেন, তা হোলে ও বদ মেজাজটুকু আর থাকে না।" বাবু কহিল, "তা হোলে যে এককোলে গর্ত্তের শ্রদ্ধে যেতে হয়, নিত্য নিত্য মদ খেলে কি লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারা যায়? আর রোজ রোজ মদ খেলে ঐ একটা মৌতাত হয়ে যাবে, শেষে বেহেড হয়ে মনুষ্য নামের অযোগ্য হয়ে লোকালয়ে নিন্দার ভাগী হোতে হইবে।"

বোসজা কহিল, "বাবু! অর্থহীন ব্যক্তিই সুরাপান করিলে লোকালয়ে নিন্দার ভাগী হয়। ধন থাকিলে আর এখন নিন্দা হয় না, দেখুন, আজকাল কত কত বড়মানুষেরা বীরপাক মাতাল হয়ে পোড়েছে, এদিকে দশজনকে প্রতিপালন কোচ্চে বোলে সে দোষটী কেউ ধরে না। আর অর্থহীন ব্যক্তি যদি একটু মদ খায় কিংবা একটু দোষের কাজ করে, তাহা হইলে কেহ আর তাহাকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করে না। মহাশয়! মদ্যপান এবং বেশ্যাগমন এ দুটী দোষের কাজ বটে; কিন্তু আজকাল আর আর কত লোক যে কত দোষের কাজ কোচ্চে, তার চেয়ে সুরাপান এবং বেশ্যাগমন নিন্দার কার্য্য নহে।

বাবু! এমন লোক আছে, নেশার মধ্যে গুড়ুকতামাক ছিলিমটী উর্দ্ধ সংখ্যা, গাঁজা গুলী মদ কিংবা অন্য কোন নেশা করেন না, কিন্তু এদিকে এমনি মহাপুরুষ যে, তাঁর নাম কল্লে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়। অল্পবয়সে বাপ মোরে যেতে গর্ভধারিণী গায়ের গয়নাগুলি ও অন্যান্য জিনিসপত্র বেচে তাহাকে লেখাপড়া শিখায়ে মানুষ কোরেচেন, কি না পরে ভাল হবে। ছেলে বিয়ে করে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন কত্তেও মায়ের সুখ হোলো না। মাতাঠাকুরাণীর অন্যান্য সৎকর্ম্ম অর্থাৎ ব্রতধর্ম্ম দূরে থাকুক, তাঁহার অন্নবস্ত্রের দুঃখ ঘুচেনি—এক সন্ধ্যা ব্যঞ্জনাভাবে অর্দ্ধাশন অনাহার, অপর সন্ধ্যায় একটী পয়সা বরাদ্দ, বৎসরে দুই তিন খানি বস্ত্র দেন। বাবু এইরূপ ভরণপোষণে লোকের কাছে বলে বেড়ান যে, আমার কুপোষ্যতেই আমাকে গুছাতে দিলে না। এদিকে স্ত্রীর পক্ষের কথা

বোল্‌তে গেলে তিনি যে একজন কলিরাজের জানিত মনুষ্য, তাহা বেশ বোধ হবে। তাঁর স্ত্রীর ভাল মাছ এবং ভাল তরকারি না হোলে দুসন্ধ্যা খাওয়া হবে না, চার পয়সার জলখাবার বরাদ্দ, মাসে এক জোড়া কাপড় ছিঁড়্‌বেন এবং ব্রতধর্ম্মের আলাদা খরচ, তাঁর পতির রোজগার বোলে নাকটা সর্ব্বদাই কপালের উপরে উঠে আছে। বাবুর চাকর-চাকরাণী নাই, বুড়ো মায়ের দ্বারাই ঘরের অন্যান্য কর্ম্ম ও রন্ধনাদি সকলই সম্পাদন হয়, নবগিন্নী সে সকল কিছুই করেন না। তিনি বেলা আট্‌টার সময় বিছানা থেকে উঠেন, কর্ম্মের মধ্যে কে ভাল মাছখানা খেলে, কে দুধ-বাটীটে খাচ্চে, তাই দেখে বেড়ান। শাশুড়ীর একটু কম বেশী দেখলে, অমনি বুড়োমাগী বোলে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন, দুএক কথা হোতে হোতেই হয় ত গলাটা টিপে ধোল্লেন, নয় ত দুএক ঘা উত্তম মধ্যম গোচ দিয়ে দিলেন। সে সময়ে গুণপুরুষ পুরুষটী গালে যেন সুপুরী দিয়ে থাকেন। বাবু! এরকম মনুষ্যেরা কি কোরে লোকালয়ে মুখ দেখায়, এদের অপেক্ষা যারা মদ খায় কিংবা বেশ্যাগমন করে, তারা ভাল কি না? আপনি দেখুন, কত কত মাতাল এবং বেশ্যাগামীরা কত কত ধর্ম্মকর্ম্ম কোচ্চে, এবং মাতৃভক্তি ও সৎআলাপে তাঁদের সে দোষ যেন ঢাকা দিয়ে রেখেচে।"

বাবু কহিল, "স্ত্রীবাধ্য মানবেরা মনুষ্যের মধ্যেই গণ্য নহে, তাহাদিগের দ্বারা কস্মিন্‌কালে দেশের কিংবা কাহারও কোন উপকার হইবার ভরসা নাই। স্ত্রীবাধ্য মানবেরা কতকগুলি টাকা উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রীর হস্তে দিতে পারিলেই আপনার জন্ম এবং উপার্জ্জন সফল বিবেচনা করে, তাহাদিগকে একটা সৎকর্ম্ম-সূত্রে দু পয়সা খরচ কোত্তে বল্লে গলায় ছুরী দিলেও হবে না। কত কত মনুষ্য বিপুল বিভব উপার্জ্জন করিয়াও স্ত্রীবাধ্য বশতঃ অশন-বসনের কষ্ট সহ্য এবং লোকালয়ে ঘৃণাস্পদ হইয়া কালহরণ করিতেছেন।

বোসজা কহিল, "মহাশয়! স্ত্রীবাধ্য লোকদিগের মধ্যে এমত মনুষ্যও দেখেছি যে, আপনার পৈতৃক সমস্ত বিষয় ও ভদ্রাসনবাটী

পর্য্যন্ত স্ত্রীকে প্রদান কোরেছিলেন, শেষে সন্তান না হোতে পুনর্ব্বিভা করায় পূর্ব্বপত্নী সমুদয় বিভবাদি লইয়া পিত্রালয়ে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার চরমকাল উপস্থিত হইতে আপনার সহোদরকে সেই সমস্ত বিভব দানপত্রের দ্বারা প্রদান করিয়া পরলোক গমন করেন। তৎকালীন স্ত্রীবাধ্য বাবুর ভদ্রাসনবাটীতে থাকা ভার হয়ে উঠ্‌লো, পূর্ব্বপত্নীর সহোদর নিত্য নিত্য বাটী দখল কোত্তে এসে শেষে পাঁচজন ভদ্রলোককে ধোরে ভিক্ষার স্বরূপ ভদ্রাসন বাটীখানি পেয়ে এখন বাস কোরে আছেন।”

বাবু কহিল, “বোসজা! আজকাল স্ত্রীবাধ্য মনুষ্যই অনেক আছে। তাহাদিগকে দেখ্‌লে কিংবা তাহাদিগের কথা পোড়্‌লে, কে যেন আমার গায়ে আগুন ছড়িয়ে দেয়। স্ত্রীবাধ্য মানবদিগকে এক রকম জানোয়ার বোল্লেই হয়, তাহাদিগের কথায় আর কাজ নাই, সে সকল কথা ছেড়ে দাও, এখন বদমেজাজ কিসে শোধরায়, তাই বল, হয় অন্য কোথাও চল, না হয় যা হয় একটা আমোদ আহ্লাদ কর। আজ কিন্তু আমার হাতে টাকা নাই।”

বোসজা কহিল, “মহাশয়! নিত্য নিত্য খুচরা আনাও কিছু নহে। আপনি বরঞ্চ × × × দিগের সহিত এ বিষয়ের খাতা করুন।”

বাবু বলিলেন, “তাহারা কি মদ বিক্রয় করে, তারা তশুঁড়ী নয়?

বোসজা কহিল, “বাবু, কাল কেমন পোড়েচে, ধর্ম্মের একটী পা ঠেকে ছিল, সেটীকেও বাবুরা খেলেন। আজকাল কত বামুন কায়েত মদ বেচ্‌চেন, আর মদ ত পদে আছে, চামড়া পর্য্যন্ত বেচ্‌তে অনেকে কশুর করেন না। কত কত বাঙ্গালীতে হোটেল কোরে গোমাংস শুয়রের মাংস প্রভৃতি বেচতেও লজ্জা করে না, বাবু! ও কথা আর বলেন কেন? আর কি সে কাল আছে?”

বাবু কহিল, “ও সকল কথার প্রয়োজন নাই, এখন খাতা করবার কথা যে বোল্লে, তা হলে যে ভারী গোল হয়ে পড়্‌বে।”

সরকার বাবু কহিল, “গোল কি মোশায়! তারা জান্‌বে আর আপনি জান্‌বেন, আর অপরাপর কেহ যদি টের পায়, তা হোলে

আপনি যে মদ খান, এমত কে বোধ কোর্‌বে? আপনার অনেক অনুগত মাতাল আছে, ইহা অনেকেই জানে।"

বাবু কহিল, "ইহা কোন কাজের কথা নহে, সুরার বিষয়টী এমনি, যখন কয়েকজন মদ্যপায়ী একত্রে বসিয়া সুরাপান করে, সেই সময়ে একজন নির্দ্দোষী মনুষ্য তাহাদিগের সহিত বোসে থাক্‌লে,তাহাকেও মাতাল বোলে বেশ বোধ হয়।" বোসজা কহিল, "তবে এখন কি করা যায় বলুন।" বাবু বলিলেন, "যখন নাচ্‌তে আসা গেছে, তখন আর ঘোম্‌টা দিলে কি হবে? এখন যা হয় এক রকম কোরে এস।"

বোসজা সকল কাজেই তৎপর, অম্‌নি কোন ওয়াইন মার্‌চেন্টের দোকানে গিয়ে এক ডজন ব্রাণ্ডী,এক ডজন সোডাওয়াটার ও এক ডজন লিমনেড একটা ঝাঁকামুটের মাথায় দিয়ে আন্‌লেন এবং বৌচারে নববাবুর সই করাইয়া দিয়ে মুটেকে বিদায় করিয়া দিলেন।

বাবু উপর হইতে চীৎকার কোরে হিন্দীবোল ঝাড়্‌লেন "কইকো বেগর হুকুম উপর মে মৎ আওনে দেও।" মল্লিক বাবু চকিতের মধ্যে পার্টির সকল প্রস্তুত কোল্লেন, সভ্যবাবুরা একটা হোররা কোরে উঠ্‌লো, রকমারি চোল্‌তে সুরু হোলো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সকলেই তৈয়ার হয়ে উঠ্‌লেন; যাহার যেমন পুণ্য, তাহার তেম্‌নি ফল ফোল্‌তে লাগ্‌লো। কেহ কথা কইতে প্লুত কোচ্চেন, কেহ বমী করে মড়ার মতন শুয়ে পোড়েচেন, কেউ বাঁয়া চাপড়াচ্চে, কেউ উঠে দাঁড়িয়ে নাচ্চে, কেউ গাচ্চে। নববাবু নূতন মাতাল বটেন, কিন্তু খুব হুঁসিয়ারে চলেন, গোলাপীগোচ নেশাটুকু হয়েচে, মনের ভিতরের যেন দরজা খুলে গেছে, সকলের সঙ্গেই খুব রগড় কোচ্চেন।

আমরা অনেক মদ্যপায়ীর মুখে শুনেচি এবং অনেক মাতালের চরিত্রও দেখেছি,সুরাপান কোরে সকল মাতালে ঢলাঢলি করে না, দুশ্চরিত্র মনুষ্যেরাই মদ খেয়ে দুষ্টমো করে, যাহাদিগের যেমত

চরিত্র, তাহারা সেইরূপ আমোদ আহ্লাদে মগ্ন হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী বাঁয়া নিয়ে বাজাতে বাজাতে এই গীতটী গাইলেন, যথা—

কবিরসুর।

তোমায় অনেকেতে দাতা বলে ধর্ম্ম নাম তোমার।
তাই কি কোরেচো এই হে ধর্ম্মত বিচার॥
কি দোষ তার পেলে, কেন তারে বধিলে,
ভাবতে গেলে তুমি ত মূল কেন রণে পাঠালে।
সে ত রথীর মধ্যে গণ্য কভু নয়, কেন পাঠাইলে রণে তায়।
ছি ছি ছি ধর্ম্মপুত্র এই কি ধর্ম্ম তোমার্ হায়॥
পরের ছেলে বোলে বুঝি মায়া নাহি তায়।
প্রাণ যায়, এ কি দায়, বিনে তায়, না হেরে।
তোমার মায়ের মতন নাই উপায়।
তোমার কোন কালে ঢাক্‌বে না এ দোষ,
রবে যত দিন নাম এ ধরায়।

বাবু বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! অভিমন্যু মর্‌বার পর বুঝি উত্তরা এসে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বোল্‌চে?" চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, ভাব উত্তম।" বাবু বলিলেন, "সুরও খুব ভাল এবং তোমার গলাটীও বেশ।" চক্রবর্ত্তী মহাশয়, বাবুকে এ কথা বল্‌বার সময়ে দিননাথ ভ্রষ্টা স্ত্রী কমলিনীকে পরিত্যাগ কোরে পশ্চিমাচলে গিয়া দিবার নিকটে বিদায় চাহিতেছেন, পতিব্রতা দিবাও সতী স্ত্রীর মত সহগামিনী হইবার সজ্জা করিতেছেন, কমলিনী নাথের বিরহে কিংবা লোকলজ্জায় ম্লানা হইয়া পড়্‌লেন। গোধূলি নবোঢ়া যামিনীকে বাসরসজ্জা নায়িকা কোরে আপনার পশ্চাতে নিয়ে, স্বভাবরূপ বাসরগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বদিকে শশধরের মোহন মনোহর নটবরবেশ দেখে নিশাকে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। গগনমার্গে তারকানিকর প্রকাশ পাইল; মধ্যে মধ্যে একটী একটী নক্ষত্র হীরক-

খণ্ডের ন্যায় জলে উঠ্‌লো। শুভ্র শুভ্র মেঘগুলি বায়ু-হিল্লোলে দিগ্‌-দিগন্তরে চালিত হইতে লাগিল। চকোরেরা সুধাংশুর সুধাপানে বিভোর হয়ে উড়ে বেড়াচ্চে। দিগঙ্গনারা স্বভাব-ভূষণে বিভূষিতা হয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তেই পূর্ণিমানিশার একটী মনোহরা মূর্ত্তি এবং স্বভারের একটী অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ পাইল।

লেখনী ধোল্লেই স্বভাব দেখ্‌তে হয়, কত কত লোক এমনি স্বভাব দেখে বেড়ান যে, সকালবেলা মাগী এবং মিন্‌সেরা লজ্জা মাথায় কোরে কাপড় তুলে কেমন কোরে হাগ্‌তে বসে, তা দেখেন এবং তরকারির বাজরা সমেত হেটোরা বদ্দিবাটী এবং শ্রীরামপুরে যায়, তা দেখেন, বৃষ্টি হোলে চীৎপুরের বড় রাস্তা ফলারে পাতের মতন দেখায় এবং কুঠীওলারা জুতো হাতে কোরে বেশ্যালয়ের বারেণ্ডার নীচে আর রাস্তার ধারের বেণের দোকানে দাঁড়িয়ে অছেন, তাও দেখেন। আমাদিগের আপনার মুখ আপনি দেখর নববাবুও স্বভাব দেখ্‌তেন, তিনি রাত্রি হোতে বৈঠকখানার বাহিরে এসে উত্তম উত্তম স্বভাব দেখ্‌তে লাগলেন।

মাধবীলতা একটা মহাপাদপের মূল পর্য্যন্ত স্কন্ধভাগাবধি আচ্ছাদিয়া তথা হইতে নম্রমুখী হয়ে নিকটস্থ একটী সামান্য বৃক্ষের উপরে পতিতা হইয়াছে, জ্যোতিরিঙ্গ-সকল তাহাতে থেকে থেকে জ্যোতি প্রকাশ কোচ্চে। নববাবু স্বভাবের শোভা দেখে, সরকার বাবুকে কহিলেন, "দেখ, বিশ্বশিল্পীর কি আশ্চর্য্য কৌশল এবং স্বভাবের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে।"

সরকার বাবু কহিল, "মহাশয়! স্বভাবের এই শোভা দেখ্‌লে কত বড় বড় ঘরের ভ্রষ্টা রমণীদিগের স্বভাব মনে পড়ে যায়। তাহারা যেমন উচ্চকুল পবিত্র কোরে সামান্য চাকরদিগের প্রেমাসক্তা হয়, মাধবীলতাও সেইরূপ মহাপাদপকে আচ্ছাদন কোরে সামান্য বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।"

বাবু কহিলেন, "আদিরসসংযুক্ত কোরে খুব উত্তম ভাব কোল্লে।"

বোস বাবু কহিল,"মহাশয়! কথাই বলুন, আর রচনাই বলুন, আদি-রসের ছিটে না থাকলে কিছুই ভাল লাগে না। আপনি দেখুন, কালিদাসের সকল রচনাই আদিরসযুক্তা, এ কারণ তাঁহার কৃত কবিতা-সকল শ্রবণমাত্রেই মন মোহিত হয়।" বাবু কহিলেন, "আদিরসযুক্ত রচনাই রচনা, যদ্যপি উলঙ্গিনী না করে, লগ্না কোল্লে আর সে রসটুকু থাকে না।"

বোসজা কহিল, "মহাশয়! যেমন মেয়েমানুষ যত আবরুতে থাকে এবং যত লজ্জা করে, তাহাকে ততই ভাল দেখায়, সেইরূপ আদিরসযুক্তা রচনার ভাষা যত গোপন থাকিবে, ততই ভাল। দেখুন, কালিদাসের সকল কবিতাই প্রায় দ্ব্যর্থ।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিল,"মহাশয়! আপনার পিতাও আদিরস-যুক্ত কবিতা-সকল শুন্‌তে ইচ্ছা কোত্তেন, এ কারণ, তিনি নিয়ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের সহবাসে থাকৃতেন। তেমন লোক আর হবে না, তিনি কিছু বড়মানষের ছেলে নন, স্বয়ং উপার্জ্জন কোরে বিষয় কোরেছিলেন। লোকে বলে,'যে উপায় করে, সে ব্যয় কত্তে পারে না' কিন্তু তাঁরে এ কথাটী কেহ বোল্‌তে পারেনি, তিনি সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মে বিপুল বিভব ব্যয় কোরে গিয়েচেন। মহাশয়! কর্ত্তা বাবুর পিতা বুঝি টের পেয়েছিলেন যে, যোগ্যপুত্র জন্মিয়াছে, এ কারণ তিনি কর্ত্তাবাবুর কীর্ত্তিচন্দ্র নাম রেখেছিলেন। কর্ত্তাবাবু জীবিতাবস্থায় নামের মতন কার্য্যও কোরে গিয়েচেন। আর এই আমারও পিতা আমার নাম কীর্ত্তিচন্দ্র রেখেছিলেন, কিন্তু কোন কীর্ত্তি ত কোত্তে পাল্লেম না, ভাগ্যে উবুগলাটী কোত্তে শিখেছিলেম, সেই যা একটু কীর্ত্তি রইলো।"

নববাবু কহিলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! তুমি প্রথমতঃ যৎকালীন আমার পিতার নিকটে এলে, সে কত দিন হবে?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন, "বাবু! তার আট দশ বৎসর বাদে তোমার জন্ম হয়েচে, কতদিন হলো, হিসাব করে দেখ। আর একটা কথা বলি, আপনি রাগ কোর্‌বেন না, আপনার অন্নপ্রাশ-

নের সময় কর্ত্তা বাবু বিস্তর টাকা ব্যয় কোরেছিলেন, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় কীর্ত্তিচন্দ্র বাবুর পুত্র, গুণচন্দ্র বাবু আপনার নাম ডাক রাখ্‌-লেন, কোন কোন অধ্যাপকেরা কর্ত্তা বাবুর পুত্র নববাবু বলিয়া ডাকিতে লাগ্‌লেন। বাবু! তোমার অন্নপ্রাশনের দুই মাস কাল পরেই কর্ত্তা বাবুর কাল হয়, সেই পর্য্যন্ত সকলেই তোমাকে অপয়া ছেলে বলে; আর মেয়েরা বলে যে, তুমিই তোমার বাপকে খেয়েচো। কর্ত্তাবাবুর মৃত্যু হোতে কর্ত্রী ঠাকুরাণী মর্ম্মান্তিক শোক পেয়ে দিন দিন যেন কাঠ হয়ে যেতে ল্যাগ্‌লেন, স্তনের দুগ্ধ শুকিয়ে গেল, সেই সময়ে তোমাকে বাঁচান ভার হয়ে উঠ্‌লো, শেষে অনেকে বোল্‌লে যে, গাধার দুধ খাওয়াও, শরীরের পোষ্টাই চেকনাই এবং বল হবে, তাহাতেই গাধার দুধ খাওয়াইয়ে তোমাকে মানুষ করা হয়েচে।"

বাবু কহিলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! আপনি তবে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদিগের সংসারে আছেন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিল, "কর্ত্তা বাবু একটু বিষয় কোত্তেই আমরা যুটেছি। বোল্‌তে কি, প্রথমতঃ আমিই তাঁকে বাবু কোরে তুলে-ছিলেম, আমার দশ পনেরো দিন আস্‌বার পর কপিধ্বজ সরকার এসে জুট্‌লেন। তখন সরকারবাবু উঁহার গর্ভধারিণীর পেটে ছিলেন। কপিধ্বজ বাবু চার পাঁচ মাস বাবুর সঙ্গে বেড়াতে সরকার বাবু ভূমিষ্ঠ হোলেন, আমাদিগের কর্ত্তা বাবু শুনে ভারী খুসি হোলেন, এবং কপিধ্বজ সরকারকে বলিলেন যে, তোমার নাম কপিধ্বজ, আমি তোমার ছেলের নাম গুণধ্বজ রাখিলাম। মহাশয়! এই সর-কার বাবুর যে গুণধ্বজ নামটী, তা আমাদিগের কর্ত্তা বাবুর রাখিত।

কপিধ্বজ সরকার পাঁচ সাত দিন যুটতেই বৃষধ্বজ মল্লিক ও গরুড়ধ্বজ মিত্তির এসে জুট্‌লেন, (সেই সময়ে এখানকার মল্লিক বাবু পাঁচ মাসের এবং মিত্তির বাবু আট মাসের ছিলেন) গরুড়ধ্বজ মিত্তির তৎকালীন মিত্তির বাবুর নাম রেখেছিলেন, 'হরিদাস' মল্লিক বাবুর তৎকালীন অন্নপ্রাশন হয়নি এবং নামও হয়নি। কর্ত্তা

বাবু সেই সময়ে হরিদাস মিত্তিরের নাম বদল কোরে গরুড়ধ্বজ মিত্তিরের পুত্র ময়ূরধ্বজ মিত্তির এবং বৃষধ্বজ মল্লিকের ছেলের নাম শিখিধ্বজ মল্লিক ও বৃষধ্বজ মিত্তির নাম হইল।

তার পর একটী একটী কোরে আমাদিগের মতন দশ পনেরোটী ঘুঘু এসে জুট্‌লেন।"

নববাবু কহিলেন, "কর্ত্তা বাবু রসিক কেমন ছিলেন?" চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিল, "আমি দেখ্‌চি, তোমার পিতৃভক্তি খুব আছে এবং সর্ব্বদাই তুমি তোমার পিতার কথা নিয়ে থাকো, এমত তোমার মানস বটে। বাবু! তোমার পিতার কথা কত শুনবে? তিনি কি একজন সামান্য মানব ছিলেন,না তিনি একালের লোকের মতন? যেমন ধার্ম্মিক.হোতে হয়, তিনি সেইরূপ ধার্ম্মিক ছিলেন। পরধন-হরণ কি পরপীড়ন কখন করেন নি, সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ কোত্তেন, এদিকে আদিরসযুক্তা কবিতাগুলি শুনতে ভারী ইচ্ছুক হোতেন। আদিরসের জন্মস্থান মেয়েমানুষ এবং মেয়েমানুষের সহবাসে মানুষ যে রসিক হয় ও সভ্য হয়, তাহাও বোল্‌তেন।"

সরকার বাবু কহিল, "মহাশয়! আদিরসের জন্মস্থান যে মেয়েমানুষ, এবং মেয়েমানুষের সহবাস না হোলে যে কথা কইতে এবং রসিক হইতে পারে না, এ কথা সত্য, যে ব্যক্তি লেখাপড়া না করে, সেও যগুপি চারদণ্ড মেয়েমানুষ নিয়ে আমোদ করে, তা হোলেও এক রকম মানুষ হয়ে পড়ে। বাবু! আপনি কি শোনেন নি? কে একজন বড়মানুষের ছেলে ছিল, বাল্যকালে লেখা-পড়া করেনি, এবং সৎসংসর্গে ভাল সহবতও পায়নি, লেখাপড়া না করাই মন্দ, (বিষ্ণুশর্ম্মা বোলেচেন, ছাগলের গলদেশের স্তনে যেমন দুগ্ধ হয় না, অর্থাৎ যে স্তন বিফল, সেইরূপ মূর্খপুত্রও বিফল) তবেই লেখা-পড়া না শিখে সহবৎ না পেলেই, তাহাকে একটী দুপেয়ে জানোয়ার বলা যায়, তাহার আর সন্দেহ কি? সেই দুপেয়ে বাবুর বাটীতে একদিন কোন কার্য্যসূত্রে কোন অবিস্থার নৃত্য হয়েছিল, বাবু সেই নৃত্য-

কীর হাবভাব-লাবণ্যে মোহিত হইয়া এককালে যেন গোলে গেলেন, মন হলো, বড়মানুসের ছেলে, ধনের ত অভাব নাই। বিদ্যাবুদ্ধিতে বঞ্চিত বোলে অল্পদিন যেতে যেতেই যেমন যেতে হয়, তেমনি যেতে বোস্‌লেন, অল্পদিবসের মধ্যেই যেন মানুষের চামড়াখানি খুলে গেল, (অর্থাৎ মনুষ্য নামের অযোগ্য হয়ে লোকালয়ের নিন্দনীয় কার্য্যাদি করিতে লাগ্‌লেন) রাত নাই দিন নাই, সর্ব্বদাই সেইখানে পোড়ে থাকেন, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটীও তথায় চলে, এদিকে লোক দেখান গঙ্গাস্নান কোরে উড়ে বেয়ারাদিগের মত গায়ে কতকগুলো ছাবা কাটেন, কিন্তু যথার্থ ছাবা কেটে যেরূপ পূজা আহ্নিক করিতে হয়, সেদিকে চলেন না। এদিকে লোকালয়ে অপযশ রাখিবার স্থান নাই, তবে বাটীতে গেলে দুটো চারটে মজলিশী কথা কইতে পারেন। কর্ত্তা বাবু পুত্রের দুএক কথা শুনে ভারী সন্তুষ্ট হোলেন এবং মনে মনে কোল্লেন যে, এত দিবস যদ্যপি এ কাজ কোত্তে, তাহা হোলেও লোকালয়ে একজন মানুষের মতন হোতো।

কর্ত্তা বাবুকে যদি কেহ বাবুর বেশ্যালয়ে যাবার কথা এবং অনর্থক বিপুল বিভব নষ্ট কোরে বোয়ে যাচ্চেন, বোল্‌তেন, কর্ত্তা বাবু তাহার উপর সন্তুষ্ট হোতেন না, বরঞ্চ এমত বোল্‌তেন যে, "আমার পুত্র সহবৎ শিখ্‌তে গিয়েছে, তাহাতে টাকা নষ্ট হইলে হানি কি আছে?"

মহাশয় গো! মেয়েমানুষের বাটীতে না গেলে সহবৎ হয় না কিংবা মিষ্টি কইতে পারে না, এ ঠিক কথা, আর ভাবা কথায় বলে যে 'যদি না পড়িল পো, তবে নে গে সভায় থো' বাবু, আজকালের প্রধান সভাই বেশ্যালয়।" বাবু বলিলেন, "তার আর কথা কি আছে? অমন সব রকমের মানুষ আর কোথা পাওয়া যাবে?"

তখন মদ খেয়ে অনেকেই পেকে উঠেচেন, যিনি একটু বাকি ছিলেন, তিনি আগড়ম বাগড়ম বোক্‌তে বোক্‌তেই দিব্য গোচ তৈয়ার হয়ে উঠ্‌লেন।

বাবু কহিলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! এই সময়ে চলুন, একবার রাস্তাটা বেড়িয়ে আসা যাক।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিল, "মহাশয়! আজ আর ও কথাটী বোল্‌বেন না, যে সব মুরদ পোড়েচে, আজ আর কি বেড়াতে যেতে আছে? এ সময়ে ওদের যত্ন না করিলে অনায়াসে দম আট্‌কে মোরে যেতে পারে, তখন আবার উল্টা শ্রী হয়ে পোড়্‌বে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় জল নিয়ে বেহুঁস মাতালদিগের হাতের তেলোয়, পায়ের তেলোয় এবং ব্রহ্মতেলোয় দিয়ে ঠাণ্ডা কোত্তে লাগ্‌লেন, সে রাত্তির কেটে গেল, সকালবেলা কেহ কেহ খানিক বেলা পর্য্যন্ত পোড়ে রইলেন, কেহ কেহ বা সকাল সকাল উঠে গেলেন।

পুনর্ব্বার সমাজের দিনটী এলো, পণ্ডিত মহাশয় এবং সভ্যবাবুরা সকলেই এসেছেন, সে দিন আর সভার সে শৃঙ্খলা নাই, সভ্যগণ সকলেই তামাসা-ফষ্টির কথা নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কোচ্চেন। পণ্ডিত মহাশয় দেখ্‌লেন যে, আর গতিক ভাল নহে, সভার কার্য্য শেষ হয়ে এসেচে, তথাপি নববাবুকে বলিলেন, "মহাশয়! সমাজের কার্য্য অদ্য কিরূপ হইবে?" নববাবু কহিল, "পণ্ডিত মহাশয়! সভার আর বড় সুবিধা দেখ্‌চিনে, আমাদিগের একজামিন এসে পোড়েচে, বাঙ্গালা এসে লেখ্‌বার আর সময় নাই।"

বাবুর বুজম ফ্রেণ্ডগণ ব্যতীত অপর অপর সভ্যেরা বাবুর কথা শুনে শুডবয় বোলে বিদায় প্রার্থনা কোল্লেন। সেই দিন বাবুর ক্লাসফ্রেণ্ড ধনাঢ্য-বংশজাত যশচন্দ্র বাবু এসেছিলেন, তিনি যে বাবুদিগের পার্টীর পরিচিত ব্যক্তি, তাহা আমাদিগের নববাবু পূর্ব্বাবধিই জান্‌তেন, একারণ যশচন্দ্র বাবুকে খানিকটে অপেক্ষা কোত্তে বোল্‌লেন। যশচন্দ্র বাবুর স্থানান্তরে পার্টী ছিল বোলে তিনি বাবুকে কহিলেন, "মহাশয়! অদ্য আমাকে আপনার বিশেষ কি কোন প্রয়োজন আছে?"

পণ্ডিত মহাশয় দুটী একটী ইংরাজী কথা বুঝ্‌তে পারতেন, তিনি বলিলেন, "হাঁগো বাবু! আপনাকে বিশেষ প্রয়োজন আছে, এক্ষণে গুডবয় বোল্‌বেন না, মহাশয়ের গুড হেলথ হবে। আমাদিগকে কেহ আর অপেক্ষা করিতে বলেন না, বংামুনে কপালই কেমন মন্দ।"

গুণচন্দ্র বাবু কহিল,'পণ্ডিত মহাশয়! বোল্‌তে পারিনে; যেহেতু, আপনি আমাদিগের সহিত এ কাজ কখন করেন নি, আর আপনি যে একাজ করেন, তা আমরা জানিনে, আপনি যেমন অনুগ্রহ কোরে বোল্‌লেন, কিন্তু আজ যদি তেমনি অনুগ্রহ করেন, তা হোলে বড় বাধিত হই।" পণ্ডিত মহাশয় কহিল, "বাবু! ঐ কজটী কোত্তে পারিনে বোলেই এমন দশা, আজকাল অনেক বড় বড় লোকে এ কাজ কোচ্চে এবং এ কাজটী এখন ভারী মানের কর্ম্ম হয়েছে অথচ দশ টাকা আয়ত্ত হয় এবং দশজন লোকেও জান্‌তে পারে, সকলি জানি; তবে কথায় বলে যে, কপালে সুখ না থাকলে সুখ হয় না, চিরকালটাই কেমন কুপ্রবৃত্তি যে, ও বিষয়ে আর প্রবৃত্তি জন্মিল না।"

বাবু কহিল, "আরে ছি পণ্ডিত মহাশয়! তুমি একমুখে দুরকম কথা কইলে? এতে মন ভারী চোটে যায়; যদি তোমার এ বিষয়ে প্রবৃত্তি নাই, তবে তুমি অমন নেকা কথা কইলে কেন? আমরা কিছু জোর কোরে তোমাকে এ কাজ কোত্তে বলিনে, বরঞ্চ তোমার মান্য রেখেই সঙ্কেতে বোলেচি, তুমি যদি মানুষ হোতে, তা হোলে আমাদের যখন মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছিলে, সেই সময়ে কোন কথা না বোলে অমনি উঠে যেতে হয়, তাহা হইলে তোমারও মান থাকতো এবং আমরা আমোদ আহ্লাদ কর্ত্তেম।" বোসজা কহিল, "পণ্ডিত মহাশয়! তুমি কি লোকের মুখে শুননি যে, আপনার মান আপনার কাছে, আপনি বিবেচনা কোরে চোল্লেই আপনার মান থাকে, আর বিবেচনার বিপরীত হোলেই বিপরীত ফল ফলে। তোমাদিগের চিরকাল্‌টাই কেমন একটা কুসংস্কার জন্মেচে যে,

কোন বিষয়ের মীমাংসা কোত্তে হোলে যুক্তির মতে চোল্‌বে না, কেবল কতকগুলো বান্ধি বোল আছে, তাই ধোরে গোল কোত্তে পার। সকল সময়ে সকল জাতিদিগের আচারব্যবহার রীতি এবং নীতি কি কখন এক রকম থাকে? সত্যযুগের মনুষ্যেরা যে সকল কাজ কোরে গিয়েছেন, তোমরা কি তা কোত্তে পার? সত্য-যুগের ব্যবস্থা কোন ক্রমেই কলিযুগে সম্পাদন হোতে পারে না। যুগে যুগে মনুষ্যের ক্ষমতা যত কমে এসেচে, আচারব্যবহার রীতি এবং নীতি তত পরিবর্ত্তন হয়েচে, এবং ধর্ম্মও পরিবর্ত্তন হয়ে এসেচে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখে শুনে এক কথাতেই সব সেরে দে গিয়েচেন। যথা—

'ব্যবহারোঽপি বলবান্ ভবেৎ।'

অর্থাৎ যে দেশের যেমত ব্যবহার, সেই বলবান্ অর্থাৎ সেই শাস্ত্র। আরো কত কত পণ্ডিতেরা যে এককালে চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েচেন, তোমরা সে দিকে চেয়ে দেখ্‌বে না, আর তোমাদিগকে কেহ যদি দুটো উপদেশ দিয়ে ভাল কথা বলে, তাও ত কাণ পেতে শুন্‌বে না। এই আমি যে তোমাকে এমত উত্তম উত্তম উপদেশ দিচ্চি, এ দুর্ব্বা-বনে মুক্ত ছড়ান হোচ্চে, মানুষের কাছে বোল্লে সে উপদেশ পেতো। পণ্ডিত মহাশয়! মানুষে কি আর এখন মদকে ঘৃণা করে, সুরা এখন এমনি চোলে গেছে, অনেকে মানুষ এলে আগে সুরা দিয়ে সম্মান করেন, বরঞ্চ সুরা দিয়ে সম্মান না করিলে অপযশ আছে। নস্তের ডিপের আর কাল নাই, এখম ঘরে মদের পিপে বসাতে পাল্লেই ভাল হয়। আজকাল দেখ্‌চেন ত, কেমন কেমন উচ্চ উচ্চ ঘরে মদ ঢ়ুকেচে, পানদোষকে আর কেহ বড় দোষ বলেন না, আসব এখন ঔষুধের মধ্যে গণ্য হয়েচে। আর তোমরা যে স্বকপোল-কল্পিত কতকগুলো বচন ও আচার-ব্যবহারে হিন্দুধর্ম্মের এক প্রকার স্বতন্ত্র আকার কোরে তুলেছিলে, কিন্তু আর তোমাদিগের সে মত বড় চোল্‌বে না, এখন মানুষে মদও যেমন খাচ্চে, লেখা-পড়াও তেমনি শিখ্‌চে, দেখচো তো এক একজন বিষয়ী লোক

কেমন সংস্কৃত শিখ্‌চে, আর ঠকাবার বড় যো নাই। কোন ব্যবস্থা-দাতা অধ্যাপকের ছেলে একটা মাকড়সা মেরেছিল, অপর একজন মনুষ্য গিয়ে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পণ্ডিত মহাশয়! মাকড় মার্‌লে কি হয়' (পণ্ডিত মহাশয় জানেন না যে, তাঁহার ছেলে মাকড় মেরেচেন)এ কারণ তিনি আপন প্রাপ্য বিবেচনা কোরে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেন। জিজ্ঞাসক কহিল, 'পণ্ডিত মহাশয়! আপনার পুত্র মাকড় মেরেচে' পণ্ডিত মহাশয় পুনর্ব্বার ব্যবস্থা দিলেন 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়।' পণ্ডিত মহাশয় পুত্রের বেলা যেমন ব্যবস্থা কোরেছিলেন যে, 'মাকড় মাল্লে ধোকড় হয়' এখন সকলের বেলা সেই ব্যবস্থা হবে। ঠাকুর! আর কেহ তোমা-দিগের কথায় ভূল্‌বে না, এখন দিন দিন তোমাদিগের বিদ্যা সব প্রকাশ হোয়ে পোড়্‌চে।

পণ্ডিত মহাশয় দেখ্‌লেন বেগতিক হয়ে উঠ্‌লো, তাহার উপর কথা কইলে আর রক্ষা থাকবে না, তিনি বোবার শত্রু নাই বিবে-চনা কোরে ক্ষণকাল নীরব হয়ে বিদায় প্রার্থনা কোল্লেন। বোসজা কহিল, "পণ্ডিত ঠাকুরের এখন যাওয়া হবে না, আমরা আমোদ আহ্লাদ করি, উনি বোসে দেখুন।" বাবু বলিলেন,"ভেরী-গুড, যেমন কর্ম্ম তার তেম্‌নি ফল, বিরিং দোজ থিংস।" সরকার বাবু অমনি আলমারি খুলে আনন্দময়ীকে সমাজে নাবালেন এবং কাঁচের ডিশ শুদ্ধ ফুলরী বেগুনী ও মটর সিদ্ধ প্রভৃতি পেতী মাতাল-দিগের চাট বাহির কোল্লেন। সে রাত্রের ব্যাপার বড় সহজ নহে, আমাদিগের গুণচন্দ্র বাবুকে উল্‌ট ট্যাঁকে গুঁজে চেতলার হাটে ঘোলোবার বেচে ষোলবার কিনে আন্‌তে পারেন, এমত যশচন্দ্র বাবু ছিলেন, তিনি মদের সঙ্গে প্রায় চাট খান না, তবে সুপাচক-দিগের হোটেলের খানা পেলে ছাড়েন না ; ফুলরী বেগুনী ও মটর-সিদ্ধ দেখে কহিলেন, "মহাশয়! এ ওলাউটোর বাজরা বসালেন কেন ?" আমাদিগের গুণচন্দ্র বাবু তাহাতে ভারী লজ্জিত হয়ে এক টাকার ঘৃতপক্ক কচুরী নিম্‌কী প্রভৃতি আন্‌তে বোল্‌লেন। যশচন্দ্র

বাবু কহিল, "মহাশয়! আপনি এত ব্যস্ত হোচ্ছেন কেন? আমরা মদের সঙ্গে চাট খাইনে, আর আপনি যে সকল জিনিস আন্‌তে দিচ্চেন, তাহা মদের চাট নহে, কচুরী নিমকির বদলে বরঞ্চ চাচাদের দোকান হইতে এক টাকার শিক পোড়া এবং কাবাব আনাও তাহাও উত্তম।"

গুণচন্দ্র বাবু বলিলেন, "মহাশয়! বলেন কি? চাচাদের দোকানের কাবাব শিকপোড়া কি খেতে পারা যায়? সেগুলো যে হিন্দুর অখাদ্য, খেলে জাত থাক্‌বে না, জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা আহার-ব্যবহার করবে না, লোকালয়ে নিন্দা হবে।"

যশচন্দ্র বাবু কহিল, "তবে মদ খেতে শিখ্‌লেন কেন? মদ কি আপনার হিঁদুর খাদ্য? অখাদ্য এবং জাত্যভিমান কোরেই আপনারা গেলেন, ও সকল কি বিচারে মুখ স্থির থাকে, এমত বোধ করেন? কুঁদের মুখে যেমন কাঁটের বাঁক থাকে না, সেইরূপ বিচারের মুখে জাতিবিচার এবং খাদ্য অখাদ্য বলিয়া বিচার থাকে না। বাবু! আপনি কি ভাষা কথায় শোনেন নি যে, আপ রুচি খানা ও পরারুচি পিন্দেনা? অর্থাৎ যাহার যাহা রুচি হবে, সেই তাই পান-ভোজন করুক, আর পরের ইচ্ছামত বেশবিন্যাস করুক। আর জাতির বিষয়ের কথা যদি বলেন, পূর্ব্বে কিছু এরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছিল না, দেখুন, দুষ্মন্ত রাজা কণ্বমুনির মেয়ে শকুন্তলাকে বিয়ে কোরে আন্‌লে; রাবণ রাক্ষস হইয়া ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ কোল্লেন, এরূপ বিস্তর আছে। মহাশয়! জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতা পরমেশ্বর যৎকালীন মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, নবশাখ, হাড়ি, ডোম ও চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির সৃষ্টি করেননি, পশু পক্ষী কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী হইতে বুদ্ধিবলে এবং জ্ঞানবলে শ্রেষ্ঠ করিয়া মনুষ্যমাত্রেরই সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে বেণনামে একজন মহাবল পরাক্রান্ত এই মহীতলে মহীপাল হইয়াছিলেন, তিনিই মানবদিগের বৃত্তি বিভব এবং আচার-ব্যবহার ও কার্য্যাদি দর্শন করিয়া এই ভিন্ন ভিন্ন নিন্দনীয় জাতি

স্থাপন করে গেছেন। পরে বৈদ্যবংশে বল্লালসেন রাজা হইয়া জাতির উপরে আবার কৌলীন্যকাণ্ড কোরে যেন গোদের উপর বিষফোড়া কোরেছেন। বিবেচনা কোরে দেখ্‌লে কৌলীন্যকাণ্ড ও জাত্যভিমানের কারণ কি অল্প অনিষ্ট সাধন হোচ্চে ? এক কৌলীন্যকাণ্ডের জন্য যোগ্য পাত্রের বিবেচনা নাই, কখন বা বিদ্যাশূন্য পশুবৎ ত্রিশ বৎসরের কিম্ভূত কদাকার ষণ্ডামার্ক পুরুষকে কিংবা অশীতিবর্ষবয়স্ক গলিতমাংস দন্তহীন পালিতচিকুর বৃদ্ধকে, অল্পবয়স্কা পরমা সুন্দরী অবলা বালিকাকে উদ্বাহতত্ত্বে সম্প্রদান করা হোচ্চে ; কখন বা কুলরক্ষার কারণ, চল্লিশবর্ষবয়স্কা অবলার সহিত একটী নয়বৎসরবয়স্ক বালকের পরিণয় সম্পাদন হোচ্ছে। বাবু! কৌলীন্যকাণ্ড কি দেশের অল্প দেষাকর হয়েচে ? এ প্রথাটী চিরকাল প্রচলিত থাকৃলে আর স্ত্রীলোকদিগের সুখ-সৌভাগ্যের ভরসা থাকে না। আর জাত্যভিমানের কারণ কত কত কৃতবিদ্য মানবেরা বিদ্যবান্ হইয়া তদুপযুক্ত মানী হইতে পারিলেন না। রাজ্যপ্রতিপালিনী অশেষগুণধারিণী শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর এদেশীয় মানবদিগের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ আছে, তিনি হাইকোর্টের বিচারকের পদ-পর্য্যন্ত বাঙ্গালীকে প্রদান করিয়াছেন। কৃতবিদ্য মানবেরা মধ্যে মধ্যে বিলাত গিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করে কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া বিদ্যার পরীক্ষা দিলে তিনি আরও উচ্চপদ এবং সম্মান বাঙ্গালীদিগকে প্রদান করিতে পারেন এবং যে কয়েকটী দেশাচারের দোষে আমরা সর্ব্বদাই মনস্তাপ পাচ্চি এবং যে কয়েকটী নিয়ম আমাদিগের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে, তাঁহাকে সে সকল বিষয় জানাইলে তিনি অচিরাৎ তাহারও প্রতীকার করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হবার ত যো নাই, বাপ রে বিলেত যাবে কে ? বিলাত গেলে জাত যাবে, জ্ঞাতিকুটুম্বেরা একঘরে কর্‌বে; আহার-ব্যাভার লোক-লৌকিকতা বন্ধ হবে, বাঙ্গালীরা এই ভয়েই মলেন।

এদিকে কত কত বাবুরা যবনী-গমন কোচ্চেন, হোটেলে ঢুকে খানা খাচ্চেন, শূয়রের মাংস খানা কাঁটা দে ধোরে দাঁতে ধোরে

টানাটানি কোচ্চেন, মাংসখানা যেন ইণ্ডিয়ান রবারের মত বেড়ে যাচ্চে। ভোজনান্তে হোটেলের ভিতর হইতে রুমালে হাত মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বেরিয়ে আস্‌চেন, মুখে ভল ভল কোরে মদের গন্ধ বেরুচ্চে, অথচ জ্ঞাতি কুটুম্বের হুঁকো ধরে তামাক টান্‌চেন, হয় ত এমনি একটা ঢেকুর তুল্‌লেন, পিঁয়াজ রশুন দিয়া তরকারী সাঁতলাবার মতন গন্ধে মাত করে দিলেন। এদিকে পৌরুষ প্রকাশ করা হোচ্ছে, 'অমুক বিবিজানের বাড়ীতে গিয়েছিলুম, অমুক হোটেল থেকে খানা খেয়ে এলুম, মুরগীর ঠ্যাংটা চুষ্‌তে ভারী মজা, হ্যাম র'াধ্‌তে পাল্লে খুব ভাল লাগে।' এতে জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের নিকটে জাতি যায় না, এবং একঘরেও হতে হয় না, কেবল বিলাত গেলেই সব গেল। ড্যাম ন্যাস্‌টী বেঙ্গলী কাষ্ট সব নষ্ট কোল্লে।"

পণ্ডিত মহাশয় এক পাশে বোসে ছিলেন, যশচন্দ্র বাবুর কথা শুনে আর চুপ মেরে থাক্‌তে পাল্লেন না, চোক কাণ বুজে বোলে ফেল্‌লেন, "ও গো বাবু! তোমরা যে সকল এক একটী অবতার হোয়েচ, তোমাদিগের অভিলাষ সত্বরেই সফল হবে, এবং আমাদিগের ও পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের বাক্যরক্ষা হইবে। ভবিষ্যৎ পুরাণের মধ্যে আছে যে, পূর্ণ কলিযুগে জাতির এবং ধর্ম্মের বিচার থাকিবে না। অন্য শাস্ত্রেও এমত আছে।

'সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তে চ কলৌ যুগে।'

অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তা না করিয়া সকলেই ব্রহ্ম ব্রহ্ম বোলে কলিযুগে গোল করিবে, একপাদ ধর্ম্মও তিরোহিত হইয়া সকলে একধর্ম্মী এবং একজাতি হইয়া পরস্পরে অন্নভোক্তা হইবে এবং ইচ্ছামত পাত্রে ভগ্নী ও কন্যাদিগকে পরিণয়তত্বে সম্প্রদান করিবে। আর বড় বিলম্ব নাই গো! ও দিকে প্রায় হয়ে এসেচে, সর্ব্বে ব্রহ্ম বিদষ্যন্তি ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যটী ফোলে উঠেছে, পুস্তক কিংবা অন্য কোন বিষয় লিখিতে অনেকেই শ্রীশ্রীদুর্গা প্রভৃতি অন্য কোন দেবদেবীর নাম আর লেখেন না, হয় ত জগদীশ্বরায় নমঃ, নয় ত ওঁ তৎসৎ কোরে

গরে গেলেন। আট নয় বৎসরের ছোঁড়ারা তাই দেখে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা পেয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েচে। তাহারা অহং ব্রহ্ম বেলেই মাথার চুল বাঁকায়ে সর্ব্বদা ফিটফাটে বেড়ায় এবং অন্ন ব্রহ্ম বোলে দুপয়সার কাঁকড়া দুপয়সার হাঁসের ডিম ও ভাত রেন্ধে পাঁচ জেতে একসঙ্গে বোসে অন্নাহার করেন; একমেবাদ্বিতীয়ং শুনে আর দেবদেবী মানেন না, ঘাটের শিব উল্‌টে ফেলে দেন। বাবু! এই সকল ছেলেরা একটু মাথাঝাড়া দিয়ে উঠ্‌লে পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌বে, বাসুকির কাল-ঘাম ছুটবে, যে দুটো একটা সেকেলে বুড়ো আছে, তাদের পেছুনে হাততালি দে পাগল কোরে দেবে, দেখে শুনে হিন্দুধর্ম্ম মাথা গুঁজে পালাবেন। তোমরা আর কিছু দিন শত্রুর মুখে ছাই দে বেঁচে থাক্‌লে দেখ্‌তে পাবে, এবং তোমাদিগের সহোদরা এবং দুহিতাদের শ্বেতকান্তি ধনাঢ্য কিংবা নবাব সুবো দেখে বিবাহ দিতে পার্‌বে, তখন বিলাতগমনে আর কোন বাধা থাক্‌বে না।"

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে যশচন্দ্র বাবু রাগে ফুলে উঠ্‌লেন, গুণচন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "হিয়ার ইউ মাই ডিয়ার, হি জোক্‌স মি।" বাবু বলিলেন, 'হুষ্ট আই উইল পনিশ হিম" এমত বলিয়া পণ্ডিত-মহাশয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ভট্‌চায! তুমি ভারী বিচার কোরেচো, তোমাকে আমরা যে কি পুরস্কার দিব, তা ভেবে পাচ্ছি না।"

পণ্ডিত মহাশয় কোরকাপ বুঝেন না, তিনি যথার্থই মনে কোরে-ছিলেন যে, গুণচন্দ্র বাবু তাঁর প্রশংসা কচ্চেন। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, "আর বাবু, চুপ মেরে থাকতে পাল্লেম না, যশচন্দ্র বাবু যা ইচ্ছে তাই বোল্‌তে লাগ্‌লেন, তাই দু এক কথা বলা গেল।"

গুণচন্দ্র বাবু কহিল, "অবশ্য দুই এক কথা বোল্‌বেই তো, তোমার বল্‌বার যোগ্য মানুষ কি না, তাই বোলে নিলে আর কি? কিন্তু তোমার মতন দশ পনের জন পণ্ডিত যশচন্দ্র বাবুর বাড়ীতে রাঁধুনী বামুন আছে।"

পণ্ডিত মহশয় কহিল, "মহাশয় রাগ কল্লেন না কি? আমি

কটী অযথার্থ বলিনে, উচিত কথা শুনে আপনাদিগের রাগ করা অত্যন্ত অনুচিত। দেখুন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি কত কত লোক ছিল, তাঁরা উচিত কথা শোন্‌বার জন্য কত গালাগালি খেয়েছেন এবং মজার কথা শুনে কত পুরস্কার প্রদান কোরেছেন, এখনকার লোকেরা আমোদ আহ্লাদ জানে না, কথার একটু এদিক ওদিক্ হোলে অম্‌নি চাবুক ধোরে বসেন।"

নববাবু কহিল, "কই, আমরা ত রাগ করিনে? তুমি উচিত কথা বোলেচো, আমরা তোমার কথা শুনে ভারী সন্তুষ্ট হয়েচি, এক্ষণে কি পুরস্কার দিব, তাই ভাব্‌চি।"

বোসজা কহিল, "মহাশয়! পণ্ডিত মহাশয়কে পুরস্কারের মতন পুরস্কার দিবেন, লোকালয়ে যেন আপনার খুব যশ হয়, অথচ পণ্ডিত মহাশয় খুব খুসী হন।"

গুণচন্দ্রবাবু আলমারী খুলে একখানি কাঁচি বাহির কোল্লেন এবং পণ্ডিত মহাশয়ের পিছনে গিয়ে টিকিটী কেটে নিলেন। পণ্ডিত মহাশয় অবাক্ হয়ে বাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

বোসজা কহিল, "ভট্টচায! রাগ কোরো না, বাবু তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়েচেন,সামান্য অর্থ প্রদান অপেক্ষা ইহা শতগুণে শ্রেষ্ঠ হয়েচে। দেখ, অর্থ চিরকাল কারো থাকে না। মানবদেহ ধারণ কোরে সহবৎ পেয়ে মনুষ্য নামের যোগ্য হবার চেয়ে আর কিছুই নাই। মানবসমাজে সহবৎ পেয়ে মানুষের মতন বেশভূষা কোরে বেড়ালেই ভাল দেখায়, নতুবা অসভ্য চেলে হাত পা নেড়ে বেড়াল সঙের মতন ঢং দেখায়। মাথার মাঝখানে গাছকতক চুল রাখ্‌লে কি ফল আছে? ওতে দেখ্‌তে কিছু ভাল দেখায় না, বরঞ্চ অনেকেই ঠাট্টা কোরে কত কথা কয়। দেখ, কেহ বোল্‌চে 'চৈতন ফক্কা' কেহ বোল্‌চে 'টিক্কিদাস' কেহ বোল্‌চে 'চৈতন-দাস' কেহ বোল্‌চে 'মাথার উপর রেফ' কেহ বোল্‌চে 'আর্কফলা' একটা ভাল কথা কেহই বলে না, অতএব এ কালে তোমার এমন টিকীতে কি ফল আছে? দেখ্‌তে যাতে ভাল দেখায় এবং শরীর

ভাল থাকে, সেই রকম কোরে চুল কাটাই কর্ত্তব্য। সামনে বড় চুল রাখ্‌লে দেখ্‌তে ভাল দেখাবে, যে দিকে ফিরাবে, সেই দিকে ফিরবে। ঘাড়ের চুল কম কোরে কাট্‌লেই মাথা হাল্‌কি থাক্‌বে এবং আরাম বোধ হবে, এ কারণ ঘাড়ের চুল ছোট কোরে এবং সামনের চুল বড় রেখে চুল কাটাই কর্ত্তব্য; পাঁচ জন ভদ্রলোকের কাছে মাথা নিয়ে বোস্‌লে কেহ তখন একটী ঠাট্টার কথা কবে না। সর্ব্বদা জুতো পায়ে দিও, এমন এক পা কাদা নিয়ে ভদ্রলোকের ফ্রেশ বিছানার উপর যাওয়া ভারী অসভ্যের কাজ, আর দশজন ভদ্রলোক যখন কোন বাবুর নিকটে বোসে থাকে, তাদের মাঝ-খান দিয়ে একটা ফুল হাতে কেরে গুম গুম্ কোরে যাওয়াও উচিত হয় না। ঘৃত দুগ্ধ ও মাংসাদি না খাইয়া তেল না মাখ্‌লে গায়ে খড়ী ওড়ে এবং এক রকম চিম্‌সে গন্ধ হয়। আহারান্তে পান না খেলে মুখের দুর্গন্ধে নাড়ী উঠে এসে। পণ্ডিত মহাশয়! আজ তোমার টিকি কেটে যেমত সহবৎ শিখান গেল, তুমি যদি মানুষ হও, তবে আজ পর্য্যন্ত মানুষ হয়ে গেলে।”

পণ্ডিত মহাশয় কহিল, “কীর্ত্তিচন্দ্র বাবু বিস্তর কীর্ত্তি কোরে গিয়েচেন, তাঁর ছেলে গুণচন্দ্র বাবুর বুঝি এই সকল কীর্ত্তি করা হচ্চে? টিকি কাটা ত নয়, এটী উচ্ছন্ন যাবার পথ কচ্চেন।

বোসজা কহিল, “পণ্ডিত মহাশয়! রাগ কল্লে কেন? এই তুমি বোল্‌চো যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি কত কত লোক ছিল, তাঁহারা উচিত কথা শোন্‌বার জন্য কত গালাগালি খেয়েচেন এবং মজার কথা শুনে কত পুরস্কার দিয়েচেন, এখনকার লোকেরা কি আমোদ আহ্লাদ জানে? বাবু তোমার ভালর জন্য টিকিটী কেটেচেন, তোমার যদি ভাল বিবেচনা না হয়, তবে আমোদ কোরে কেটেচেন, তুমি এখন গালাগালি দিচ্ছ কেন? সে কালের লোকেরা কত গালাগালি খেয়ে কত টাকা নষ্ট কোরে আমোদ কোরে গেচেন, তুমি কি টিকিটী দিয়ে আমোদ কোত্তে পার না? আচ্ছা, এ বিষয়ে আরো উপায় আছে, সে কালের লোকেরা যেমত গালাগালি খেয়ে

আমোদ আহ্লাদ কোত্তেন, না হয় আমাদিগের বাবু তোমার টিকিটী কেটে গালাগালি খেয়ে আমোদ কোল্লেন।"

পণ্ডিত মহাশয় কহিল, "এই রকম দিন কতক আমোদ কল্লেই খুব যশের ধ্বজা উড়্‌বে এবং লোকালয়ে ভারী মানী হবেন।"

গুণচন্দ্র বাবু যশচন্দ্র বাবুকে কহিল, "মহাশয়! পণ্ডিত মহাশয়ের এ টিকিটী ফেলা হবে না, এই রকম কতগুলো পণ্ডিতের টিকি কাট্‌তে পারা যায়, দেখা যাক্।"

যশচন্দ্র বাবু কহিল, "মহাশয়! তবে নম্বরারি কোরে রাখুন।" বাবু একটু কাগজ এনে পণ্ডিত মহাশয়ের নাম এবং যে তারিখে টিকিটী কাটা গেল, সেই তারিখ ও নম্বর লিখে গেলাশ-কেশের মধ্যে তুলে রাখ্‌লেন।

যশচন্দ্র বাবু, বোসজাকে কহিল, "তবে কাবাব এবং শিক-পোড়াই আন, পণ্ডিত মহাশয় ভবিষ্যৎ পুরাণের নতি খুলে দেখে-চেন যে, অল্প দিবসের মধ্যে সকল এক হবে। আর অল্প দিবসই অপেক্ষা কর্‌বার কি প্রয়োজন আছে? পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে আজই এক সঙ্গে খাওয়া যাক।"

পূর্ব্বাবধিই বোলে আস্‌ছি যে, সভ্য বাবুরা কেহই কম নন, একটী একটী রত্ন বলিলেই হয়, তাহারা যে কার্য্য করিতে না পারে, এমত কার্য্যই নাই। বিশেষতঃ বোসজা একটী ধনুর্দ্ধর, বোসজার যথার্থ নাম "চিত্রধ্বজ" একটু পাগলাটে বোলে সকলেই ক্ষেপা বলে; এ দিকে কার্য্যাদিতে ভারী তৎপর বোলে অনেকে ব্যস্ত বাগীশও বোলে ডাকে।

বোসজা কাবাব এবং শিকপোড়া আন্‌বার কথা শুনে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন, বোসজার সঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় উঠ্‌লেন। যশচন্দ্র বাবু কহিল, "ভট্‌চায যেউটচং" পণ্ডিত মহাশয় কহিল, "রাত্রি অধিক হয়েছে, এখন আহারাদি হয়নি, অদ্য আসি মহাশয়!" যশচন্দ্র বাবু কহিল, "না না, তোমার এখন যাওয়া হবে না, আহারাদি আজ এইখানেই হবে, বাসাতে যাবার আর কোন প্রয়োজন করে না।

পণ্ডিত মহাশয় কহিল, "আপনারা আমোদ আহ্লাদ করুন, তাতেই আমার আমোদ আহ্লাদ হবে।"

যশচন্দ্র বাবু কহিল, "বেশ, এমন নির্ব্বোধের মতন কথা কও কেন? আমরা খেলে তোমার কি পেট ভোর্‌বে? না তুমি খেলে আমাদিগের পেট ভোর্‌বে? ভট্‌চায! ও সকল বাজে কথা রেখে দাও, এখন যেমন বোসেছিলে, তেমনি বোসো, বোসজা আসুক, এক ঢোক মদ ও দুএক খানা মাংস খেয়ে হাড় শুদ্ধ কোরে যেও।"

পণ্ডিত মহাশয় গুণচন্দ্র বাবুর দিকে চেয়ে বলিলেন, "মহাশয়! অদ্য আসি।"

বাবু কহিল, "সে কি ভট্‌চায! তুমি কোথায় যাবে, তোমার জন্যেই আজ এ সকল প্রস্তুত করা হোচ্ছে, তুমি চোলে গেলে এ আমোদ আর কার সঙ্গে কোর্‌বো?" সরকার বাবু কহিল, "ওহে বাপু পণ্ডিতের পো, কি বোল্‌চো? আজ আর কি তোমার নিস্তার আছে? তুমি মোলেও আগে তোমার মুখে মদ ঢেলে দিয়ে তার পর তোমার ছেলেকে এনে মুখে আগুন দেওয়া যাবে।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "পশু জন্মটা ঘুচাও বাবা! চিরকালটাই কি নস্যের ডিপে বোয়ে মোর্‌বে?" বোস্‌জা কহিল, "দেখ্‌বেন মহাশয়! যেন পালায় না। আমি যাবো আর কাবাব ও শিকপোড়া আন্‌বো।" এমত বলিয়া বোসজা প্রস্থান করিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় পাকাপাকি গোচ দেখে ভারী ভয় পেলেন, এবং বিপদ বুঝে মধুসূদন নাম জপ আরম্ভ কোল্লেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিল, "কি ভট্‌চায! নিদান কাল না কি? অন্তর্জ্জলি কি করা যাবে?" বাবু বলিলেন, "এখন দেরী আছে, আগে দুএক ঢোক কারণবারি দেওয়া যাক্‌।"

আর আর বাবুরা বাবুর কথা শুনে খল খল্ কোরে হেসে উঠ্‌লেন।

বেস্‌জা কাবাব এবং শিকপোড়া নিয়ে এলেন। চক্রবর্ত্তী মোশায় গেলাসে মদ ঢেলে অম্‌নি পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মুখে ধোল্লেন। বাবু

একটা শিকপোড়া নিয়ে প্রস্তুত হোলেন। বোস্‌জা একটা বাঁয়া চাপড়াতে চাপড়াতে মুখে বোল ঝাড়্‌চেন "বাজে তিল্‌লাক্‌সো তিল্‌লাক্‌সো তিল্‌লাক্‌সো ধাঁ।"

সর্‌কার বাবু "কি মজার রাত আজকে পণ্ডিতের জাত খা" বোলে নৃত্য যুড়ে দিলেন। আর আর সভ্য বাবুরা সকলেই পণ্ডিত মহাশয়কে নিয়ে রগড় কোচ্চেন।

পণ্ডিত মোশায় রকমারি না চোল্‌তে চোল্‌তেই মাতলামোর রগড় দেখে অবাক্ হয়ে গেচেন, ভয়ে মুখ শুকিয়ে যাচ্চে আর এক গা ঘেমে যেন নাই বোল্লেই হোলো, এমনি হয়ে গেচেন। বোস্‌জা কহিল, "আরে মর, মুরুদের মতন হলো যে।" বাবু কহিলেন, "ও সব ভিট্‌ক্লিমি, আমি অমন ঢের টিকীদাসের স্বভাব জানি এবং শুনেচি, কত কত টিকীদাসের রাখিত মেয়েমানুষ আছে, এদিকে কারো হুঁকোতে তামাক খান না, নস্য নিয়ে গগ্‌গা গগ্‌গা করেন, ওদিকে রাঁড়ের বাড়ীর ছত্রিশ জেতের হুঁকোতে মুখ জুব্‌ড়ে তামাক টানেন। কেহ কেহ গেলাস ধোরে তন্ত্রের মতে দুচার বচন ঝাড়েন, সকাল হোলে আর যেন তাঁহারা নন, প্রাতঃস্নান কোরে গায়ে খানিকটে মাটী মেখে ভিজে কাপড়খানি বেশ ছোট কোরে গাম্‌ছাতে জড়িয়ে কোশার উপর নিয়ে কেহ কেহ বা মহিম্ন-স্তব, কেহ কেহ বা নবগ্রহের স্তোত্র, কেহ কেহ বা কবচ পড়িতে পড়িতে বড়মানুষদের বাড়ীতে বাড়ীতে বেড়াচ্চেন। যিনি মদের খোঁয়ারিতে সকাল বেলা উঠ্‌তে পারেন না, কিংবা গাঁজা-গুলীর নেশাতে জলকে বাঘ বিবেচনা করে, তিনি বেলা আটটার সময়ে উঠে, রাঁড়ের বাড়ীর দাওয়ার খানিক মাটী মেখে ঢং কোরে বেরু-লেন। এই রকম পণ্ডিতদিগের ব্যভারে যথার্থ ধার্ম্মিক পণ্ডিতদিগের প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মাচ্চে। এবার আমি এই প্রতিজ্ঞা কল্লুম যে, ভণ্ডজ্ঞানী ভট্‌চার্জ্জী আমার নিকটে এলেই টিকী কেটে রাখ্‌বো, আর যবনদিগের হুঁকোয় তামাক খেতে দিব।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন, "মহাশয় যে সকল বোলে গেলেন,

ইহার কিছুই অযথার্থ নহে, এ কালটার দোষেই সব যেত্তে বোসছে।"

বোস্‌জা কহিল, "ও সকল কথা এখন রেখে দাও, পণ্ডিত মোশায়কে এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেতে বল, আমরা আর চুপ মেরে থাকৃতে পারিনে। সামনে মদ রেখে এমন কি দৃষ্টি আগুন পোয়াতে পারা যায়?"

নববাবু বলিল, "ভট্‌চায! গেলাস ধর, আর মিছে গোল কোচ্ছো কেন? টিকীটী ত গিয়েছে, এখন তার সঙ্গে সঙ্গে জাতটীর শেষ কোরে আমাদের ধর্ম্মে এলে হয় না?" সরকার বাবু কহিল, "মহাশয় একান্ত যদ্যপি খাওয়াইতে ইচ্ছা হয়, তবে চিৎ কোরে ফেলে মুখে মদ ঢেলে দিন।" বোসজা তাতেই প্রস্তুত হোলেন। পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন, জাতি যায়, ধর্ম্ম যায়, আর রক্ষা নাই। নূতন বাবুকে কহিলেন, "মহাশয়! আপনারা আমার মা বাপ, এ গরীব ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুন।" নূতন বাবু কহিল, "এই আমাদিগের ভগ্নী ও কন্যাদিকে ইংরাজদিগের ও নবাবস্থবোর সঙ্গে বিয়ে দিতে বোল্লে, আবার আমাদের যে মা বাপ বোল্‌চো, তা হোলে তোমারও যে ভগ্নী কন্যাদিকে ইংরাজদিগের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।" বোসজা কহিল, "মহাশয়! তা না হয় বিয়ে দিবে, ভট্‌চায আমাদের যে মা বাপ বোলচে, এখানে ওর মা কে হবে?"

সরকার বাবু কহিল, "দূর হোক্‌ গে! তোমরা ভারী গোল কোত্তে লাগলে, রাত্রি ঢের হয়েচে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির বুকে চোড়ে মুখে মদ ঢেলে দিয়ে মুখ চেপে ধরুক।" বোসজা তাতেও অমনি প্রস্তুত হোলেন। পণ্ডিত মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন, চোক দিয়ে ঝর্ ঝর্ কোরে জল পোড়তে লাগ্‌লো। যশচন্দ্র বাবুর শরীরে একটু দয়ার সঞ্চার হলো, "পুয়র ব্রামিণ লেট হিম গো" বোলে তিনি ছেড়ে দিতে বল্লেন, দরজা খুলে দেওয়া হলো। পণ্ডিত মহাশয় "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং" অর্থাৎ ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন, এমত ভাবতে ভাবতে এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে, ও বাবুদিগকে

উচ্ছন্ন যাবার অভিসম্পাত কোত্তে কোত্তে প্রস্থান কোল্লেন।

এখানে সমার্জ্জঘরে সে দিন ভারী ধূম লেগে গেল, শিক-পোড়া এবং কাবাবের কাড়াকাড়ি দেখে কে?

যশচন্দ্র বাবু, গুণচন্দ্র বাবু, বোসজা ও সরকার বাবুর আনন্দের সীমা নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় দু একবার শিকপোড়া কামড়াচ্চেন, বামুনের ছেলে কখন ও কাজ হয়নি বোলে গাটা ঘিন্‌ঘিন্ কচ্ছে, খাব নাও বল্‌তে না; পাছে বাবু কিছু মনে করেন, কিন্তু ওদিকে গলা দিয়ে উল্‌চে না; এক একবার অন্যমনস্ক হইয়া মনে মনে কচ্চেন যে, "পিতা আমার মৎস্য খেতেন না, কিন্তু আমি তাঁর এমনি কুপুত্র জন্মেচি যে, আমার আর কিছুই বাকি রহিল না, বড়মানুষ-দিগের সঙ্গে মেশাই নয়, প্রথমতঃ লোকে মোসাহেব বলে, দ্বিতীয়তঃ এমত কাজটী কত্তে হয় না যে, সে কাজই নহে। আগেকার বাবুরা এমন কাবাব শিকপোড়া ও খানাটানাগুলো খেতেন না, এখনকার বাবুদিগের এই ছাই ভস্ম নিয়েই আমোদ আহ্লাদ হয়েচে।"

যশচন্দ্র বাবু চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অন্যমনস্ক দেখিয়া কহিলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! ভাব্‌চো কি? কোথাও কি কেহ ভালবাসা আছে নাকি?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিল, "মহাশয়! সে সব কিছু ভাবিনে, এখন শেষটা ভাব্‌চি, আমরা বাকি তো কিছু রাখলেম না, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদিগের জাত যায়নি, দিব্য লোকালয়ে পোড়ার মুখ নেড়ে বেড়াচ্চি, কিন্তু শেষটাতেই মুস্কিল হবে গো! আহা! এমন উত্তম মানবদেহ ধোরে কি কল্লুম, দেহধারণটা মিছে হয়েছে, বিশ্বসার তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলের মধ্যে আছে;—

'মনুষ্য সদৃশং জন্ম কুত্রাপি নৈব বিদ্যতে।
দেবতা পিতরঃ সর্ব্বে বাঞ্ছন্তি জন্ম মানুষম্॥
দুর্লভো মানুষো দেহঃ সর্ব্বদেহেষু সর্ব্বদা।
তস্মাচ্চ মানুষং জন্ম এতদুক্তং সুদুর্লভম্॥

তত্রাপি সংশয়চ্ছেত্তা বিশেষেণ তু পার্ব্বতি।
মন্ত্রতন্ত্ররতঃ পুংসা সোপি চেদতিদুর্ল্লভঃ।
তত্রাগমবিদঃ শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বদেবেষু পূজিতাঃ।
তত্রাপি সাধক শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্ব তন্ত্রেষু চোদিতঃ।'

অর্থাৎ মানবজন্মের তুল্য আর জন্ম নাই অমর ও পিতৃলোক প্রভৃতিরা মানবজন্মের বাঞ্ছা করেন, সকল দেহ অপেক্ষা সকল সময়ে মানবদেহই দুর্ল্লভ, এ জন্যই মনুষ্যজন্মই সুদুর্ল্লভ উক্ত হয়েচে। হে পার্ব্বতি! তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি সংশয়নাশক, সে ব্যক্তি বিশেষ হন, যে ব্যক্তি মন্ত্রতন্ত্ররত, তিনি দুর্ল্লভ; যাহারা আগমবেত্তা, তাহারাই শ্রেষ্ঠ, এবং সকল দেহের মধ্যে পূজনীয়; যিনি সাধক, তিনি শ্রেষ্ঠ, ইহা সকল তন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। আর রুদ্রযামলের উত্তর খণ্ডের দ্বিতীয় পটলে আছে;—

'মানুষ্যং সফলং জন্ম সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোচরম্।
চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাম্।
ন মানুষ্যং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে।'

বাবু! তন্ত্রের লেখা অতি সরল, বোধ করি, বুঝতে পেরেচো, তথাপি আমি ভেঙ্গে বোল্‌চি, অর্থাৎ চতুরশীতি লক্ষ শরীরের মধ্যে মনুষ্যজন্ম সফল, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই উক্ত আছে, তত্ত্বজ্ঞান মনুষ্য ব্যতীত কেহই উপার্জ্জন করিতে শক্ত নহে, আর ভগবদ্গীতার মধ্যে আছে;—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্মং পুরুষোহশ্নুতে।
নচ সংন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

বাবু! মনুষ্যেরা জ্ঞানলাভ করিতে পারেন বলিয়াই মানবদেহকে সকল শাস্ত্রাদিতে সফল বলিয়াছেন। মানবদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লভ্য না করে, তাহার সে মানবদেহই নয়, আহার নিদ্রা ভয় এবং মৈথুন ইহা নিয়ে সকল প্রাণীই আছে, মানবদেহ ধারণ করিয়া যদ্যপি এই চারি বিষয়ের পরতন্ত্রতায় অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে না পারে, তবে তাহার সহিত পশ্বাদির

কোন প্রভেদ নাই, বরঞ্চ আহারাদি ও কার্য্যাদির দোষে শেষটারই মন্দ হয়।

বাবু! আমাদিগের সহিত পশ্বাদির কি প্রভেদ আছে? তত্ত্বজ্ঞান যে কি, তা জান্‌লেম না, খাদ্যাদির কোন বিচার কল্লেম না, ভাবী ভাবনা ভাবলেম না, কিন্তু শেষটাতেই মুস্কিল হবে।"

সরকার বাবু যশচন্দ্র বাবুর দিকে চেয়ে কহিল, "মহাশয়! সুরার একটী আশ্চর্য্য কেমন শক্তি দেখুন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় জ্ঞানী মনুষ্য, সুরাপান কোরে অমনি জ্ঞানের কথা এনে ফেলেচেন।"

যশচন্দ্র বাবু কহিল, "হি ইজ এ ওয়াইজ ম্যান" সরকার বাবু কহিল, "ইএস, হি ইজ এ ভেরি লারনেড ম্যান।"

যশচন্দ্র বাবু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দিকে চেয়ে বোল্‌লেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়, অত ভাবচেন কেন, দিনকতক আমোদ আহ্লাদ কোরে লওয়া যাক্, এখন যেমন ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা যাচ্চে, এর পর তাঁর নাম কোরে সকলকে কলা দেখিয়ে চোলে যাওয়া যাবে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিল, "বাবু! আজকাল এটা কি বাঁধী বোল হয়েছে না কি? অনেকেই এই কথা বলে, কলম ধোরেও কেহ বোলেচেন যে, 'ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন নিবন্ধন বিপদে পড়ে তাঁর নাম ধরেই পাঠকদের ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দেখাতে দেখাতে তরে যাব।' বাবু, তিনি আবার তোমার চেয়ে এক কাটী সরেস, তিনি ভেংচুতে ভেংচুতে পাঠকদিগকে কলা দেখাবেন, রাবণও মনে মনে কোরেছিল যে, লবণসমুদ্রের জল ছিঁচে ফেলে ক্ষীরোদ-সমুদ্র কোর্‌বে, পৃথিবী পর্য্যন্ত স্বর্গের সিঁড়ি কোরে দিবে, এবং নরককুণ্ডটা বুজিয়ে ফেল্‌বে, কিন্তু তার মনের কথা মনে থাক্‌তে থাক্‌তেই মহা শয়ন কোল্লেন। বাবু, তোমাদিগেরও যদি সেইরূপ মনের কথা মনে থেকে যায়, তা হোলে কলা দেখাবে, না কলা আর কিছু কোর্‌বে?"

যশচন্দ্র বাবু খল খল করিয়া হেসে উঠে "বোল্‌লেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়! খুব এক হাত আড়ে নিলে, তুমি বিদ্বান্ লোক, তোমার

সঙ্গে আমরা কি কথা কইতে পারি? আমাদিগের এ কেবল পাগলামী করা।"

গুণচন্দ্র বাবু যশচন্দ্র বাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলিলেন, "মহাশয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এখন ওপেন হার্ট হয়েচে, উনি যে কয়েকটী কথা আগে বোলেচেন, খুব জ্ঞানের বটে, এক্ষণে অন্য কোন গোল না কোরে দুটো চারটে ভাল কথা শোনা যাক্।" যশচন্দ্র বাবু কহিল, "আমারও তাই ইচ্ছা, যেহেতু, আমরা বাঙ্গালা কিছুই জানি না, এ বিষয় জানা খুব ভাল।"

গুণচন্দ্র বাবু চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বলিলেন, "মহাশয়! লোকে যে পঞ্চভূত আত্মা বলে, সে পাঁচটা কেমনতর ভূত, মানুষ মোরে দোষ পেয়ে, ভূত হয়, সেই ভূত, না আরকোন রকম?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হেসে উঠে বলিলেন, "বাবু! তা নয়, এ বিষয় ভগবতীগীতার মধ্যে আছে।

'ক্ষিতির্জ্জলং তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
এতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ॥'

পৃথিবী, উদক, তেজ, সমীরণ এবং আকাশ, এই পাঁচটী ভূত, এই পাঁচটীতে দেহারব্ধ জন্য পাঞ্চভৌতিক দেহ বলে।"

গুণচন্দ্র বাবু কহিল, "মহাশয় বলেন কি? পৃথিবী, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ এগুলো কি সব ভূত? কৈ, এগুলোকে দেখে তো ভয় হয় না?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিল, "বাবু! কিবা জানো, আর এখন বোধই বা কি হয়েছে, ছোটবেলা যে ভূতের ভয়ে মেয়েরা জয়ঢাকের মতন মাদুলিতে ঔষুধ পূরে গলায় বেঁধে দিত, এ সব সে ভূত নয়। একটু বড় হোতেই যেমন গলার সে মাদুলিগুলো খুলে ফেলে দিতে, সে ভূতের ভয় গিয়েছে, কিন্তু এ সব ভূতের ভয় যাবৎ বাঁচ্‌বে, তাবৎ থাক্‌বে।

বাবু, পৃথিবীর মধ্যে জল শূন্য এবং হিংস্রক পশ্বাদির বাসস্থান যে স্থান, তথায় দৈবাৎ গিয়া পোড়লে একেকালে যেন প্রাণ উড়ে যায়,

নৌকা ডুবলে কিংবা কোনমতে জলে পোড়লে কিংবা চারিদিকে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে মুষলের ধারে বৃষ্টি হোলে কি পর্য্যন্ত শঙ্কাযুক্ত হোতে হয়, প্রবলঝটিকার ভয়ের কথা কি বোল্‌বো, কত লোক প্রাণান্ত পর্য্যন্ত হয়েচে, ঊর্দ্ধ হতে পড়বার সময় কিরূপ আতঙ্ক হয়?"

নববাবু কহিল, "এ সকল কি শরীরে মধ্যে আছে?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "বাবু! ক্ষু, ক, অগ্নি, বায়ু, এবং আকাশ এই পাঁচটী নিয়েই শরীর, মাংস অস্থি ত্বক্ নখ এবং নাড়ী এই পাঁচটী পৃথিবীর গুণ, রেত কফ রক্ত মল ও মূত্র এই পাঁচটী জলের গুণ, ক্ষুধা নিদ্রা হাস্য ভ্রম এবং আলস্য, এই পাঁচটী অগ্নির গুণ, অবলম্বন চালন প্রক্ষেপণ সঙ্কোচ এবং প্রসব এই পাঁচটী বায়ুর গুণ, কাম রাগ স্পৃহা লজ্জা এবং মোহ এই পাঁচটী আকাশের গুণ।"

বোসজা কহিল, "কি আপদ! নেশা করা গেচে, এখন কি এর গুণ ওর গুণ ভাল লাগে, বলদ ত নই বাবা! যে গুণ কাঁদে কোর্‌বো? এখন আপনাদের গুণ থাকে ত দেখাও।"

গুণচন্দ্র বাবু কহিল, "বোসজা! জ্ঞানের কথা হোচ্চে হে, ভাল কোরে শুন।" বোসজা কহিল, "ভারী ত জ্ঞানের কথা হোচ্চে, শুন্‌তে শুন্‌তে আমার জ্ঞান টনটনে হয়েচে, আর অধিক শুনলে যে ফেটে যাবে! চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের খেয়ে দেয়ে আর ত কাজ নাই, তাই গ্যাজগ্যাজ কোরে বোকে মাথা ধরাচ্চেন। যারা বাঙ্গালা বই কি বাঙ্গালা খবরের কাগজ কিংবা এই রকম মিছে গল্প করে, তাদের দেখ্‌লে আমার গাটা যেন জ্বোলে যায়, এ সকলে কোন ফল্ ত নাই, কেবল মিছে সময় নষ্ট করা।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিল, "বোসজা, তুমি কেন গ্যাজ গ্যাজ কোচ্চো? ছুঁচ বলেন চালনী তোমার • কেন ছ্যাঁদা; তোমার যে সেই রকম দেখ্‌চি।" মল্লিক বাবু কহিল, "মহাশয়, ও বাঙ্গালে কায়েতের কথা ছেড়ে দাও, একজন বাঙ্গাল কত বকে, আপনি তা কি জানেন না? অন্য লোককে কথা কইতে দেয় না, আপনিই কেবল বক্‌তে থাকে। বোসজার ঠাকুর দাদা

এদেশে এসে বাস কোরেচে বৈ ত নয়।” দত্তজা কহিল, বাবা, সকলই সমান, বোকৃতে কেউ কম নয়, কিন্তু কেউ আপনার গায়ে হাত দেয় না,এখন চল কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক।” মল্লিক বাবু কহিল, “বেশ বোলেচো বাবা!” মিত্তির বাবু কহিল, “মদটুকু খাওয়া গেচে, চারদণ্ড আমোদ আহ্লাদ করাই ভাল, মিছে মিছি আগ্‌ড়ুম বাগ্‌ড়ুম বোক্‌লে কি হবে?” যশচন্দ্র বাবু সরকার বাবুর দিকে চেয়ে বোল্‌লেন, “কি গো,তোমার মত কি?” সরকার বাবু কহিল, “মহাশয়, চারদণ্ড আমোদ করাই ভাল,লোকে ভাষা কথায় বলে যে,যখন যেমন তখন তেমন।” গুণচন্দ্র বাবু কহিল, “তবে চল আজ তোমার বিবিজানের বাড়ীতে যাওয়া যাক্।”সরকার বাবু কহিল,“আর মহাশয়, বিবিজানের নাম কোর্‌বেন না, বিবিজান কাল রাত্রে মোরেচে; আহা! বিবিজানের জন্য ভারী দুঃখ হয় গো! আমাদিগের বুক যেন ফেটে যাচ্চে, অমন আমোদে লোক আর হবে না। বিবিজানের মুখের জিনিস কেড়ে খাওয়া গেচে, একটী দিনের জন্য একটী কথা বলেনি; বরঞ্চ পুনর্ব্বার খাবার-টাবার আনিয়ে আমাদের ভাল কোরে খাইয়েচে।” চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিল, “বল কি? বিবিজান মোরেচে? বড় দুঃখের বিষয়, এমন মেয়েমানুষটা মোলো হা।” বোসজা কহিল, “সময় হোলো চলে গেলো,আমাদেরও যখন সময় হবে, তখন চোলে যাব, কেউ কি ধোরে রাখ্‌তে পার্‌বে?

মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥

বাবু! সময় হোলে সকলেই যাবে, তা কি শোননি? অনর্থক বিবিজানের কথা নিয়ে আবার কেন গোল কোচ্চেন? এখনকার ব্যবস্থা কি, আর কোথাও কি যাওয়া হবে? না হয় তাও বলুন, দুঃখীর কার্ত্তিকের মতন বাড়ী যাওয়া যাক্।” যশচন্দ্র বাবু কহিল, “বোসজার সব চোটপেটে কথা।” গুণচন্দ্র বাবু কহিল, “বোসজা! তবে আজ চল, তোমার ওখানে যাওয়া যাক্।” বোসজা কহিল,

এই ত প্যাঁচের কথা কইলে, এর চেয়ে তোমরা যে জ্ঞানের কথা বেশ কচ্ছিলে।"

সরকার বাবু "কহিল, মহাশয়! না হয় আর কোথাও চলুন, আমার সঙ্গে অনেকের আলাপ আছে।"

যশচন্দ্র কহিল,"আজ ও বিষয় ষ্টপ কোরে দাও, যেখানে সেখানে হুট হুট কোরে যেতে নাই, তাতে মান থাকে না। কাহারও রাখিতা মেয়েমানুষ থাকে, চার দণ্ড বোসে আমোদ আহ্লাদ কোরে আসা গেল ভাল, নতুবা পবলিক্ জায়গায় আমি যেতে বড় লাইক করিনে, বোল্‌তে কি, আমি মেয়েমানুষের বাড়ী যাওয়াই পছন্দ করিনে, মানুষে জেদ কল্লে এড়াতে পারিনে বোলেই যাই।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যশচন্দ্র বাবুর মন বুঝ্‌বার জন্য কহিলেন, "মহাশয়! একটী যে মেয়েমানুষ বেরিয়ে এসেছে, তা আর কি বোল্‌বো? এমন সুশ্রী চঙের মেয়েমানুষ এ পর্য্যন্ত দেখিনে, রংটুকু ফুটফুটে গৌরবর্ণ নয়, উজ্জ্বলা শ্যামবর্ণ, কিন্তু গড়ন-টরণ ধরণ ধাঁজার কথাই নাই।"

যশচন্দ্র বাবু ভাবী খুসী হয়ে কহিল, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! তোমার কাছে যে নূতন নূতন জুটো একটা রকমসই খবর পাওয়া যায়, আগে আমি তা জান্‌তেম না,যা হোক্ শুনে বড় খুসী হলেম; চল না দেখে আসা যাক্? এখানে বোসে আর মিছে গোল কর্‌বার কি প্রয়োজন আছে?"চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিল,"কেন বাবু! আপনি এই বলিলেন, পবলিক জায়গায় যেতে বড় লাইক করেন না। পুনর্ব্বার বোল্লেন, যে মেয়েমানুষই পছন্দ করেন না, পুনর্ব্বার আবার মেয়েমানুষের কথা শুনে কেন নেচে উঠ্‌চেন, এবং যেচে যেতে কেন ইচ্ছা কচ্চেন? মহাশয় গো! না বুঝে সুঝে ফস্ কোরে যে একটা কথা বোলে ফেলা ভারী অনুচিত, মানুষের মন যে কখন্ কেমন হয়, ইহা কেহই বল্‌তে পারে না, আমরা গল্প শুনেচি যে, গবচন্দ্র ঠাকুর নামে একজন মানুষ ছিল, তিনি রক্তচন্দনের

ফোঁটা কেটে কাণে বিল্বপত্র গুঁজে, শক্তির উপাসক হয়ে মাংসাদি খেয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন, (তখন মদে প্রবৃত্তি জন্মায় নি) এদিকে কৃষ্ণ গয়লার ছেলে, বৃন্দাবনে গরু চরাত, কৃষ্ণের পোড়া কাটের মতন রং, প্রভৃতি যে সকল কথা শুন্‌লে কাণে হাত দিতে হয় কিংবা মস্তকচ্ছেদন করিলেও পাতক দূর হয় না, সর্ব্বদাই এমত কুকথ্য বলিত, সেই গবচন্দ্র ঠাকুর দিনকতক কাশী গয়া ও শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন কোরে বেড়ালেন, কাশীতে বিশ্বেশ্বরকে কয়েকটী ফল প্রদান করিয়া জনমের জন্য তাহা ত্যাগ করিলেন, গয়াতে গদাধরকে দর্শন করিয়া দেহ পবিত্র এবং গয়াসুরের পায়ে পিতা মাতা প্রভৃতির পিণ্ড প্রদান করিয়া পুত্রের কার্য্য কর্‌লেন; শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোপীনাথজীকে দর্শন কোরে ত্রিকণ্ঠী মালা পোরে হরিনামের মালা কোরে, মৎস্য মাংস প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ কল্লেন; এক সন্ধ্যা আতপ চেলের অন্নাহার ও হরিকথা নিয়েই কিছুকাল কালহরণ করিলেন। কিছুদিন পরে আব্যার এমনি মন হলো, কোথায় বা গলার ত্রিকণ্ঠী মালা, কোথায় বা হরিনামের ঝুলী, কোথায় বা আতপ চেলের অন্ন, সে সকল চাল্‌ই যেন ফিরে গেল, যথেচ্ছা আহার-বিহার কোরে পুনর্ব্বার যেন ঘরের পাকা ঘুঁটি কেঁচে বসালেন। বাবুর মনের গতিক কখন্ কেমন হয়, কেহ কি বোল্‌তে পারে? কিন্তু অনেককেই দেখা যায়, মনের সঙ্গে ঐক্য না কোরে মুখে যা এলো একটা এলো কথা বলে ফেলে, শেষে কাজে না মিল্‌লে লোকালয়ে মিথ্যাবাদী হয়ে পড়ে।

বাবু! আপনি আমার কথায় রাগ কোর্‌বেন না, আমি যে কেবল আপনার এ সামান্য কথার জন্যে বোল্‌চি, তা নহে, যাদের কথার ঠিক নাই, তাঁদেরই বোলে গেলুম।" যশচন্দ্র বাবু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথায় ভারী লজ্জিত হোলেন। গুণচন্দ্র বাবু সেটা ঢেকে নেবার জন্য বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আজ ভারী নেশা হয়েচে, যা মুখে আস্‌চে, তাই বোল্‌চেন।" (চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যে কিছু হয়নি এমত নহে, তবে তিনি নিতান্ত মাত্‌লামোর মতন

আগড়ম বাগড়ম বকেন নি) গুণচন্দ্র বাবুর মনের ভাব বুঝে আর কিছু বোল্লেন না।

যশচন্দ্র বাবু খানিকটে চুপ মেরে থেকে গুণচন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি কখনো হোটেলে গিয়েচেন?" নববাবু কহিল, "কয়েকবার বেড়াতে গিয়েচি, কিন্তু আহারাদি করা হয়নি, মনোমধ্যে তখন কেমন একটা ঘৃণা ছিল, হোটেলের খানাটানা-গুলো দেখ্‌লেই গা ঘিন্ ঘিন্ কোত্তো। আজ কাবাব এবং শিক-পোড়া খেতে সে মনটী আর নাই, এখন ইচ্ছে পূর্ব্বক হোটেলের খানা খেতে ইচ্ছা হোচ্চে,কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ও আছে, হোটেলে দশ জনের সাক্ষাতে বোসে ত খেতে পার্‌বো না।"

যশচন্দ্র বাবু কহিল, "সে ভয় আপনার কিছুই নাই, হোটেলের ভিতরে প্রাইভেট ডাইনীং রুম আছে, তাহার ভিতরে বোসে আহারাদি কোল্লে কেউ দেখ্‌তে পায় না, এখনকার নব্য নব্য বাবুর যাঁরা নূতন নূতন খানা খেতে শিখেচেন, তাঁরা সেই ঘরে বোসেই আহারাদি কোরে থাকেন, আর হোটেলে চিঠি লিখে পাঠালেও বাড়ীতে এসে খানার বাক্স পৌঁছে।"

নববাবু কহিল, "আমি একদিন ইংরাজটোলা হতে বাড়ী আস্‌চি, হাতসিন্ধুকের মতন বাক্সগুলো, দেড়ে মুটে বেটারা মাথায় কোরে নে যাচ্চে, বাক্সগুলোর গায়ে,'দি উইল্‌সন্' এবং 'ব্রাউন কোম্পানী' ইংরাজী অক্ষরে লেখা রয়েচে। ইংরাজটোলায় যেন ফিরি কোরে নে বেড়াচ্চে, বাঙ্গালী টোলার দিকে এসে দেখি, সেই রকমের বাক্স দুএকজন বাঙ্গালী বাবুর বাড়ীতেও ঢুকুচে।"

যশচন্দ্র বাবু কহিল, "মহাশয়! সেই বটে, আর কিছু দিন বাদে দেখ্‌বেন, হোটেলের বাক্স অনেকেরই বাড়ীতে ঢুক্‌বে।"

গুণচন্দ্র বাবু কহিল, "যদি বাটীতে বোসে হোটেলের খানা খেতে পাওয়া যায়, তবে সেখানে যাবার কি প্রয়োজন আছে? বাটীতে আনায়ে খেলেই ত হয়।"

যশচন্দ্র বাবু কহিল, "মহাশয়! হোটেলে গিয়ে খেয়ে অস্‌বার

কারণ আছে। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকেই খানা খেতে শিখে-চেন, কিন্তু কজন কটা জিনিসের নাম জানেন? চিটীতে জিনিসের নাম ধোরে না লিখ্‌লে আর ত সে জিনিসটী আস্‌বে না? হোটেলে গেলে নাম না জান্‌লেও নূতন নূতন জিনিস খেতে পাওয়া যায় এবং অনেক দ্রব্যেরও নাম শেখা যায়। আর হোটেলে একটা নূতন দ্রব্য দেখে খেতে ইচ্ছা হোলে প্রথমতঃ সেটা অল্প নিয়ে দেখ্‌তে হয়, মুখে ভাল লাগ্‌লে তখনি তাহা চাইলে পাওয়া যায়, বাড়ীতে সেটী ত হবার যো নাই, অল্প এলে ভাল লাগ্‌লে খেয়ে আশ মিটে না, বেশী এলে ভাল না লাগ্‌লে মিছে নষ্ট হয়। বাবু! এইখানে একটা কথা মনে পোড়ে গেল, এই বেলা বোলে যাই, কে একজন বাবু ছিল, তিনি ইংরাজী লেখা-পড়া জান্‌তেন না, কিন্তু পাঁচ ইয়ারের সঙ্গে মিলে ইংরাজী ধরণে চোল্‌তেন। 'চেয়ারের মজলিস্' পেয়ালা করা চা, চুরুট, জগে করা জল, ডিক্যাণ্টারে ব্রাণ্ডি, কাঁচের গ্যাস, সোনার ঢাকনি, সকলই ইংরাজী কেতার সরঞ্জাম। বাবু স্বয়ং ইংরাজী জানেন না, কিন্তু গ্লাসকেশে ইংরাজী বই ঠাসা ছিল, মেজের উপরেও কতকগুলো পোড়ে থাকৃতো, ইংরাজী খবরের কাগজগুলো টাট্‌কা টাট্‌কি নিয়ে নাড়্‌তেন চাড়্‌তেন, কিন্তু লোকের মুখে না শুন্‌লে তাহার ভাব বুঝ্‌তে পাত্তেন না। বাবু আপনার চোকে নিউশপেপারের লাইনগুলি কেবল কশি বোধ কত্তেন। এক দিন তিনি হোটেলে গিয়ে খানা খাবার সময়ে 'মটনচ্যাপ' খেয়ে অত্যন্ত সুস্বাদু বোধ কোরেছিলেন, এবং একবার তাহার নাম শুনে স্মরণ না থাকায় পুনর্ব্বার 'মদনছাবা' বোলে মটনচ্যাপ চাহিয়া-ছিলেন, 'মদনছাবা' শুনে অনেকে হেসে উঠেছিল সত্য, এবং হাসির কথাও বটে, দেখুন না কেন, আজকাল এ যেন একটা গল্প হয়েচে, কিন্তু তখন তিনি 'মদনছাবা' বোলেও "মটনচ্যাপ" খেতে পেয়েছিলেন, বাড়ীতে হোলে সেটী আর তো তখন খেতে পেতেন না।

বাবু! ইংরাজদিগের খাদ্যসামগ্রী বাঙ্গালীদিগের খাদ্যাদি হইতে

সুস্বাদু কিংবা মুখরোচক নহে, বাঙ্গালীরা ইংরাজদিগের অপেক্ষা বহুকালাবধি সুসভ্য হয়েচে, একারণ ইহারা আহারব্যবহারাদিতে কোন ক্রমেই ইংরাজদিগের নিকটে হেয় নহে, তবে কতকগুলি বাঙ্গালী বাবুরা আপনা আপনি আপনাদিগকে অসভ্য বলিয়া ইংরাজ-সমাজে হেয় হন, কেহ কেহ বলে, কেবল আহার ও গুটিকতক বাছালো বাছালো আচারে তারা ইংরেজের স্কেচ মাত্র করে নিয়েচেন। আর কতকগুলি ইংরাজ ইতর বাঙ্গালীদিগের ইতর ব্যাভার দর্শনে সমস্ত বাঙ্গালীদিগকে ইতর বোধ করেন, তাহা কিছু বিবেচনার কার্য্য নহে। কোন্ দেশে কোন্ জাতীয়দিগের মধ্যে সকলেই ধার্ম্মিক বিদ্বান্ এবং সুসভ্য হইবে? বাঙ্গালীরা যে সকল দোষে দোষী এবং যে সকল কার্য্যে অসভ্য হোচ্চেন, ইংরাজ-দিগের মধ্যে কেহই কি সে দোষ এবং সে কার্য্য কচ্চেন না? বোল্‌তে গেলেই দুঃখের হাসি পায়। কত কত ইংরাজদিগেরও যে কত কত দুর্দ্দশা হয়ে গেল, তা বোলে আমরা কি সকল ইংরাজদিগকেই জালকারী মিথ্যাবাদী এবং অধার্ম্মিক বোল্‌চি? তবে আমরা ইংরাজ দিগের মধ্যে অনেককেই একটী দোষ দিয়ে বোলে যাই যে, বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা অনেক ইংরাজের হাত পা এবং মুখটা কিছু জেয়াদা চলে, সেটী ত সভ্যতার কাজ নহে, এ বিষয়টীতে বরঞ্চ অনেক ইংরাজাপেক্ষা অনেক বাঙ্গালীতে সভ্য হোতে পারে। আর আহারাদির কথা পূর্ব্বেই একরকম বোলেচি, এখনও বোল্‌চি, বাঙ্গালীরা যে একাল পর্য্যন্ত ছাই-ভস্ম খেয়ে আস্‌তেছিলেন, এমত নহে, বাঙ্গালীদিগের উত্তম উত্তম খাদ্যসামগ্রী আছে, তবে এক্ষণে যে অনেকে হোটেলের খানা খেতে শিখেচেন, এমত যদি বলেন, সে কেবল পেট পোরাবার জন্য নহে। আজকাল ও খাওয়াটী সে কালের লোকের কাছে মান খাওয়া বটে, কিন্তু একালে অনেক লোকের কাছে মানের খাওয়া হয়েচে। হোটেলে অনেক সাহেব-সুবো এবং বড়মানুষ এসে, তথায় খানা খেতে গেলে প্রথমতঃ তাহাদিগের সঙ্গে আলাপ হয়। দ্বিতীয়তঃ লোকে জান্‌তে

পারে যে, অমুক বাবু হোটেলে খানা খায়। আজ্‌কাল সকলেরই ইচ্ছা, কিসে খুব বড় লোক হবো, দশজনে মান্‌বে এবং উঁচু চেলে চোল্‌বো, একারণ সকলেই উচু চেলে চলেন। এখনকার লোকেদের চাল্ দেখে আর লোক চিন্‌তে পারা যায় না। বাবু! আমরা লোকের মুখে শুনেচি যে, আগে যাঁহারা দেওয়ানী মুচ্ছুদ্দিগিরী প্রভৃতি ভাল ভাল কর্ম্ম কোরে গিয়েচেন, তাঁরা আটহাত একখানা থানফাড়া ধুতি পোরে, বন্ধ-দেওয়া একটী চাপকান ও পাঁচহাত একখানা চাদর গায়ে দিয়া (হয় পরা কাপড় ছেঁড়ার না হয় খুঁটে থানের) একটী পাগড়ী বেঁধে গোল-পাতার ছাতা ধরিয়ে কুঠী যেতেন। (আজকাল সে * ঠ্যাঙা দেওয়া গোলপাতার ছাতাগুলো আর বড় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, এখনকার বাবুদিগের বাবুয়ানাতেই সেগুলি গেছে, কখন কখন কেবল রথযাত্রার দিবসে কিংবা নবকীর্ত্তনে দুটো চারটা যা দেখ্‌তে পাওয়া যায়) সে কালের লোকদের চাল্ খুব নীচু ছিল, তাঁহারা পরিবারদিগের ভরণপোষণে ও সৎকর্ম্মাদিতে যা ব্যয় কোত্তেন, এ কারণ এক একজন মনুষ্য, কেবল 'ইয়েশ' 'নো' 'বেরিওয়েল' প্রভৃতি কতকগুলি ইংরাজী কথা শিখে বিপুল বিভব সঞ্চয় কোরে গিয়েচেন, এক্ষণে তাঁদের উত্তরাধিকারী যাঁরা বুঝে চোলেচেন, পায়ের উপর পা দিয়ে তাকিয়া ঠেশান দিয়ে কিংবা আড় হয়ে পোড়ে নবাব-সুবোর মতন আল্‌বোলাতে তামাক টান্‌চেন এবং খোষগল্প কোরে কালহরণ কোচ্চেন। কেহ কেহ বুঝে চোল্‌তে না পেরে হতশ্রী হয়েচেন, কেহ কেহ বা হতশ্রী হবার উজ্জুগ কোরে তুলচে।

একালে দেওয়ান মুচ্ছদ্দী প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ছেলেদিগের মধ্যে অনেকেই খুব উচু চেলে চোলেচেন, আট টাকার, দশ টাকার জুতো পায়ে, ডবল মোজা ও পেন্টুলেন পরা, পাইনাপেল, তসর, গরদ, কোরা, আলপাকা, কাশ্মীর ক্যামলেট ও বনাতের চাপকান্ গায়ে, ভিতরে কাহারও পেটওলা কামেজ, কাহারও ওয়েষ্টকোট,

কাহারও সাটীনের কিংবা কিংখাপের ফতুই আছে, সালের বাঁধা পাগড়ী মাথায়, কেহ বা সিল্‌ভার জেনিভা ওয়াচে চুলের চেইন ঝুলিয়েচেন, কেহ বা গোল্‌ডেন মোকবি আঙুলির মতন হন্‌টীং-ওয়াচে সোণার কচড়া মোটা ইংরাজের সপের চেন লাগিয়েচেন, তাতে গণ্ডারের মূর্ত্তি ঘড়ির চাবি মুখে কোরে ঝুলচে, তার সঙ্গে দুচারখানা চুনিপান্না ও পাথরও আছে, কাহারও বা ওয়াচগার্ডও রোয়েছে। দুহাতের আঙ্গুলে তিন চারটে আংটী ঝক্‌মক্‌ কোচ্চে, বিলিতী পারফিউমারি ও আতর গোলাপের গন্ধ ভর ভর কোরে হাওয়ার সঙ্গে ছুট্‌চে। (সে কালের কেহ বেঁচে থাক্‌লে এ কালের বাবুদিগকে দেখ্‌লে দেবতা বোলেও বোল্‌তে পাত্তেন) বিষয় থাক্‌লে সকলই সাজে, কেউ নিন্দা কোত্তে পারেনা, আর এ কিছু নিন্দার কার্য্যও নহে। বাবুদিগের মধ্যে কেউ বাপের আফিসে মুচ্ছুদ্দিগিরী কাজের অ্যাপ্রেনটিশ আছেন, কেহ বি এ পাশ কোরে উকীলের আর্টিকেল ক্লার্ক হয়েচেন, কেহ ইঞ্জিনিয়ারি শিখ্‌চেন (বাঙ্গালী বড়মানুষের ছেলেদের মধ্যে ডাক্তারী অতি কম লোকে শেখেন)। কেহ পৈতৃক বিষয় পেয়ে পাঁচটা সাহেব-সুবোর সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্য মিছে কাজে এ আফিস ও আফিস কোরে বেড়াচ্চেন। অনেকে 'বড়মানুষের ছেলে হোলে মূর্খ হয়' এমত বলেন, কিন্তু সে কোন কাজের কথা নহে, এক্ষণে অনেক বড়মান্‌ষের ছেলেরা লিখ্‌তে পড়্‌তে এবং কইতে খুব ভাল রকম শিখেচেন, তবে, অনেকে 'কম বুঝেন' বরঞ্চ এ কথাটী একদিন বোল্লেও বোল্‌তে পারা যায়, যেহেতু বড়মান্‌ষের ছেলেরা উপায়ী কিংবা পৈতৃক বিষয় আপনার হাতে পেলে কেহ কেহ এমনি উঁচু চেলে চলেন, কিছু দিন সেই রকম চেলে চোল্‌তে চোল্‌তেই এককালে বেচাল হয়ে পড়েন। বাবু হয়ে উঠ্‌লেই কতকগুলো বদ্‌মাইস লোক এসে যোটে, একে যৌবনসীমায় পা দিলেই মন নাচুতে নাবে না, তাতে ধন থাক্‌লে এমনি বোধ হয়, আমি যেন কত উচুতে উঠেচি, আমার সমতুল্য আর কেহই নাই। সেই সময়ে বদ্‌মাইস লোক-

গুলো আমোদ আহ্লাদ ও উপার্জ্জনের আশয়ে এসে সর্ব্বদাই এই-রূপ প্রশংসার কথা বোল্‌তে থাকে, 'বাবু যে কাজ কচ্চেন, এমন কর্ম্ম কেহ করেনি এবং কোত্তেও পার্‌বে না।' 'বাবুর মতন দাতা আর কেহ নাই' 'বাবু যেমত ব্যয় করেন, এমত আর দেখিনে;' 'বাবুর মতন গুণবান্ বুদ্ধিমান্ মানুষ আর নাই, পরমেশ্বর কি তাহার উপরে আবার মনটী তেমনি দিয়েচেন?' সকল কথায় 'ধর্ম্ম অবতার' 'হুজুর' এবং "খোদাবন্দ" প্রভৃতি বোলে এককালে উচুতে তুলে হাতটা দরাজ কোরে দিয়ে স্বকার্য্যসাধন অর্থাৎ নানাপ্রকারে ধনশোষণ করিতে থাকে। আজ শ্যামীর মেয়ে তারামণির বাটীতে মদের পার্টী হোচ্চে, বাবু ধেনোমদ খান না, নিছক শ্যাম্পেনের কাক খোলা যাচ্চে, সঙ্গে আট দশটী খোসামুদে বদমাইসী মোসাহেব আছে, বিবির বাড়ীরও পাঁচ সাতটী মেয়েমানুষ এসে যুটেচে এবং তাঁর মাও আড়ঘোমটা দিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন, (তিনি সকল মদই "র" টানেন) তাঁর মেয়ের ঘরে মদের পার্টী হোলে তিনি আড়ালে একটী ডিকণ্টার নিয়ে বসেন, আর ফুল গ্লাস না হোলে গেলাস ধরেন না, কতক আপনার পেটে দিচ্চেন, কতক ডিকণ্টারের পেটে রাখ্‌চেন, হোলো তো দুটো একটা বোতল ভেঙ্গে যাচ্চে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক রাত্রের মদের পার্টীতে দশ বারোটা বোতল এম্‌টী হয়ে গেল।

কোন দিন বাবু রামমণির মেয়ে চন্দ্রবিলাসীকে নিয়ে কালীঘাট যাচ্চেন, রামমণি জেতে বাইতি, যখন সে গেরোস্তো ছিল, লোকে তাকে পোঁটাচুন্নি বোলে ডাক্‌তো, রামমণির ভাতার মরে যেতে প্রথম দুটাকা দশ আনা মাইনেতে চাকরাণীগিরী কর্ম্ম কোত্তো। এখন আর দুটাকা দশ আনা মাইনেতে চাকরাণী পাওয়া যায় না, এক টাকা মণ চেলের দর যখন ছিল, আহা! তখন কি সময়ই গিয়েচে, অধিক কি কহিব, তখন রাজাও একটী হাত বার কোরে কেবল জমীর কর নিতেন, এখন প্রজাদিগের উপরে কোন বিষয়ে আর করের কমী কচ্চেন না। রামমণি দিনকতক চাক-

রাণীগিরী কর্ম্ম কোত্তে কোত্তে একটী বাবুর নজরে পোড়ে গেল। রামমণিকে দেখ্‌তে রূপের রং বোল্লেই হোলো, তবে তখন বয়েস একটু কাঁচা ছিল; আর তার জেতের কথা পূর্ব্বেই একবার বোলেচি, কিন্তু তা হোলে কি হয়, ভাষা কথায় আছে যে 'যার প্রতি যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম' এখনকার আবার কোন কোন বাবু বলেন যে, 'যার প্রতি যার মজে মন, কি করে তার পিতল বাঁদান হুঁকো। যাই বলুক, রামমণি বাবুর নজরে পোড়্‌তে প্রথমতঃ তার চাকরাণী বৃত্তিটী ঘুচলো, গলীর ভিতরে একটী দোতালা ঘর ভাড়া নিলেন, বাবুটী রোজ রোজ আস্‌তে লাগ্‌লেন, ছটী একটী ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইয়ার এবং মোসাহেবও এসেন, (অনেক অনেক ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাড়ী জলস্পর্শ করেন না, অনেক কায়স্থেরাও নীচ জাতির জলগ্রহণ করেন না, কিন্তু রামমণি বাইতির বাড়ীতে লুচি পাঁঠা পর্য্যন্ত কত কত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের চল্‌তে লাগ্‌লো।) আগে রামমণিকে লোকে 'রামী ঠাকুরাণী' বোল্‌তো, দোতোলাতে উঠেই 'রামমণি' হোলেন। তার পর বাবু খানকতক গয়না দিতে 'রামমণি বিবি' হয়ে পোড়্‌লো। ধন হোলেই সকল হয়, কেউ নবাব হোচ্চে, কেউ সুব হোচ্চে, কেউ রাজা হোচ্চে। রামমণি অল্প দিনের মধ্যেই নিজের বাড়ী, ছ তিন সেট গয়না, ও এলবাক পোষাক বেশরকম কোরে নিলে, পাঁচটা বড় বড় মেয়েমানুষদের মধ্যে গণ্য হোলো, আজ রামমণি মায়ের শ্রাদ্ধ কোরে দশজন বামুন বৈষ্ণব ও রাঁড় লোচ্চা খাওয়ালে ও সৎকর্ম্ম কোরে বেশ পুণ্যধর্ম্ম কোত্তে লাগ্‌লো। শেষে বাবুটী মোরে যেতে শেষটাকা হাত পা টেপা দুদের বাটী ও পাতের ভাত-খেগো মাথায় নর্দ্দামা-কাটা ছোঁড়ারা আলাপ কর্‌বার চেষ্টা পেতে লাগ্‌লো, কিন্তু কেউ কল্‌কে পেলে না।

রামমণির কাছে ভূতী বোলে এক মাগী চাকরাণী ছিল, সে জেতে বাগ্‌দী, তারই মেয়ে চন্ননবিলাসী। ভূতী মর্‌বার সময় আর তার আপ্তঅন্তরঙ্গ কেউ ছিল না বোলে, চন্ননবিলাসীকে রামমণিকে

দিয়ে মোরে যায়. চন্ননবিলাসীর বয়েস তখন সবে সাত বচ্ছর, নাক দে সিক্‌নী পোড়্‌তো, প্যাঁকাটীর মতন গড়ন, নাক মুখ চোক এবং রংটুকু ভাল ছিল বোলে বড় হোতে দেখ্‌তে বড় মন্দ হয়নি। (চন্ননবিলাসীর যেমন ত্রিকুলে কেও নাই, রামমণিরও তেমনি, মোলে পরে মুর্দ্দফরাসই ঠ্যাংঙে দড়ী দেবার উত্তরাধিকারী।) কালীঘাট যাবার দিন রামমণির বোন্, বোন্‌ঝী, ভাগ্‌নী ও মামী প্রভৃতি কত লোকই যুটছে, চন্নবিলাসীরও সই, মিতিন, মকর, গঙ্গাজল, চকের বালী, মনের কালী, ও নয়নতারা প্রভৃতি সেজে গুঁজে কত মেয়েমানুষই আস্‌চে, বাবুর মোসাহেবগুলিও সব জমেচেন। একজন হিসাব কোরে দেখ্‌লেন, পঁচিশ খানা গাড়ী চাই। (বাবুরা যখন বাইরে বাবুয়ানা কোত্তে বেরোন, তখন কোন বিষয়ে "পেচপাঁও" হন না, কিসে খোষনাম হবে, তাই চান)। বাবু একজন মোসাহেবকে বলিলেন, "গাড়ীগুলো ভাল রকম এনো হে। চোড়লে পরে লোকে যেন 'গ্যালবাণিক সকের' কথা বোলে ঠাট্টা না করে, যেহেতু, আজকাল ভাড়াটে গাড়ীগুলোতে চোড়্‌লে অনেকেই ঐ কথা বোলে অনেককে ঠাট্টা কোরে থাকে।"

বাবুর কথা মাফিক একজন মোসাহেব মেছবাজারের আড়গড়া হতে বেছে বেছে গাড়ী ভাড়া কোরে আন্‌লেন। ছোট ছোট ছেলেরা এবং যাদের কেহ খাতির কোরে গাড়ীতে উঠ্‌তে বোল্‌বে না, তারাই আগে গিয়ে গাড়ীতে উঠে যায়গা নিচ্চে, তার পর ক্রমে ক্রমে সকলেই উঠ্‌লেন। বাবু, চন্নবিলাসী বিবি, আর দুটী মেয়েমানুষ বাবুর নিজের গাড়ীতে উঠে বসিলেন। কালীঘাটে ভাল জিনিস পত্র পাওয়া যায় না বোলে এদিক হতেই অনেক জিনিস নিয়েচেন।

আগে মোসাহেবদিগের একখানা গাড়ী এগিয়ে গিয়েছে, অপর একখানা গাড়ীর মোসাহেবদিগের উপর রাধাবাজারের জিনিসের ভার আছে, সেখানাও খুলে গেল, আর একখানা গাড়ীর মোসাহেবেরা মেছবাজারের গোলাপী ও ছাঁচী পানের খিলি ও মোগলেয় দোকানের অম্বুরি তামাক কিনে নেবেন বোলে তাঁরাও

ছাড়্‌লেন, তারপর ক্রমে ক্রমে সকল গাড়ীগুলিই চৌল্‌তে লাগ্‌লো, গাড়োয়ানে গাড়োয়ানে গাড়ী এগুবার তক্কাতক্কী হোচ্চে, কোনে গাড়ীখানার ভেতরে কচি ছেলে দুধ তুল্‌চে, কোনখানার ভিতরে বুড়ো ছেলে বমী কোচ্চে, কোন গাড়ীখানার ভিতরে যে মাগী-গুলো কখন গাড়ী চড়েনি, তারা আড়ষ্ট হয়ে বোসে আছে। কোন গাড়ীখানার গোঁয়ার গাড়োয়ান বর্ম্মাপণির যুড়ি ফেলে যাবার কারণ পক্ষরাজ ঘোড়ার পিটে পিটনির চাবুক মাচ্চে, গাড়ীর সার এবং ভিতরের অবিদ্যাদের দেখে রাস্তার লোক এবং দুপাশের দোকানদারগণ কেউ বোল্‌চে, 'ধাড়ী মেরেচে' কেউ বল্‌চে, 'বাঙ্গাল হবে' কেহ বোল্‌চে, 'এমনি কোরেই উচ্ছন্ন যায়।'

ওখানে কালীঘাটে মোসাহেবদিগের আগেকার গাড়ীখানি আগে পৌঁছেচে, তারা একটা বাড়ীভাড়া নিয়েচে এবং দুজন মোসা-হেব এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, অপর অপর গাড়ীগুলি যেমন গিয়ে উপস্থিত হোচ্চে, তাঁহারা অমনি বিবিদিগকে রিসিভ কোরে বাসাবাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছেন।

সকলের শেষে বিবির ও বাবুর গাড়ী গিয়ে পৌঁছিল, বিবি গাড়ী থেকে নেবে বাসাবাড়ীতে ঢুকেই "মা কোথা?" মায়ের গাড়ীকি এসেছে?" বোলে জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবুও বলিলেন "মার গাড়ী কি এসে পৌঁছেচে?" (আজকাল অনেক অনেক বাবুতে রাঁড়ের মাকে মা বোলে ডাকে, কেহ কেহ গিন্নীও বলে। গিন্নী বলাতে বাবুর অপযশ হয়, যেহেতু, শাশুড়ীকে কেহই গিন্নী বলে না, তবে যাঁরা গিন্নী বলেন, সেটা শোন্‌বার খুব নিন্দের বটে, এবং গিন্নীও গিন্নী বলায় খুসী হন না) বাবু এবং বিবির কথা শুনে গিন্নী আড় ঘোম্‌টা দিয়ে বলিলেন, "হাঁগো আমি এসেচি।" চন্নন-বিলাসী বিবি তার পর মিতিন, গঙ্গাজল প্রভৃতি সকলের রিসিভ কোরে কোমর ধোরে বোসে পোড়্‌লেন। (পরিশ্রম তো কম হয়নি? এতটা পথ নিছক গাড়ীতে বোসে গেচেন) বিবি রুমালে মুখ রোগ্‌ড়ে রোগ্‌ড়েই মুখ লাল কোরে তুলেচেন। বাবু গায়ের

চাদরখানি খুলে বাতাস কোত্তে লাগ্‌লেন, (হায়! গো, শতমুখী ঘারষষ্ঠী দেবি! তুমি কি এমন স্থলেও কারো অঙ্গে, ভর কোর্‌বে না?) একজন মোসাহেব, একটা ব্রাণ্ডির বোতল খুলে গেলাসে ঢেলে তাতে সোডাওয়াটার দিয়ে বিবির সম্মুখে ধল্লে। বিবি ভারী রেগে উঠে কহিল, "বেশ! মিতিন টিতিন সব এসেছে, আগে আমার সাম্‌নে এনে মদ ধোল্লে। তোমরা কি সহবৎ শেখনি? আর কালীঘাটে এসে ধূলো পায়ে একবার মাকে দর্শন কোরে আস্‌তে হয়, সে সব গেল, আগে মদের বোতল খুলে ফেল্লে।" আর একজন মোসাহেব আপনার সরফরাজী জানাবার তরে চেঁচিয়ে উঠে কহিল, "সকল কর্ম্ম বিবেচনা কোরে কোত্তে হয় হে! তোমাদিগের কেমন মন্দ স্বভাব হয়েছে, কোন বিষয়ের আগা-গোড়া ভাব না।" বাবু কহিল, "অনর্থক চ্যাঁচাচেঁচি কোচ্চো কেন? যা হবার হয়ে গেচে, আর বার বার বোল্লে কি হবে? এখন চল, মাকে দর্শন কোরে আসা যাক্‌।" চন্দনবিলাসী কহিল, "সকলেই কি এক সঙ্গে যাওয়া হবে?" বাবু বলিলেন, "তাতে হানি কি আছে! বাসাতে কেবল আমার বাটীর একজন পুরাণ দরোয়ান থাকুক।"

বিবির মা রামমণি কহিল, "আমরা এখন কেহ যাব না, স্নান কোরে এসে একেবারে মাকে দর্শন কোরে আস্‌বো, (গিন্নী এবং তাঁর সঙ্গেরই কয়েকজন বাসাতে রইলেন, আর আর সকলেই প্রস্তুত হোলেন) প্রথম দলে বিবি এবং বিবির মকর, গোলাপ ও গঙ্গাজল প্রভৃতি কেহ কারো হাত ধোরে, কেহ কারো গলা ধোরে, হেল্‌তে ছুল্‌তে কত রকমে পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে ঢং কোরে চোলেচেন, আগে আগে দুজন বাবুর বাড়ীর তকমাওলা দরোয়ান ও দুপাশে দুজন মোসাহেব যাচ্চে। রাস্তার মুটে মজুর ইতর লোকেরা কেউ বোল্‌চে, "দাদা! ঐ যে চিকচিকে কাপড়খানা পরণে ঐ আমাদের ছোট বৌ গো;"* তার দাদা বোল্‌চে "না রে, তুই চিন্‌তে

* বারাণসী কাড়প পোরে চন্দনবিলাসী যাচ্চেন।

পারিস্ নে, ও মোদের রোমজানের মা। † অপর লোকেরা কেউ বোল্‌চে "কার বাপ", কেউ বোল্‌চে, "কার চোদ্দপুরুষ" যার মনে যা আস্‌ছে, সে তাই বোল্‌চে, (ছোট লোকেরা রাস্তায় মেয়েমানুষ দেখ্‌লে তারা যে সকল কথা বোল্‌তে থাকে, তা আর লিখ্‌তে পারা যায় না) বিবিরা মুখে কাপড় দিয়ে লজ্জাকে ঢাকা দিচ্চেন, মোসাহেববাবুরা ইতর লোকদিগের সহিত দ্বন্দ্ব কোরে আপনাদিগের মানের গোড়ায় ছাই দিয়ে বিবিদিগের লজ্জার বজ্‌রা মাথায় কোরে চোলেচেন, আশ পাশ থেকে বিলিতী কোরাথান ও কৃষ্ণদেবপুরে কাপড়ের চুনট গোঁজা, পৈতের গোচ্ছা গলায়, খড়ম পায়ে, কতকগুলি এক ছুটে কিংবা গাম্‌ছা কাঁদে বাবুরা নজরা যাচ্চেন (মন্দিরের উপরে আবার তাঁরাই "মা লক্ষ্মী! দর্শনী দাও" বোলে পয়সা চান) পথে কেয়ার্কাদির মতন খস্‌খোসে মাথার চুল, মুড়োকাপড় পরা, তাতে চিম্‌টী কাট্‌লে মলা ওঠে, গায়ে খড়ী উঠ্‌চে, কাঁকালে একটা ছেলে, বাঁ হাতে ধামী, ডান হাতে একটা ছেলের হাতধরা, কাঙ্গালী মাগীগুলো, ভিকিরি উড়ে বামুনেরা ও বাঙ্গালমাগীরা পয়সা পয়সা কোরে যেন ছেঁকে ধোরেছো চন্নবিলাসী বিবি বোল্‌চেন, "এখন পয়সা টয়সা আনিনে বাবু। আমরা এই সবে এসেচি।" মোসাহেব একজন সাবধান কোচ্চে, "এখন কিছু দেবেন না, তা হোলে বাসাতে যাওয়া ভার হবে।" আর একজন মোসাহেব বোল্‌চেন, "আমাদের খাওয়া দাওয়ার পর বাসাতে যাস্" (তারা তা কি শোনে ?)

"অতিথি বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈব চ।
অস্তি নাস্তি ন জানামি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥"

মেড়ুয়াবাদী ভেড়ীওয়ালা দরোয়ান দুজন কাকেও ধোমকে কাকেও হুড়ো দিয়ে কাঙ্গালীদিগকে তফাত কোরে দিচ্চে। বিবিদিগের খানিকটে পেছনে বাবু এবং বাবুর কয়েজন মোসাহেব চোলেচেন, একজন তকমাওয়ালা দরোয়ান আগে আগে যাচ্চে। মোসা-

† রোমজান্ তার ছেলের নাম।

হেবদিগের মধ্যে কেহ বোল্‌চে, মহাশয়! আজ বড় ভিড় নাই, এক এক দিন কালীঘাটে এম্‌নি ভিড় হয় যে, এ পথ টুকু যেতে কালঘাম ছোটে।" আর একজন মোসাহেব বোল্‌চে মহাশয়, মেয়েমানুষেরা আজ বেশ যাচ্চেন, ভিড় হোলে ওঁদের যাবার বড় কষ্ট হয়, আমরা তো নই যে বুক ফুলিয়ে কণুয়ের গুঁতো মেরে চোলে যাব? ওঁরা সেটী ত পারেন না। ওঁদের পক্ষে পথ ফাঁক থাকাই ভাল।"

মোসাহেবদিগের কথায় এবং দুদলের দরওয়ানের এক রকম তকমায় ও চন্নবিলাসীর যেতে যেতে পেছনদিকে চেয়ে হাসায়, বাবু যে বিবিদিগের সহিত এক দল, তাহা বেশ প্রকাশ পাচ্ছে। অবিজ্ঞারা মলের ঝম্‌ঝমানি, হাসি ও কথার কল্‌কলানিতে, রাস্তা যেন মাথায় কোরে যাচ্চে, ক্রমে ক্রমে সকলেই মন্দিরের উপরে গিয়ে উঠ্‌লেন। (যাহার লক্ষ্মীর শ্রী থাকে, তাহাকে দেখে সকলেই সম্মান করে) তকমাওলা দরোয়ান দেখে অনেকেই মন্দিরের উপরে ভিড় সরিয়ে দিয়ে "দর্শন করুন্" ও "জয় হউক" বোল্‌তে লাগ্‌লেন। বিবিদিগের মধ্যে কাহারও দুপয়সা কাহারও চারি পয়সা যার যেমন মানসিক ছিল, ঐ দর্শনের বেলাই অনেকে দিতে আরম্ভ কোল্লে। মন্দিরের মধ্যে সেই সময়টায় যেন পয়সা বৃষ্টি হোচ্চে, চন্নবিলাসী বিবি একটী টাকা দিয়ে আপনি স্বয়ং প্রণাম কোল্লেন, বাবু তাতেই সেরে আস্‌বার উপক্রম কোরেছিলেন, শেষে পেড়াপীড়িতে কোন মতে এড়াতে না পেরে, একটী শিকি দিলেন, (এদিকে কালীঘাটের খরচ আড়াই শ টাকার উপর বরাদ্দ হোয়েচে,) চন্নবিলাসী দুটী চারটী পয়সা দিয়ে তাহার সঙ্গের কয়েকজনকে কালী দর্শন করালেন কি বাবুর দল, কি বিবির দল, সকলেই বোল্‌চে, দিব্য দর্শন হোয়েচে। বিবির দলে বিবির মিতিন বোল্‌চে, "মিতিন! কতবার ভাই কালীঘাটে আসা গেছে, কিন্তু মাকে এমনতর একবার দর্শন করা হয়নি।" বিবির গঙ্গাজল বোল্লে, "ঐ যে পৈতের গোচ্ছা গলায় বামুনটী ও আমাদের প্রিয়নাথ বাবুর সঙ্গে একদিন আমাদের বাড়ীতে গিয়ে-

ছিল,ঐ কিন্তু ভিড় ঠেলে এমন কোরে দেখালে।"আর আর যাহার যা মনে আস্‌চে, সে তাই বোল্‌চে, শেষে দর্শনাদি কোরে মন্দির থেকে যখন সকলে নেবে আস্‌তে লাগ্‌লেন, সে সময়ের ব্যাপার দেখে কে ? পাঠক মহাশয়েরা অনেকে দেখেচেন এবং শুনেও থাকবেন, লোকে যে বলে "কালীঘাটের কাঙ্গালী" বিবি এবং বাবুদিগকে সেই কাঙ্গালী এসে যেন ছেঁকে ধোল্লে, কেহ কেহ বা জবাফুলের মালা বাবুর গলায় দিয়ে " বাবু রাজা হও" "মা ভাল করুন" বোলে ডান হাত পাত্‌চেন, বাবু মালা ছড়া গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্চেন, (আজকাল পূর্ব্বদেশী বাঙ্গাল, আর দানাপুরে মুচিরাই দুই এক পয়সা খরচ কোরে গলা পেতে মালা স্থায়, এখনকার এ দিকের বাবুদের গলায় মালা আর যায়গা পায় না) কেহ কেহ বা একটু কলা পাতে খানিকটে মেটে সিদূঁর গুলে " দাতা বাবু জয় হউক" "মা লক্ষ্মী সুখে থাক"বোলে বাবু এবং বিবিদিগের কপালে দিচ্চেন। কাহার কাহার কপালে মেটে সিঁদূর না দিতে দিতেই চোকের রং যেন চীনের সিঁদূর হয়ে উঠ্‌চে, কেহ কেহ বা কপালে দেবা-মাত্রেই পুঁচে ফেল্‌চে। সাত, আট, নয়, দশ বৎসর বয়েস, কতক-গুলি বালিকা, তাদের সঙ্গে দুটী একটী অজ্ঞাতযৌবনা অবলাও আছেন, তাঁরাও "পয়সা পয়সা" কোচ্চেন (প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দেখ্‌লে মা যেন কুমারী ও গৌরী কাল ধোরে খেলা কোরে বেড়া-চ্চেন) আদাবইসী ও প্রাচীনা মাগীরাও দর্শন কোত্তে আস্‌বার সময়ে কাঙ্গালীগুলোও হাত পাত্‌তে কশুর কোচ্চে না, কালী-ঘাটে কত দেশের কত রকম লোক যেমায়ের উপলক্ষ্যে প্রতিপালন হোচ্চে তার কথাই নাই। কত কত লোক মাকে দর্শন কোত্তে গিয়েও বাবু দেখে হাত পাত্‌চেন। বাবু এবং বিবিরা কাঙ্গালী-দিগের কল্‌কলানিতে ত্যক্ত হয়ে "দোব না দোব না" বোল্‌তে বোল্‌তে চোলেচেন। না দিলে কেউ কেড়ে নিতে পারে না, আর-কাঙ্গালীতে কিছু পায়, দর্শকদিগেও কার না ইচ্ছে ? একারণ এত ক্ষণ দরোয়ানও কিছু বলেনি, শেষে যখন নিতান্ত বাবু এবং বিবি-

দিগের হাত খুল্লো না, তখন তাহারা পয়সা দিবার বদলে ছুটো চরটে হুড়ো দিয়ে কাঙ্গালী বিদায় কোত্তে লাগ্লো।

পথ পরিষ্কার হোলো,কেবল পেচনে পেচনে স্নানকরা, কপালে ফোটা কাটা, কাণে ফুল গোঁজা, পাঁচ সাতটী বামুন চোলেচেন। বাবু এবং বিবিরা বাসায় গিয়ে ঢুকতে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ বোল্‌চে "বাবুজী মহাশয়! গতবারে আমি আপনার পুরুত ছিলেম," কেহ বোল্‌চে,"মহাশয়! অমি বরাবরের পুরুত," কেহ চন্নবিলাসীর দিকে চেয়ে বোল্‌চে, "মা লক্ষী মনে কোরে দেখুন, আপনি যত-বার কালীঘাটে এসেচেন, আমি অপনার পুরুত কি না?" চন্ন-বিলাসী বাবুর দিকে চেয়ে বোল্‌লেন, "ইনিই আমাদিগের পুরো-হিত,ইহাঁকেই পূজা দিতে দিন্। "বিবি আপনার পুরোহিতকে দেখিয়ে দিতে, বাবু বাপের আমলের পুরুতকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং বিবির পুরোহিতকে পূজার একটী টাকা দিয়ে, তারই ভিতর দক্ষিণা পর্য্যন্ত বোলে দিলেন। পুরোহিত রুধির* বাড়াবার জন্য বাবুর প্রশংসা কোরে খুব উঁচুতে তুল্‌তে লাগ্লো। বাবু সে দিকে আর কাণ দিলেন না,(পুরুতের পোড়ে পাওয়া যথা লাভ, আর এক টাকার পূজাতে বারোআনা কেহ ত ঘুচায় না? দিনের মধ্যে ছুটো পূজা কোত্তে পাল্লে, চল্লিশ টাকা মাইনের পরাধান চাকরের চেয়ে ভালো) সেই সময় গিন্নী সাম্‌নে এসে বোল্লেন, "বাবা! আমার যে পূজা মানসিক আছে গা? একবার চন্নবিলাসীর গা গরম হয়ে-ছিল, তাতে চিনির নৈবিদ্য, চিনির পানা, ডাইনে বামে ডাব ও মন্দির বেড়া ফুলের মালা দিয়ে পূজা দিব মেনেছিলুম, আর একবার মাঝে তুমি ঝগড়া কোরে তিন দিন না আস্‌তে মেনেছিলেম, 'মা' বাবুকে আনিয়ে দাও, যোড়াপাঁটা বলি দিয়ে পূজা দিব" বাবু! সেই পর্য্যন্ত অমাদিগের আর কালীঘাটে আসা হয়নি; আর আজও চন্নবিলাসীর তাড়া তাড়িতে এমনি আসা হোলো যে, সিন্দুক খুলে

* আজ্‌কাল অর্থকে রুধির বলে, অর্থাৎ দেহে রক্ত না থাকিলে শক্তি থাকে না অর্থ না থাকিলেও শক্তি থাকে না

আর টাকা বার কোত্তে পাল্লেম না। পূজা না দেওয়াও তো ভাল নহে? 'মান্‌বো ঠাকুর দোবো না, আমার পিত্তেশ কোরো না' কোল্লে আর কি হবে? আপনি আমাকে গোটা কতক টাকা ধার দিন, আমি বাড়ীতে গিয়ে আপনাকে দিব।" বাবু বলিলেন, "মা! আমার টাকা যে, আপনার টাকাও সে, তা আবার কি আপনাকে আমায় দিতে হবে, আপনার যা যা দরকার হয় নিন না?।" রামমণি বিশ পঁচিশ টাকা বাবুর ঠেঁয়ে নিয়ে পাঁচ সাত টাকার পূজা দিয়ে বামুনকে বিদায় করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা নাই, এক টাকাতে আটটাকা হলো। দুটো ছোটগোচ পাঁঠা আর দুখানা সরাতে আদসেরটাক চিনি, এক ছড়া মন্দির বেড়া জবাফুলের মালা, কুনকেটাক্ আলো চাউল, গোটা চেরেক কাঁঠালী কলা, একটু ঘি, একটু সিঁদুর, সর্ব্বশুদ্ধ জোর তিন টাকার জিনিসপত্র কিনে, মায়ের পূজা দিয়ে বাসায় প্রসাদ এনে দিলেন।

রামমণি এদিক্ ওদিক্ গুচুচ্চেন, বাবু এবং বিবিরা কেহ তামাক খাচ্চেন, কেহ শুধু মাথায় শুয়ে পোড়েচেন, স্নান কাহার হয়নি, প্রসাদ তখন ঘরে এক কোণে বসান রইলো।

রামমণি, কাজকর্ম্ম সেরে বোন বোন্‌ঝি ভাগ্‌নী মামী মাসী ও তাঁর অন্য অন্য দলবল নিয়ে আদ্দিগঙ্গায় স্নান কোত্তে গেলেন। বাসাতে বাবু এবং বিবিরা রকমারি নিয়ে বোস্‌লেন। ধড়াশ ধড়াশ করে কেবল সোডাওয়াটার ও মদের বোতলের কাক্ খোলার শব্দ হোচ্চে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সকলেই বেশ রকমসই তৈয়ার হয়ে উঠ্‌লেন। বিবিদিগের মধ্যে অনেকেই নেশা হোতে হায়-হুতাশ ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন; কেহ বোল্‌চে, বাবু! "আমাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন, আমার বড় বিয়ারাম হোয়েচে।" কেহ বোল্‌চে, "এখানে আর খাওয়াদাওয়া কো'রে কাজ নাই, চলুন বাড়ী যাওয়া যাক্।" চয়নবিলাসীও লুকিয়ে লুকিয়ে দুটো একটা দীর্ঘনিশ্বাশ ফেল্‌তে কশুর কচ্চেন না।

অবিদ্যারা যত সুখেই থাকুক না কেন, কিন্তু মদটুকু খেলেই এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস অনেকেই ফেলে থাকেন, এ রোগটী ছাড়া অতি অল্প মেয়েমানুষ আছে।

ভদ্রলোকের সমান আহার হইলে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ খেতে বোল্লে তাঁহারা "জিনিস পরের, পেট ত পরের নহে"এমত বলেন, কিন্তু মোসাহেবদিগের কাছে সে বিবেচনাটী নাই, তাঁহারা বাসায় ডাল ভাতে দিয়ে আদরেক চেলের ভাত কুঁচকিকণ্ঠা পর্য্যন্ত ঠেসে এসেচেন, তাহার উপরে আবার লুচি পাঁঠা, কি কচুরি মোণ্ডা পেলে একসের পাঁচপোয়া (গলাদে উঠ্‌চে না কিন্তু) খেয়ে বসেন। রাত্রে খানিক বাদে পেটটী ফেঁপে জালার মতন হয়ে উঠে, থেকে থেকে এক একটা চোঁয়া ঢেঁকুর তোলেন, তাহার দুর্গন্ধে নিকটে কেহ বোস্‌তে পারে না। কত কত লোক এইরূপ অতিরিক্ত খাওয়াতে পটল * পর্য্যন্ত তুলেন।

বাবুর মোসাহেবরা কালীঘাটে মদের মহোৎসব হোতে খেতে কেহই কম করেন নি, পেটে ধচ্চে না, নেশায় চোকে দেখ্‌তে পাচ্ছে না,হাত পা স্থির হচ্ছে না, তথাপি গ্লাস ধোত্তে কেহই কশুর কচ্চে না। কেউ বমি কোচ্ছে,কেউ পরা কাপড়খানা ফেলে দিয়ে দাওয়া থেকে গড়াতে গড়াতে উঠানে এসে পোড়্‌চে, কেউ উড়তে চাচ্চে, কেউ নাচ্চে, কেউ গান গাচ্চে, মাতাল হোলে বেল্‌কোমোর কমী থাকে না।

যিনি বমী কোরে জমী নিয়ে পড়েন, তিনিও জীবিত থেকে মড়ার ঢং দেখান। বাবু এবং বিবিদিগের রং দেখ্‌বার জন্য আশপাশ থেকে অন্য অন্য যাত্রীরা এবং অপর অপর লোকেরা উকি

---

* আজকাল পটলতোলা মৃত্যুকে বলে।

অর্থাৎ একটী রোগীর চরমকালের পূর্ব্বলক্ষণে রোগের স্বধর্ম্মে বিছানা হাতড়েছিল, তাহাতে রোগীর বাটীর একজন মনুষ্য চিকিৎসককে বিছানা হাতড়াবার কথা জিজ্ঞাসা করায় (কবিরাজটী মুখের উপর মারবে কেমন কোরে বোল্‌বে) কবিরাজ কহিল, পটল তুল্‌বে বোলে পটলগাছ হাতড়াচ্চে।

যাচ্চে, বাবু এবং বিবিরা কাকেও কখন কাছে আস্‌তে বোল্‌চেন, কাকেও কখন ঝেঁটা নিয়ে মাত্তে যাচ্ছেন, সে সময়ে কাঙ্গালীরা আর বড় নিকটে এগুচ্চে না, দৈবাৎ যে আস্‌চে, সে রকম দেখে তফাত থেকেই ফিরে যাচ্চে।

গিন্নী স্নান কোরে এসে দেখে অবাক্ হয়ে গ্যাচেন। চন্নন-বিলাসীকে ডেকে বোল্‌লেন, বাছা! পাঁচজন মানুষকে এনে কি এমনি কোরে ঢলাঢলি কোত্তে হয়? আমি পথ দে চোলে আস্‌তে পারিনে, তোদের এই মাত্‌লামো দেখ্‌বার তরে চারদিকে লোক যেন গিজ্‌গিজ্‌ কোচ্চে। বাছা! যেমন পাঁচজনকে সঙ্গে কোরে এনেচ, তাদের তেমনি ভাল কোরে খাইয়ে দাইয়ে বাড়ী নে যাওয়াই ভাল, এখানে আজ কি মদের ব্যাপার আবার কোত্তে হয়? মদ কি বাড়ীতে খাওয়া হোতো না? কালীঘাটে এসে মাকে দর্শন ও খাওয়া দাওয়া কোরে ভালয় ভালয় বাড়ী যাওয়াই ভাল। এমন কাণ্ড হবে জান্‌লে কি আমি আস্‌তেম না তোকেই আস্‌তে দিতেম?

বাবুটীর নামও চন্ননবিলাস, বিবির মার বকুনি শুনে বাবু কহিল, "মা! আপনি বোক্‌চেন কেন? আমরা তো মাতাল হইনে, দেখুন না,আমরা মানুষের মতন বোসে আছি,আপনি মাকে দর্শন কোত্তে যাবেন তো চলুন, আমরা আপনার সঙ্গে যাচ্চি।"

রামমণি সে-কেলে মেয়েমানুষ, অনেক ভদ্রলোকের সহবৎ পেয়েচে। বাবুকে কহিল, "বাবা! এখন তোমরা রাস্তায় বেরুলে লোকে নিন্দে কোরবে; যেমন হোক্ একটু মদ খেয়েচো,মদ খেয়ে লোক জানিয়ে ঢলাঢলি করা তো ভাল নয়? মান বাঁচিয়ে কর্ম্ম করাই ভাল। মানবদেহ ধারণ কোরে মানে মানে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কোত্তে পাল্লেই জন্ম সফল হয়। এখন আর মদের হেঙ্গমা কোরো না, তা হোলে ভারী নিন্দা এবং ঢলাঢলি হবে, খাওয়া দাওয়া ঘুরে যাবে, বাড়ীতে যাওয়া ভার হয়ে উঠ্‌বে। আমি আগে রাঁধবার উজ্‌যুগ কোরে দিচ্চি,যাতে তোমরা এক এক মুটো সকলে

খেতে পাও, তা হোলেই আমার সেই কালি দেখা হবে।"

জিনিস পত্রের অভাব নাই। চন্দ্রবিলাস বাবুর কালীঘাটের কি কম খরচ? একগুণ মানুষ, তার আটগুণ আয়োজন হয়েচে। কেন্‌বার সময় যারা কিনেচে, তারাও কোন্ না টাকাটায় শিকি না নিয়েচে। আজ্‌কাল তাতেও অনেকের মন উঠে না, একজন পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণীর মেগের হাতের পেতলের বালা ঘোচে না, কিন্তু ছটাকা মাইনের কত কত রাঘব-বোয়াল-বাজার সরকারেরা চক্‌-মেলান তেতালা বাড়ী কোচ্চে, গাড়ী-ঘোড়া ও দোল দুর্গোৎসব বারমাসে তেরো পার্ব্বণের ধূমের সীমা নাই। এক একজন বাজার সরকার আবার বাবুর প্রিয় কেমন! এদিকে গলায় যে ছুরী দিচ্চে, তা একবার ভুলেও বলেন না! বরঞ্চ অমুক বড় বিশ্বাসাই বোলে থাকেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা গলায় ছুরী দেওয়া বাজার-সরকারদিগের সুখ-সৌভাগ্য দেখ্‌লে মনে মনে করেন যে, তাহারা বিক্রেতার নিকট হইতে দস্তরী পেয়েই অধিক ধন উপার্জ্জন করে, এ কারণ তাহাতে তাহাদিগের ক্ষতি নাই, এমত বোধ করেন। এ বিবেচনা ধনাঢ্য বাবুদিগের বড় মন্দ নহে, তবে আমরা আমাদিগের দ্রব্যাদি কিন্‌তে গেলে দশ টাকার জিনিস কিন্‌লেও দুটো পয়সা দস্তরী পাইনে, এই বড় দুঃখ হয়। বিক্রেতাদিগের নিকটে আমরা যে কি দোষ কোরেচি, ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের তাহা বিবেচনা করা খুব কর্ত্তব্য।

মনুষ্যের যেমন সাধ্য, তদনুসারে দান কিংবা পুরস্কার প্রদান করায় যশোলাভ এবং ধর্ম্মসঞ্চয় হইয়া থাকে এবং তাহা করাও কর্ত্তব্য বটে, আর যে ব্যক্তি অন্যায় আচরণে ধন শোষণ কোচ্চে, সে দিকে চেয়ে না দেখা নির্ব্বোধের কার্য্য।

মনুষ্যদিগের দান কিংবা পুরস্কার গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ভিতরে ভিতরে ধনীর অজ্ঞাতসারে ধন উপার্জ্জন কোল্লেই সেইটীকে বিশ্বাস-ঘাতকী বলে, তাহার চেয়ে জঘন্য কার্য্য আর নাই। জীবিতাবস্থায় লোকাবয়ে বিশ্বাসঘাতকী বলিয়া যশোলাভ করিতে পারেন না, ও

চরমকালের জন্য তাহার সে পাপের যে ভোগ তাহা তোলা থাকে।

রামমণি, জিনিষপত্র দেখে ভারী খুসি হয়েচেন, সঙ্গে চাকর-চাকরাণী আছে, কেবল রশুয়ে ব্রাহ্মণের অভাব। আজ্ কাল একটা মুটে ডাক্‌তে দেরী হয়, (দশ পনেরো টাকা মাসে মাইনে, একটা কেরাণীগিরি কর্ম্ম খালি হোলে যেমন হাজার বারো শ পিটিসন্ ও ছশো চার শ রিকম্যাণ্ড লেটার পড়ে) সেইরূপ কালীঘাটে একদল যাত্রী এলে দশ বারো জন রশুয়ে বামুন উমেদার হয় এবং ছু একজন দোকানদার এসেও ছু এক জনকে রিকম্যাণ্ড করে। কালীঘাটে বামুনের অভাব নাই, বিশেষতঃ বড়বাজারে গ্রন্থ দেওয়া পইতে গুলো বিক্রী হওয়ায় অনেকেই বামুন হয়ে পোড়েচে।

কত কত ইতর লোকেরা গাঁজা খেতে শিখে, পইতে গলায় দিয়ে লোকের আদ্যশ্রাদ্ধ ও সমারোহের কর্ম্ম টেঁকে বেড়ায়, গোলেমালে ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে খেতে বোসে পাতের লুচি ও সন্দেশগুলো বেমালুম-গোচ কাপড়ে তুল্‌তে থাকে, বাটী থেকে বেরিয়ে এসে তেমনি তেমনি লোকদিগকে তাহা বিক্রয় কোরে গুলি গাঁজার পয়সা করে, কোথাও বা পেটে খাওয়া ও ছিটের পয়সার বদলে পিটে পিটনীও পড়ে।

কত কত ইতর লোকেরা পইতে গলায় দিয়ে তার উপরে কাচা পোরে মাতৃদায় কিবংা পিতৃদায় বোলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোরে বেড়ায়।

ব্রাহ্মণদিগের আচার ও ব্যবহারাদি খুব ভাল বোলে হিন্দুমাত্রেই ব্রাহ্মণদিগতে মান্য করিয়া আসিতেছিনেন, এবং শাস্ত্রেও এমত আছে যে, "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আজ কাল কালের গতিকে কতকগুলি নব্যবাবুরা ব্রাহ্মণদিগকে হেয় ভাবেন বটে, কিন্তু অনেকে এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ দেখ্‌লে হাত তুলে প্রণাম, ব্রাহ্মণকে দান ও ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণাও দিয়ে থাকেন। ইতর লোকেরা তাই দেখে পইতে পরে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের তুল্য কোন

ক্রমেই সর্ব্বত্রে মান্য হোতে পারে না, সহজেই তাহাদিগের সে পইতেটী "লাগে তীর না লাগে তুক" লোকে যে কথায় বলে, তাই হয়েচে। গলায় পইতে আছে, সুবিধা পেলেই ব্রাহ্মণ হয়। এদিকে উপজীবিকার কারণও নানাদিকে উপায় অন্বেষণ কোত্তে থাকে। কখন গলার পইতেটা কোমরে গুঁজে মাথায় মোট নিয়ে চোলেচে, (তখন আর ব্রাহ্মণ নয়) কখন বা গলায় পইতে তুলে বামুণদিগের সঙ্গে কর্ম্মবাড়ীতে চোলেচে, কখন বা থালাখানা কি ঘটীটে চুরী কোরে ধরা পোড়ে গলায় পইতে তুলে বামণ হোয়ে মাপ কোত্তে বোল্‌চে।

একে কালের দোষে কত কত যথার্থ ব্রাহ্মণকুমারেরাই কুপথ-গামী হয়েচেন, সন্ধ্যা আহ্নিক দূরে থাকুক, ভুলে একবার আঙ্গুলে পইতেটা জড়ান না, কাহার বা দিনের মধ্যে তিনবার গলার পইতেটা হারিয়ে যাচ্চে, কেহ বা ইচ্ছা পূর্ব্বক ফেলে দিয়েচেন, কেহ বা একটা রাখ্‌তে হয় বোলে বড়বাজার থেকে মাঝে মাঝে কিনে এনেও পরেন।

কত কত এখনকার বাবুদিগের পইতের উপর ভারি সক্‌, তাঁরাই বিলিতী সূতার পইতে পোরে সূতা মাগ্‌গি কোরে দিলেন, এক এক জনার এক সেট দু-সেট তিন সেট পইতে, শোবার সময় একটা পরা হোচ্চে, বাড়ীতে দিনের বেলা একটা পোরে আছেন, বেরুবার সময় একটা পোসাকী পইতে পোরে বেরুলেন। কোন কোন বাবুর পইতের জন্য একটী ব্রাহ্মণ চাকর আছে, কেহ বা ধোবাকেই কাচ্‌তে ফেলে দিলেন।

কত কত ব্রাহ্মণেরা গুলী-গাঁজা প্রভৃতি খেতে শিখেচেন, কত কত ব্রাহ্মণেরা বেশ্যালয়ে গমন কোচ্চেন, কত কত বিপ্রকুলোদ্ভবেরা ইতরদিগের ন্যায় হাতটান্‌টাও ধোরেচেন। একেত কালের দোষে কত কত ব্রাহ্মণদিগের এই ব্যাভার, তাহাতে ইতর লোকেরা পইতে পোরে ঘৃণিত ঘৃণিত কার্য্য করায় অনেকেই তাহাদিগের গলার পইতে দেখে এমত বোধ করেন যে, "অধিক ব্রাহ্মণেরাই কুপথ-

গামী হয়েচে" এবং অনেকে এমতও বলেন যে, "বামুনেরা যে কাজ কোত্তে না পারে, এমত কার্য্য নাই।" এদিকে বামুনদিগের পইতেটী নিয়ে যে অধিকাংশ ইতর লোকে ব্রাহ্মণদিগের মানের দফা শেষ কোত্তে বোসেচে, তা বুঝেন না, গলায় গাছ্ কত স্থতো থাক্‌লেই অনেকে বামুন বলেন।

পেটের জ্বালায় কতগুলো মানু য যে পইতে পোরেচে, তারাই ব্রাহ্মণদিগের মানের দফা, কত লোকের জাতির দফা ও ধর্ম্মকর্ম্ম শেষ কোত্তে বোসেচে, কারেই বা কি বোল্‌বো? এখন আবার সখ কোরে কতকগুলি সৌখীন শূদ্র নব্যবাবুরাও পৈতের গোচ্ছা গলায় দিয়ে বাহার নিতে আরম্ভ কোরেচেন, কেহ কেহ আবার আমোদ কোরে অবিদ্যাদেরও এনে দিচ্চেন, রূপাজীবারাও চিক, সাতনরী, হেলেহার, গোটহার প্রভৃতি গলার গয়নার সঙ্গে পৈতের বাহার দিতে কশুর কোচ্চে না (আজ্‌কাল একটা রিঙে করা গোটাকতক চাবি ও পইতের গোচ্ছা এও যেন দুখানা গয়না হয়েচে) নববাবুদিগের এবং অবিদ্যাদের ইচ্ছামত পইতে পরা, কখন গলায় পোচ্চে, কখন ব্রাকেটে ঝুল্‌চে, তাতে দেশাচারে বড় দোষ নাই।

বৈদ্য বাবুরা আগে পইতে কোমরে রাখ্‌তেন, তাঁরা গলায় তুল্‌তে মধ্যে মধ্যে আরো কত কত বাবুরাও পইতে পর্‌বার জন্য সভা কোরে থাকেন। ব্রাহ্মণদিগের পইতেটী যে কেবল ইতর লোকেরাই নিয়েচে, এমত নহে,অনেক ভদ্র লোকেও কাড়া-কাড়ি কোচ্চেন। গাছকতক স্থতো নিয়ে যে ভারী আপদ হোলো? বাবুরা সোণার পইতে কিংবা রূপার পইতে পোল্লে, সভা কোরে মিছে গোল কোত্তে হয় না? ইচ্ছা হোলে পোল্লেই পারেন! তা পোর্‌বেন না, কিসে বামুনদিগের পইতাটী পোর্‌বো এই ইচ্ছাটীই বলবতী হয়েচে। ধনে সকলই হয়, আজ্‌কাল শূদ্রদিগের মধ্যে অনেকেই ধনবান্ আছেন, তাঁহারা মনে কোল্লেই পইতে পোত্তে পারেন, বিচারের কোন প্রয়োজন করে না, বরঞ্চ

ক্রমে সব যে এক হবার কথা আছে, তাহাতে তাহাই ঘোট্‌বে; তবে যদ্দিন যে কয়েকজন পুরাণ লোক বেঁচে থাক্‌বেন, তদ্দিন তাঁহারা এই বিষয়ে মত দিবেন না, এই যা একটু গোল আছে।

ধনাঢ্য মহাশয়েরা যদ্যপি পইতে পরেন, তাহাতে কিছু দেশাচারে কোন দোষ পড়িবে না, এবং ব্রাহ্মণদিগেরও কোন অনিষ্টসাধন হবে না, শূদ্র বাবুদিগের যেমত আহার-ব্যবহার আছে, সেইমতই থাকিবে বেশীর মধ্যে কেবল গলায় একটী পইতে পোর্‌বেন।

বৈদ্য বাবুরা গলায় পইতে তুলে, কিছু ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে আহার-ব্যবহারাদিতে এক হননি, তাঁহারা সেই বৈদ্যই আছেন। শূদ্রবা পইতে পোল্লেই যে ব্রাহ্মণ হইবেক, এমত নহে, সেই শূদ্রই থাকিবে, দেশের কোন মন্দ হইবেক না।

চোরাই কোরে যে ইতর লোকেরা পইতের গোছা গলায় পোরে লোকেদের বাড়ী বাড়ী রেঁধে এবং ঠাকুরপূজা কোরে বেড়াচ্চে, তাহাতে যদ্দিন হিন্দুধর্ম্ম এবং জাতিবিচার আছে, তদ্দিন হিন্দুদিগের পক্ষে দেশাচারে খুব দোষ বটে।

কালীঘাটে কতকগুলি জাল বামুন আছে, কেহ বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, কেহ রামদেব পণ্ডিতের সন্তান, কেহ গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান, চার পুরুষে পাঁচ পুরুষে ভঙ্গ বোলে পরিচয় দিচ্চে, ভাষা কথায় বলে, ষোলকড়াই ভূয়ো ওদিকে তাহাদিগেরও সেইরূপ।

কালীঘাটে কতকগুলি যথার্থ ব্রাহ্মণও উপজীবিকার কারণ জঘন্য বৃত্তি অর্থাৎ রন্ধনাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা কস্মিন্‌কালে যাত্রীদিগের হাঁড়ির অন্নাহার কিংবা জলস্পর্শ করেন না, জাল বামুনগুলো যথার্থ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে মিশে কালীঘাটের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, এক-জনকে ডাকলে দশ বার জন বামুন গিয়ে উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে একজন যথার্থ ব্রাহ্মণ থাকে কি না সন্দেহ।

রামমণি, সাবির মা চাকরাণীকে একজন রাঁধুয়ে বামুন ডাকতে বোল্লে, সাবির মা বাসাতে একজনকে ডেকে আন্‌তে দশজন উপ-স্থিত হলো। এক শ লোকের খোরাক, পাঁঠার পোলাও, রুই

মাছের কালিয়ে, আলুর দম, হাঁসের ডিম তল্দাবাশের চোঙায় জমিয়ে ধোঁকা, নানা রকম উত্তম উত্তম জিনসের সরঞ্জাম; একজন ব্রাহ্মণ হোতে কোনক্রমেই এ সকল সমাধা হোতে পারে না। রামমণি চারজন ব্রাহ্মণকে রশুয়ে নিযুক্ত কোরে দিয়ে আপনার দলবল নিয়ে কালী দর্শনে বেরুলেন, ওখানে বাবু এবং বিবিরা টাট্কা টাট্কী খানকতক ভাজা মাছ নিয়ে, আবার মদ নিয়ে বোস্লেন, যার যার একটু কম ছিল, দু-এক গেলাসেই বেশ পেকে উঠ্লো।

গিন্নী বাসায় নাই বোলে, যার মনে যা হোচ্চে, সে তাই কোচ্চে, চন্নবিলাসীবিবি আগে গিন্নীর ভয়ে বড় বেশী খায় নি এবং নেশাও বড় হয়নি। গিন্নী টের পেতে সে ভয় ভেঙ্গে গেছে, মাচ ভাজা দিয়ে বারকতক টান্তেই বেশ তৈয়ার হয়ে উঠ্লেন।

পেকে উঠ্লেই একটা ঝোঁক হয়, তৈয়ার হোতেই স্নান কোত্তে যাব বোলে মাত্লেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মিতিন মকর গঙ্গাজলেরাও সেজে উঠ্লো, মোসাহেব দুএকজনও কোমরে এলোমেলো কাপড় জড়াতে জড়াতে ও টোল্তে টোল্তে উঠ্তে লাগ্লো। চন্নবিলাসবাবু দ্বিতীয়বার আর বড় মদ খাননি, তখন তিনি একটু ভাল ছিলেন, স্নান কোত্তে যেতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ কোত্তে লাগ্লেন, (লোকে কথায় বলে, "মাতালের গোঁ" যেটা ধরে সেটা আর ছাড়ে না,) বাবু তখন কোন ক্রমে স্নান কোত্তে যাওয়া নিবারণ কোত্তে পাল্লেন না; শেষে তাঁকেও সঙ্গে যেতে হলো। বাসায় রশুয়ে বামুনরা রাঁধ্তে লাগ্লো, বাটীর একজন চাকর এবং একজন দরোয়ান মাত্র রহিল। তিনজন দরোয়ান তিনজন চাকর বিবির বাটীর একজন দরোয়ান ও পাঁচ সাতজন ঝিকে সঙ্গে নিয়ে বিবি এবং বাবুরা স্নান কোত্তে বেরুলেন, রাস্তা তোলপাড় হোচ্চে, পথে কেও বোসে পোড়্চে, কেও হোঁছট্ খাচ্ছে, নেশার হোর্রা, আহ্লাদের টিটকিরিতে আমোদের চূড়ন্ত হোচ্ছে; সঙ্গে অনেক লোক আছে বোলেই ক্রমে ক্রমে সকলে ঘাটে গিয়ে পৌছিল

নতুবা অনেককেই রাস্তায় পদ্মলাভ কোরে পোড়ে থাকতে হোতো, পূর্ব্বেকার রাজ-রাজড়ারা যেমন মধুপান কোরে জলক্রীড়া করিতেন, বাবু এবং বিবিরা তাহার অনুরূপ কোত্তে লাগলেন। এদিকে আদ্দিগঙ্গা মোজে এসেছেন,তাতে তখন ভাঁটা পোড়েচে, বাবু এবং বিবিদিগের ডুবজল হোলো না বোলেই রক্ষা, নতুবা যদিও সঙ্গে অনেক লোক আছে চোলে, ছটী একটী নাও মোত্তো, কিন্তু ডুবে হাপানী-চোবানী ও পেট পোরা জল অনেকেই খেতেন, এতেই যে কিছু হলো না, এমত নহে, দু এক ঢোক জল অনেকেই খেলেন।

ওখানে গিন্নী কালি দর্শন কোরে সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ কোল্লেন, ব্রাহ্মণ,কুমারী ও কাঙ্গালীদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে ছটী একটী পয়সা দিতে লাগলেন, হোলো কাহারও বেলা পয়সা থাকতে মন্দিরের উপর "আর পয়সা নাই" বোলে ফেল্লেন, তথা হইতে নকুলেশ্বরের কাছে গিয়ে দু পয়সার দুধসিদ্ধি ও গঙ্গাজল ও এক পয়সা দক্ষিণা দিলেন,পথেও দুএকজন কাঙ্গালীকে দুটো একটা পয়সা দিয়ে বাসায় ফিরে এলেন।

ওখানে বাবু এবং বিবিদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্নান কোরে আপনি উঠ্‌চে,কাহাকেও বা জোর কোরে ধোরে তুল্‌তে হোচ্ছে, চক্ষু সব লাল হয়ে উঠ্‌চে, কাহার বা গায়ের কাপড়ই খুলে যাচ্ছে, কাহারও আঁচলটাই ভুঁয়ে লুটুতে লুটুতে আস্‌চে, কেহ খানিক দৌড়েই এলেন, মোসাহেবদিগের মধ্যে কেহ ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এক পায়েই আস্‌চে, (লোকে আবার নাটক কোরে লোক্‌কে দেখাতে যায়, বিশ্বরঙ্গভূমিতে আমরা ত সং সেজেই আছি, আবার সেজে গুজে যে লোক দেখান, সে কেবল লোক ঢলানমাত্র) বাবু এবং বিবিরা বাসায় এলেন, কেহ কাপড় না ছেড়েই আগে মদ চাচ্ছেন।

গিন্নী রকম দেখে রাগে গরম হয়ে সকলকে ধমকাতে আরম্ভ কোল্লেন এবং মনে মনে কোচ্ছেন যে,আজ আমি না এলে না জানি এরা কি কাণ্ড কোত্তো ?

রামমণির ধমকানিতে সকলেই টীট হোলেন, ওদিকে রান্নাও সব প্রস্তুত হোলো, চাকরেরা পাতা পেতে দিলে, রশুয়ে ব্রাহ্মণেরা পরিবেশন কোত্তে আরম্ভ কোল্লে। চন্নবিলাসী, মিতিন, মকর, গঙ্গাজল ও আর আর বিবিদিগকে খেতে ডাকৃতে লাগ্লেন, মোসাহেবদিগকে না ডাকৃতে ডাকৃতেই কেহ আগে গিয়ে পাতের কাছে বোসেচে, কেহ বিবিদিগকে "চলুন না চলুন না" বোলে আহ্বান কোচ্ছে, কেহ নেশার ঝোঁকে চিতপটাং হয়ে পোড়ে পোড়েই "রান্না কি হোলো"বোলে চেঁচিয়ে উঠ্চে, যারা জমী নিয়ে মড়ার মতন পোড়েচে, চাকরেরা তাদের নাড়া চাড়া দিয়ে ডেকে তুল্তে না পেরে, নড়া ধোরে বসিয়ে দিচ্ছে। তখন কি তাদের আর ক্ষুধা আছে যে, বোসে আহার কোর্বে?—সে কালের মুনি-ঋষিরে যেমত ভগবানকে পাইবার জন্য কেবল আনন্দরূপ অমৃত পান কোরে মোহিত হইয়া থাকৃতেন, কাহার গায়ে উয়ের ঢিপী হোতো, কাহারও গায়ে গাছপাথর জন্মে যেতো, কত কাণ্ড হয়ে গেলেও ধ্যান ভঙ্গ হোতো না, (এখন আর সে সকল অনেকে বিশ্বাস করেন না) মোসাহেব বাবুদিগের মধ্যে কেহ কেহ নেশা-দেবীর আরাধনায় মদরূপ আনন্দ-পীযূষপান কোরে মোহিত হোয়ে গ্যাচেন, নড়া ধোরে বসিয়ে দিলেও পুনর্ব্বার মড়ার মতন পোড়্চেন, হাজার দু-হাজার ডাক ও ঘুষো-ঘাষা রদ্দা-টদ্দাতেও ধ্যানভঙ্গ হোচ্চে না।

বিবিদিগের মধ্যেও দু একজনা ঐ পথে গিয়েচেন,তবে তাদের বেলা অতটা আর ঘোট্চে না, ঘন ঘন ডাকা হোচ্ছে, দু একবার তুলে বসিয়ে দেওয়াও যাচ্ছে, কোন মতে তারাও আর বোস্তে পাচ্ছে না। বসিয়ে দিলেই অমনি শুয়ে পোড়্চে, আর থেকে থেকে লজ্জাকে শরীর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

রামমণি ও তাহার সঙ্গের লোকদিগের আলাদা একটা ঘরে পাতা হয়েচে। চন্নবিলাসবাবু ও চন্নবিলাসী না খেতে বোস্লে তারা খেতে বোস্তে পাচ্ছে না।

রামমণির একে ক্ষিদে বরদাস্ত হয় না, তাতে বেলা হয়েচে, মাথা ঘুচ্ছে, চোখে যেন শোরষে ফুল-দেখ্‌চে। এ দিকে তয়েরি ভাত পাতে শুকিয়ে যাচ্ছে, রাগে গাটা যেন গিস্‌গিস্‌ কোচ্ছে; মনে মনে খানিকটে গুম্‌রে গুম্‌রে শেষে আর চুপ মেরে থাকৃতে পাল্লে না, "ভালো আপদ্‌, ভালো গেরো" "পাঁচজন পরকে এনে এ যে ভারী দায় হোলো," "আহা! বাবুর ও চন্নবিলাসীর ঢল্‌ঢলে মুখ, না খেয়ে যেন আমসীর মতন শুকিয়ে গ্যাছে।" গ্যাজ গ্যাজ কোরে কতই বোক্‌তে লাগ্‌লো; তাতে, যারা মড়ার মতন পোড়েচে, তারা তো সকলই শুন্‌তে পেলে, আর মোসাহেবদিগের তো ভারী মান, যে এ কথায় তাদের অপমান বোধ হবে। তবে বিবিদিগের মধ্যে যাদের গায়ে পাঁচখানা গয়না আছে এবং নেশাও তাদৃশ হয়নি, তারাই চন্নবিলাসীকে বোল্লে, "চন্নবিলাসি! দেখ ভাই! পাঁচজনকে আন্‌লে যদি 'ভালো গেরো' 'ভারিদায়' হয়, তবে এমন আন্‌তে হয় না, আমরা কি ভাই আপনারা যেচে এসেচি? মানুষকে নিমন্তন্ন কোরে এনে এমন কোরে কেউ আর খ্যাত্‌লায় না। নাকে কাণে খত ভাই! পরের সঙ্গে আর প্রাণ থাকৃতে কোথাও যাবো না; পরের সঙ্গে আস্‌বার আজ খুব ফল পাওয়া গেলো। আবার বাবুকে না বোলে লুকিয়ে এসেচি, তাতেও কি ফল ফোল্‌বে, তা বোল্‌তে পারি না। সে যা হউক ভাই আমাদের কালীদর্শন দিব্য হয়েচে, এখন একখানা গাড়ী ডাকিয়ে দাও, আমরা বাড়ী যাই।"

চন্নবিলাসী কহিল, "মাপ কর ভাই! মায়ের স্বভাব তোমরা তো জানো? বুড়ো হোয়েচেন,সর্ব্বদাই গ্যাজ২ কোরে থাকেন, ওঁর বকুনির দায়ে আমরা ত্যক্ত হয়ে গেচি, তোমরা ভাই মায়ের কথায় কেউ রাগ কোরো না। যে রাগ কোর্‌বে সে আমার মাথা খাবে! মরা মুখ দেখ্‌বে, কাশিমিত্রের ঘাটে পোড়াবে। আমি ভাই তোমাদের সবার পায়ে ধচ্চি, চল ভাই, খাওয়া দাওয়া করা কগে।"

চন্ননবিলাসী ভারী তয়েরি, পাঁচজনকে নেমন্তন্ন কোরে এনেচে, তাদের না খাওয়ালে অখ্যাতি হবে বোলেই পাঁচজনার পায়ে ধোচ্চে, নতুবা তিনিও একজন কম চেটাংঙে খান্‌কী নন! আড়ালে বাবুকে ডেকে নিয়ে বোল্‌চে, র‍াঁড়েদের কেমন সর্‌দি গর্মি র ধাত, দেখ্‌লেন। আমার এমন পঙ্গ পাল নিয়ে আস্‌তে মন ছিল না? এ কি বাবু! একে বেটীদের এনে টাকা ব্যয়, তাতে আবার পায়ে ধরা, একেই লোকে পিয়াজ-পয়জার বলে। আমি একবার সেধে এসেচি, তুমিও একবার যাও, না হয় চল দুজনে ফের যাই, যখন সঙ্গে কোরে আনা গেছে, তার কথাই নাই, কিন্তু এবার যদি কখন কোথাও আসা হয়, আমি এই নাকে কাণে খত দিয়ে বোল্‌চি, এমন পাঁচজনকে আর সঙ্গে কোরে নে আস্‌বো না। আজ এখন দেবীদের ফুল পোড়্‌লে হয়, তয়েরি ভাতে এ কি কম গেরো?"

চন্ননবিলাস বাবু গুরুর কথা কাট্‌তে পারেন, কিন্তু চন্ননবিলাসীর কথা কাটতে সাধ্য কি? অমনি বিবিদিগের নিকটে এসে কহিল, "গোলাপ! মকর! মিতিন! গঙ্গাজল! তোমরা ভাই কেহ আজ্‌ রাগ কোরো না, তা হোলে বড় দুঃখ হবে; আমি ভাই তোমাদের পায়ে ধোরে বোল্‌চি, আজ্‌ সকলে সকল বিষয় আমাকে মাপ কর।"

বাবুর ও চন্ননবিলাসীর কথায় যাদের মন ভাল, তাদের রাগ পোড়ে গেল, সহজেই পাতের গোড়ায় এসে খেতে বোস্‌লেন। যাদের কুচুটে মন, তারা রামমণির সেই কথাগুলি মনের মধ্যে যেন পুঁটলী বেঁধে তুলে রাখ্‌লে, হাত ধোরে টানাটানি ও কত মাথার দিব্বি দিতে শেষে খেতে এলেন। অপর অপর বিবিরা, মোসাহেববৃন্দ গুলো, চন্ননবিলাস বাবু ও চন্ননবিলাসীও সব একসঙ্গে খেতে বোস্‌লো; কেবল যারা মরার মতন জমী নিয়ে পোড়ে আছে, তাদের পাত গুলিই এক পাশে পোড়ে রইলো। একজন চাকর একখানা পাখা নিয়ে বাতাস কোরে মাছী তাড়াতে লাগ্‌লো।

রান্না খুব উত্তম হোয়েচে, মোসাহেবেরা বাবু যতক্ষণ ভাল কি

মন্দ হয়েচে না বোল্‌চেন, ততক্ষণ কেহ কিছু বোল্‌তে পাচ্চে না। বাবু একবার বেশ রান্না হয়েচে বোল্‌তে, সকলেই "বেশ রান্না, হোয়েচে" "বেশ রান্না হোয়েচে" বোলে যেন চড় বড়িয়ে খই ফুটিয়ে দিলে।

অবিদ্যাদিগের মধ্যে দোঁকোবেগুন, ঠুঁটো কাঁচকলা ও পচা গুঁড়ো চিংড়ির মুণ্ডপাত কোরে এক বেলায় ডেড়কুন্‌কে আদ্‌রেক চেলের ভাত হাস্‌তে হাস্‌তে অনেকেই খায়, কেহ কেহ একদিন বেঁধে দুদিন সারে, কিন্তু কোন বাগানে, কালিঘাটে, কিম্বা অন্য কোথাও পোলাও, কোপ্তা, কাবাব, কালিয়ে প্রভৃতিতেও তাদের নাকটা উপরে উঠে থাকে; কোন জিনিস আর মুখে ভাল লাগে না। কেহ কেহ খাওয়া কম দেখাবার জন্য কেবল তিন আঙ্গুলে পাতের ভাত এক একবার নাড়েন; দুটো চারটে পেটে যায় কি না সন্দেহ। লুচি হোলে দুখানা আর ছেঁড়েন না, বাড়ীতে একডজন রুটী একটু পচা ঘিয়ের হাত বুলিয়ে দুখানা কুমড়ো ভাজা ও দুটো কাঁচা পিয়াজ দিয়ে মেরে দ্যান। অন্য কোথাও "ঘি কোড়ো" "কালিয়ে এঁকে গেচে" বোলে কতই নিন্দা কোত্তে থাকে। কেহ কেহ পোলাও কখন চোখে দেখেনি, কিন্তু কোথাও খেতে পেলে (জন্মে যা হয়নি তা হোলো) মুখে বলা হোচ্চে, "রান্না বড় ভাল হয়নি, আমরা রোজ পোলাও খাই" এদিকে পেটের ভাত যুটে উঠে না, কাহার পিসী, কাহার মাসী দুটী দুটী পাতের ভাত খেতে দেয় এই মাত্র, পর্‌বার কাপড় ধার কোরে যদি এক যোড়া কখন কেনে, ছমাসে তার টাকা শোধ যায় না, এদিকেও আবার রাত্রিবাস কাপড় থাকে না বোলে, সে কাপড় আর ধোবার বাড়ী যায় না। অনেকেরই অন্নবস্ত্রের দুঃখের শেষ নাই। ধাতের কথাও এইখানে একরকম বলা হোলো, তবে কারো কারো পায়ে চার গাছী মল, হাতে দুগাছা বালা, কাহারও তার উপর গলায় এক ছড়া চিক, কিংবা দুছড়া যশম আছে, তাও বচরের মধ্যে ছ মাস বাঁধা পড়ে, কারো পিসী কারো মাসীর পাঁচখানা গয়না আছে বলে সেই দেমাকেই মরেন, (আজকাল মায়ের হাতে বিষয় থাক্‌লেও

ছেলের দুঃখ ঘোচে না) তাঁদের মাসী পিসীরা আবার এমনি, যদ্যপি কোন পরবে কিংবা কোথাও যেতে দুখানা গয়না চেয়ে পাঠায়, প্রথমে দেবো না বলেই জবাব দেয়, শেষে অনেক খোসামোদ করে যদ্যপি দুখানা গয়না আনে, কিন্তু সন্ধ্যা না হোতে হোতেই অমনি তার তরে পাঁচবার লোক পাঠাচ্চে; একদিনের জন্য বিশ্বাস করে না। মাসী পিসীর যদ্যপি সক্ত বিয়ারাম হয়, উইল করবার সময়ে ভাইঝী বোন্‌ঝীর নামে দশটা টাকাও পড়ে না, অমুক বাবুকে কিংবা অমুক বাবুর ছেলেকে সব দিলেন, ভাইঝী বোন্‌ঝীরা আবার এমন পিসী-মাসীর দেমাক করে।

থানকীদিগের মধ্যে যাদের কিছু নাই, তাদেরই আবার ঠ্যাকার জিয়াদা!

বিবিরা খেতে বোসে কেবল এক একবার মুখে হাত ঠেকাচ্চেন, পেটে একটু যাচ্চে কি না সন্দেহ! (তাহাদিগের কম খাবার কারণ এই যে, লোকে বল্‌বে, অমুকে খুব কম খায়। কিন্তু পাঁচ সাত দিন ঐ রকম খেতে হোলেই আপ্‌নার মুখ আপনাকে খেতে হয়; আর তাদের খাবার বেলা কেবা তাদের হাত মুখের দিকে চেয়ে থাকে ?) চন্নবিলাসীও তাদের মধ্যের একজন তো বটে! তিনিও সকলি জানেন, "দেয়ের কাছে কোঁকছাপি চলে না," তিনি মিতিন, মকর, গোলাপ গঙ্গাজলদিগকে মাথার দিব্বি দিয়ে খাও-য়াতে লাগ্‌লেন।

চন্নবিলাসবাবু ও চন্নবিলাসী প্রথমতঃ দুজনে এক পাতে বোসেছিল, শেষে মুখে তোলাতুলি হোতে হোতেই পাঁচ সাত পাত এক হয়ে কালীঘাট জগন্নাথক্ষেত্র হয়ে পোড়্‌লো, আমোদের চূড়ন্ত হোচ্চে, কে যে কার মুখে তুলে দিচ্চে, তার আর বিচার নাই।

বাবু ও চন্নবিলাসী খেতে বোস্‌তেই রামমণিও আপনার সঙ্গের লোকদের নিয়ে খেতে বোসেছিল; তারা খেয়ে আচিয়ে এসে পান-তামাক খাচ্চে, কিন্তু এ দলের আর খাওয়া শেষ হোচ্চে না,

মধ্যে মধ্যে দু একজনার নেশা ছুটে যেতে অম্‌নি ছুটে গিয়ে পাত নিয়ে বোস্‌চে, ভারী রগড় হোচ্চে, থেকে থেকে এক একবার হাসির হোর্‌রা উঠ্‌চে, আমোদের আর সীমা নাই।

খাওয়া শেষ হোতে চন্নবিলাসবাবু একজন মোসাহেবের মাথায় খানিক দই ঢেলে দিলেন, চন্নবিলাসীও বাবুর মাথায় সকড়ী হাতটা বুলিয়ে দিলে, গঙ্গাজলও চন্নবিলাসীর মাথায় একমুটো পোলাও নিয়ে দিলে, এই রকম হোতে হোতে ক্রমে আর কেহই বাকি রইলো না। নন্দোৎসবে লোক কেবল দই আর হলুদগুলো কাদা কোরে আনন্দ করে বৈ ত নয়; এঁরা দোয়ে জাফরাণ গুলে কোচ্চে, সক্‌ড়ীর ছড়াছড়িতে কেহ তার উপরে গড়াগড়ি কাদা দিচ্চে; মাছের কাঁটা পাঁঠার হাড় কত কি গায়ে ফুট্‌চে। কোন কোন মোসাহেবের পীঠের উপরে মুষ্ট্যাঘাত চপেটাঘাত প্রভৃতিও পোড়্‌চে (মোসাহেবেরা পোড়ে মার খায় বোলেই রক্ষা, তেমন তেমন লোকের সঙ্গে হোলে উত্তর উত্তর শ্রাদ্ধ গড়াত, তার আর সন্দেহ ছিল না।) বাসায় আর কারো আঁচান হোলো না, পুনর্ব্বার আদি-গঙ্গায় গিয়ে সকলে স্নান কোরে এলেন। কাপড় ছেড়ে পান-তামাক খাবার সময়ে একটী দুটী কোরে আবার সব কাঙ্গালী আস্‌তে লাগ্‌লো! প্রথমতঃ একটা কোরে পয়সা দিলেন। (কালী-ঘাটে কাঙ্গালী ত এমন নহে; পালে পালে শেষে যেন সব পঙ্গ-পালের দল আস্‌তে লাগ্‌লো। এদিকে যাদের পয়সা দিচ্চে, তারা আবার ওদিকে হাত পেতে দাঁড়াচ্চে, একবার নিয়ে কেউ ক্ষান্ত হোচ্চে না।) চার পাঁচ জনকে একটা পয়সা দিয়েও কুলোতে পাচ্চেন না, শেষে পয়সার বদলে প্রহার প্রদান কোরে কাঙ্গালী বিদায় কোত্তে হোলো।

✓ কালীঘাটে কাঙ্গালীদিগের অত্যাচারে যাত্রীরা পালাই পালাই ডাক ছাড়ে, আহারাদির পরে কেহ আর বাসাতে চারদণ্ড বস্‌তে পারে না।

রামমণি, চন্নবিলাসীকে ডেকে বোল্লেন, "চন্নবিলাসি! কালী-

ঘাটে আসা গেচে, কেবল খেয়ে আর কালী দেখে যেন সুধু হাত নেড়ে গিয়ে ঘর ঢুক্‌তে না হয়। কতগুলো জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী যেতে হবে। বাছা! বাবুদিগের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, উঁহারা পরের ছেলে, আজ্ আছে কাল নাই; ওঁদের ঠেঁয়ে নগদ টাকা, এলবাক পোষাক, যা হোক্ কোনমতে নিতে পাল্লেই হোলো। এই সময়ে যা টেনে টুনে কোর্‌বি, তাই হবে, এর পর এমন দিন আর রবে না। বাবুদিগের যদ্দিন মন থাকে, তাঁহারা সকল শাস্ত্রে বিদ্বান্ হোলেও খান্‌কীদের এক অক্ষর (ণ) আন বিদ্যার কাছে পরাজয় হন। বাছা! সেই আন অক্ষরটীকে এমনি সাধিতে হয় যে, একবার আন বোল্‌লে আর কি কারো বাপের সাধ্য যে, না এনে চুপ মেরে থাকতে পারে? চুরিই করুক, সিঁদই কাটুক, কিংবা মাগের গয়নাই বেচুক, তাকে আন্‌তেই হবে। চয়নবিলাসি! সময়ে যে দশ টাকা উপার্জ্জন কোরে বুঝে চোল্‌তে পারে, সে অসময়েও এক মুটো ভাত সুখে খেতে পায়, আর সময়ে যে বুঝে চলে না, অসময়ে তার দুর্দ্দশার শেষ থাকে না। আমরা এই বয়সে যে কত দেখ্‌লুম, আর এখন যে কত দেখ্‌বো, তা বল্‌তে পারিনে। কত কত বড়মানুষের ছেলেরা বিপুল বিভব পেয়ে, বুঝে না চোল্‌তে পেরে, সব ফুঁকে দিয়ে পথের ভিখিরী হয়েচে, আজ এর বাড়ী, কাল ওর বাড়ী কোরে পেট টেলে বেড়াচ্ছে। কত কত লোক সময়ে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন কোরে উড়িয়ে দিয়ে, শেষ খুব কষ্ট পাচ্চে। খানকীদিগের মধ্যে অনেকে দশখানা বেশ গয়না কোরেও বুঝে চোল্‌তে পারেনি, কেহ কেহ সময়ে উপার্জ্জনে মন না দিয়ে (যারা আমাদিগের সঙ্গে সম ভাবে ইয়ার্কি দিয়েচে) কেউ চাকরাণীবৃত্তি, কেউ গোলায় কুলো ঝেড়ে ধূলো মেখে কক কষ্টে এক মুটো ভাত খাচ্চে। লোকের দুর্দ্দশা মনে হোলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। বাছা! কার ভাগ্যে যে কি আছে, তা কি কেহ বল্‌তে পারে? এখন তুমি মানুষের মতন হয়ে আপনার বুঝ্‌লে আমি বাঁচি।"

চন্নবিলাসী কহিল, "মা! আমিও মনে মনে কোচ্চি যে, কালীঘাটে আসা গেচে,অন্য অন্য আগড়ম,বাগড়ম,পট,ফট, না নিয়ে মনটাক পিতল-কাঁসার জিনিস পাঁচ রকমে নিতে পাল্লে কাজ হবে।"

রামমণি কহিল, "বাছা! এইটী যে বুঝেচো, ইহা সিয়ানার কর্ম্ম বটে! সিয়ানা কেউ গাছ থেকে পোড়ে হয় না, আপনার গণ্ডা বুঝ্‌তে পাল্লেই সিয়ানা হোলো।"

বাবু চন্নবিলাসীকে চোকের আড়াল কোরে থাক্‌তে পারেন না, একবার তাহার মায়ের কাছে গেচে, অমনি "চন্নবিলাসী" বোলে চন্নবিলাসীকে ডাকৃতে আরম্ভ কোল্লেন। রামমণি অমনি বলিল, "যাও বাছা, বাবু ডাকৃচেন।"

চন্নবিলাসী হেল্‌তে দুল্‌তে ও ন্যাকা কথা কইতে কইতে নিকটে এসে বোল্‌লেম, "বাবু! বেলা যে গেল গো? থ্যাল্‌না ট্যাল্‌না কখন্ আর কিনে দেবে?" বাবু অমনি দুজন মোসাহেব ও দুজন দরোয়ান সঙ্গে দিয়ে বিবিকে বাজারে পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপর অপর বিবিরাও গেল। চন্নবিলাসী পঞ্চাশ ষাট টাকার পিতল কাঁসার জিনিস আপনার জন্য কিনে, মিতিন সকর গঙ্গাজল-দিগকে কারেও দু পয়সার একখানা ছবি, কারেও দুপয়সার একটী মেটে গণেশ, কারেও ন্যাকড়ার করিয়া পুতুল, কারেও দুপয়সার টিনের পাল্‌কী কিনে দিলেন।

কালীঘাটে কি বাজার, কি কালীর বাড়ী, কি নকুলেশ্বর তলা, কি বাসা, সকল জায়গাতেই কাঙ্গালী ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। চন্নবিলাসী বাজারে যেতেও চার্‌দিনে কাঙ্গালীতে ছেঁকে ধোরেচে, দুটো চার্‌টে পয়সা না দিয়ে বাসায় আর ফিরে আস্‌তে পাচ্চে না, কত কষ্টে সকলে বাসায় এলো।

বাড়ী আস্‌বার উজ্জুগ হোতে লাগ্‌লো, গাড়োয়ানদের গাড়ী যোতবায় হুকুম হোলো। বাবু এবং বিবিদিগের নেশা সব ছুটে গেচে,চক্ষু সাদা হয়েচে,মন ফস্‌ফস্ ও গা ঘ্যাতঘ্যাত কোচ্চে,খোঁয়ারির সময় আবার একটু মদ না খেলে আর শরীর শোধরাবে না।

বাবুদিগের ও বিষয়টী কখন কম হয় না, আর কম হলেও অকুলন হয় না। কালীঘাটে চন্ননবিলাসবাবুর কোন বিষয়ই কম হয়নি, তখনও পাঁচ সাতটা আদত মাল মজুত ছিল, উপস্থিতমতে অমনি বোতলের কাক্ খোলা হোতে লাগ্‌লো, সকলেই আবার একটু একটু খেলেন।

গাড়োয়ানেরা গাড়ী সব যুতে এনে সার দিলে,চাকরেরা জিনিস-পত্র গুছিয়ে বইতে লাগ্‌লো, বাবু এবং বিবিরা ও মোসাহেবেরা গাড়ীতে গিয়ে উঠে বোস্‌লো। ক্রমে গাড়ীগুলি ছাড়া হোচ্চে; সেই সময়ে কয়েকজন হোঁত্‌কা শরীর পুরুষ, ও ধুমোধামা কাঙ্গালী মাগীগুলো, কেহ গাড়ীর পেছনে, কেহ গাড়ীর পাশ ধোরে "বাবু! একটী পয়সা, বাবু! একটী পয়সা" বোল্‌তে বোল্‌তে ছুটচে, মুখে ফেকো উঠ্‌চে, মাথার ঘাম পায়ে পোড়্‌চে, ক্লেশের শেষ নাই, (খেটে খেলে অক্লেশে খেতে পারে, তাহা হইলে অত কষ্ট পায় না এবং কালীঘাটে লোক গিয়ে আর কাঙ্গালীদিগের জন্য জ্বালাতনও হয় না) চন্ননবিলাস বাবুর আস্‌বার সময়েও কাঙ্গালী বিদায়ে দুটো চার্‌টে পয়সা গেল।

সকলে বাড়ীতে এসে পৌছিলেন, চন্ননবিলাসবাবুর এক দিনে আড়াই শ টাকার উপর খরচ হয়ে গেল, নাম হলো; "কালীঘাট;" গুজব উঠ্‌লো, চন্ননবিলাস বাবু আড়াই শ টাকায় কালীর পূজা দিয়ে এলেন।

চন্ননবিলাসীর দর্শনী	১৲
বাবুর নিজের দর্শনী	।০
পূজা	১৲
রামমণির পূজা	৭৲
	৯।০

ন টাকা চার আনা কালীর পূজায় গেছে।

কাঙ্গালী বিদায়	১০৲
	১৯।০

সৎকর্ম্মে স উনিশ টাকা খরচ মাত্র।

(আজ্‌কাল অনেক নব্য বাবুরা সৎকর্ম্ম এবং অসৎকর্ম্মে এই-রূপ ব্যয় করিয়া থাকেন।)

কোন দিন চন্দনবিলাসবাবুকে একজন মোসাহেব কহিল, "মহাশয়! বড়দিন, আজ্‌কাল ইংরাজটোলায় ভারী ধুম্ লেগে গেচে, বাড়ী যে সব সাজাচ্চে, তা আর কি বোল্‌বো? বিশেষতঃ হোটেলের দিকে চাওয়া যায় না।"

চন্দনবিলাসবাবুর তখন বাবুয়ানার সময়, টাকাকে টাকা বোধ করেন না, আমোদ পেলেই হলো, অমনি বোলে উঠ্‌লেন, "আমা-দের বড় দিন কোল্লে হয় না?" অপর একজন মোসাহেব কহিল, "মহাশয়! তার আটক কি? এতে আর তো নশো পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে না।" আর একজন মোসাহেব কহিল, "টাকার তরেই ত সব আট্‌কাচ্চে।" বাবু কহিল, "মিছে গোল কোরে আর কাজ নাই, এখন একখানা ফর্দ্দ ধোরে সব উজ্জুগ কোরে ফেলো।"

একজন মোসাহেব অমনি মোটামুটীগোচ একটাকার গাঁদা-ফুল, দশ বারো টাকার মদ, দশ বারো টাকার আপ্‌নাদের মতন খাই-খরচ ধোরে পঁচিশ টাকার ফর্দ্দ দিলেন।

বাবু ফর্দ্দখানি দেখে, হেসে, ছিঁড়ে ফেলে বোল্‌লেন, "আপ্‌না-দেরই কেবল পেটগুলির ফর্দ্দ দিলে, আপনারা কবেই না খাওয়া যায়? বড় দিন! দশজন মানুষকে নেমন্তন্ন কোত্তে হবে, তাদের মেয়েমানুষ আছে এবং আমাদের আলাপীও মেয়েমানুষ সব রোয়েছে, সকলকে না বোলে চুপি চুপি ঘরে ঘরে বড়দিন কোল্লে শেষে আর কি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারা যাবে? সকল-গুলিকে আন্‌লে দুঃখীর কার্ত্তিকের মতন কেবল চুপ মেরে বোসে থাকাও তো হবে না। দু তরফা বাই, চার তরফা খেমটাও চাই, বড়দিনের আমোদ আহ্লাদ বাড়ীর চেয়ে বাগানে করাই ভাল। বাগানটা সাজাতে গেলেই দশ বারো মণ গাঁদাফুল চাই। আর

তেলের আলো কিছু মজ্‌লিশী আলো নহে, মোমের বাতি না আনলেও রাত কাট্‌বে না। শুধু বাগানটী সাজিয়ে কেবল নাচ দেখালে তো হবে না। দশজন নেমন্তন্নের সহিত আরো কুড়িজন মানুষ আস্‌বে, সকল মানুষ কিছু এক রকম নেশা করে না, আবকারীর বিষয় সকল রকমই রাখ্‌তে হবে। (মদ) স্যাম্পেন, লিকর, ব্রাণ্ডী ও বিয়ারই অধিক চাই, চেরি সেরি না রাখলেও চল্‌বে না, জিনও দু তিন বোতল রাখ্‌তে হবে, ধাড়ী পাড়্‌বার জন্য নডেলাম প্রভৃতি রাখাও খুব কর্ত্তব্য। কত কত লোক মদ খেতে ঘৃণা করেন, কিন্তু এদিকে মুসলমানের জল ভিস্তির নেশার (তাড়ি) বাঁক খালি কোরে দেন, তাঁদের জালাপেট পোরাবার জন্য দু চার জালা তাড়িও চাই। গাঁজা, গুলী, চণ্ডু, চরস, মাজম, খাট্টা, গুলকন্দ ও টকপাত প্রভৃতিও রাখ্‌তে হবে। অম্বুরি, ভ্যাল্‌সা, মিঠে ও কড়া তামাক, নস্য পর্য্যন্ত আবকারীর বিষয় চাই। লোকে যেন কোন জিনিস চেয়ে 'পেলুল না' না বলে। আর নেশা হলে দুজন চারজন জমী নিয়ে পোড়্‌বেই তার সন্দেহ নাই। লোকে আমোদ আহ্লাদ কোর্ত্তে এসে নেশা কোরে বে-এক্তিয়ার হয়ে যে কষ্ট পায়, তাতে আমার ভারী দুঃখ হয়।

কত কত লোক এমনি ছিল, মানুষের মদের উপর মদ কিংবা মদের সঙ্গে আরো কত কি নেশার জিনিস মিশিয়ে দিয়ে মাতাল কোরে নকল দেখ্‌তেন, কাহারও চোকে কাপড় বেঁধে মাথায় চাপড় মার্ত্তেন, কাহাকে গ্লাসে পেচ্ছাব করে মদ বোলে খেতে দিতেন, কাহারও গোঁপ আদখানা কিংবা ভ্রূদুটো কামিয়ে দিতেন; শরীরে দয়ার লেশ ছিল না, একবার যে ঠেক্‌তো, সে আর পুনর্ব্বার বাড়ী মাড়াতো না। কারো বাগানে ফিষ্টি দিব বোলে নেমন্তন্ন কোর্ত্তেন, নেমন্তন্নী সেজে টেজে বাবুর বাড়ীতে এলে কোথায় বা বাগানে যাওয়া; যে তামাক ব্যতীত অন্য কোন নেশা করে না, তারে তামাক বোলে চরস টানিয়ে নেশা করিয়ে গালে চূণকালী ও অন্য অন্য রং টং দিয়ে বেশ কোরে সাজিয়ে বৈঠকখানার ঘরে শুইয়ে

চাবী দিয়ে আপনি অন্দরে গিয়ে শুতেন। খানিক রাত্রে গরিবের ছেলের নেশা ছুটে যেতে পেটের জ্বালায় ও মশার কামড়ে যে কি কোত্তো, তা আর বোল্‌তে পারি নে। আহা! এমন ক্রুর-অন্তর মনুষ্যদিগকে দেখ্‌লেই ভয় হয়, তাহারা যে কার্য্য করিতে না পারে, এমত কার্য্যই নাই। যাহাদিগের এমত ক্রুর এবং কঠিন অন্তর হয়, জগদীশ্বর তাহাদিগকে নৃশংস জানোয়ার না কোরে কি নিমিত্ত মানব করেন? অন্যের দুঃখ এবং কষ্ট দেখিয়া যাহার শরীরে দয়া না হয়, সে বিফল মানবদেহ ধারণের কি ফল আছে?

মনুষ্যের নেশা হোলে তাকে তোয়াজ কোরে ঠাণ্ডা করাই কর্ত্তব্য, একারণ তেঁতুলগোলা এবং কাঁঠালপাতার রস ও গোলাপ জল এ সকলই রাখ্‌তে হবে।

আজকাল অনেক নব্যবাবুরা তামসিক পূজা কোরে থাকেন, এবং দুএকখানা বারোয়ারি পূজাও সেইরূপ হোচ্চে, এদিকে ধুম-ধামের সীমা থাকে না, ও দিকে দশ পনেরোখানা পাতা পোড়্‌লো তো ঢের! তাও পচা ঘি, তেতো ময়দা ও দুর্গমণ্ডাতেই সারেন।

বাগানের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার তো সে রকম কোত্তে পারা যাবে না। কেউ হোটেলের খানা চাবে, কেউ মাছের ঝোল ভাত চেয়ে বোস্‌বে, কেউ তেঁতুলদে নোনা ইলিস, কেউ কাসন্দী দিয়ে কাঁকড়া দাও বোল্‌বে, কেবল পোলাও খিচুড়া লুচীটুচী কোল্লে তো চোল্‌বে না! অধিক কি বোল্‌বো, পান্তা ভাত পর্য্যন্ত কোরে রাখ্‌তে হবে।"

চন্দনবিলাসবাবুর কথা শুনে প্রধান মোসাহেব কপিঞ্জল কহিল, "মোশয়! আপনি হুকুম কোল্লে কি না হোতে পারে?" বাবু কহিল, "এর আর হুকুম কি? যখন মুখ দিয়ে বোলেছি, তখন এ বিষয় কত্তেই হবে। আধুনিক ছেলে তো নই, যে পেঁচ্-পা হবো?"

বাবুর কথা শুনে মোসাহেবেরা আহ্লাদে একটা শব্দ কোরে সকলে যেন নেচে উঠ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব জিনিসপত্র এনে বৈঠকখানার ঘরটা ভোরে ফেল্লে, ইয়ার-দোস্তেরা খবর পেলে,

অবিদ্যাদের নেমন্তন্ন করা হোলো, সন্নী ধন্নী এক যোড়া বাইকে বায়না কোরে এলো, সন্ধ্যার সময়ে বাগানে যাওয়া হবে, এ দিকে বেলা চারটের মধ্যে এক রকম সব গুচোনো হোলো; কেবল যে চারজন খেম্‌টাওয়ালীর কথা বোলেছিলেন, বড়দিন বোলে তাদের পাওয়া গেল না (চন্নবিলাসবাবুর মতন আরো কত কত বাবুরা বড়দিন পেয়ে মেতে উঠেছে) সে চারজন খেম্‌টাওয়ালী কেহ অন্য বাবুর বায়না নিয়েছে, কেহ আপনার ঘরেই বড়দিনে মেতেছে। খেম্‌টাওয়ালারা এর কথা তার কথা নিয়ে যাতায়াত কোচ্ছে, শেষে পাঁচজনার পছন্দে, আর চারজন খেম্‌টাওয়ালীকে বায়না দিলেন।

বেলা থাকতে থাকতেই মোসাহেব পাঁচ সাতজন, বাবুর বাড়ীর চাকর আটজন ও দরোয়ান ছুজন জিনিসপত্র নিয়ে আগে গিয়েছে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা বাগান সাজিয়ে ও মজলিস কোরে ফিটফাট কোরেছে। সন্ধ্যা হোতেই খেম্‌টাওয়ালারা খেম্‌টাওয়ালী, তবলা, বিয়ালা, মন্দিরে, ও তোবড়া তুবড়ীতে গাড়ী বোঝাই কোরে খুলে চল্লো। সেঁক্রিয়াওয়ালীদের মিয়া সাহেবরাও সারেং, পাখোয়াজ, এসরাজ ও বাইজীদের নিয়ে চোল্লেন, মোসাহেবেরা ঘরসাজান ও বাজে আমোদের জন্য পেলী কাঞ্চনী ধুনি মণি প্রভৃতি চার পাঁচ-জনকে এক একখান গাড়ীতে পূরে চালান কোত্তে লাগ্‌লেন। নিজের গাড়ী নাই, বিষ পঁচিশ টাকা মাসে মাইনের একটী চাকরী আছে, তারই মধ্যে একটী তেলকাট চোদ্দসিকেগোচ বাঁধা, এদিকে হেঁটেই কুঠী করেন, কালে ভদ্রে শরীরটে অসুখ হোলেই বেতো রোগীর মতন গ্যাণিক সকের ন্যায় সেয়ারের গাড়ীতে বছোরের মধ্যে তিন চারদিন চড়েন তো ঢের! রবিবারে কিংবা অন্য কোন পরবটরবে বাবুর পোষাকী ইয়ার কেউ না এলে, কালে ভদ্রে বাবুর গাড়ীতে বোসে যেতে পান। এদিকে মোসাহেব নয়, তবে বাবু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জিনিসটে পত্রটা দিলেও নিয়ে থাকেন, "নির্বিষ সাপের কুলোপানা চক্রের ন্যায়" দেমাক খুব আছে, লোকের কাছে বোলে থাকেন, "চন্নবিলাসবাবু আমার ইয়ার"।

এমনতর বাবুর আটপৌরে ইয়ারেরা সেজে গুজে এসে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অপর অপর বাবুরা কেহ না এলে বাবুর গাড়ীতে এক সঙ্গে যাবে এই তাহাদিগের ইচ্ছে।

সেদিন আর সেটী হবার যো নাই, আজকাল বড়দিনটী বাঙ্গালী-দেরও পরবের টেক্কা হয়েচে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে চন্নবিলাস বাবুর সমতুল্য পাঁচ সাতজন ইয়ার নিজের নিজের গাড়ীতে আপন আপন অবিদ্যা ও দু একজন মোসাহেব সঙ্গে আস্‌তে লাগ্‌লেন, আটপৌরে ইয়ারেরা তাই দেখে ভাড়াটে গাড়ীতেই এগুলেন।

চন্নবিলাসীবিবি ও অন্য অন্য বাবুদিগের পাঁচ সাঁতটী অবিদ্যারা দুখানা বাড়ীর গাড়ীতে উঠ্‌চেন, পায়ে ঘুমুর দেওয়া মলের ও পায়জরের ঝমঝমানিতে সপ্তস্বরের ভ্রুর ভেঙ্গে যাচ্ছে, বারাণসী চীনেপুত ও গোটা অাঁটা কাপড় সব পরণে, আঙ্গিয়া ও কোর্ত্তাতে গোকরি, কীরণ, সল্মা, চুম্‌কীর কাজ করা, তার উপরে কারো বারাণসী সালের রুমাল, কারো কাশ্মীরী রুমাল, কারো চিকণের কাজকরা রুমাল, ও জামেয়ার ও যোড়া আছে, কারো ডায়মন-কাটা, কারো জড়াও গয়নার ঝকমকানিতে যেন বিদ্যুৎ হান্‌ছে, অবিদ্যারা যেন সব স্বর্গের বিদ্যাধরীরা এস গাড়ীতে উঠ্‌ছে। রাস্তার ছোট লোকগুলো অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে, একে বাবুর বাড়ীর সামিনে, তাতে রকম রকম তকমাওলা সব সিং-সাহেবরা ঘূচ্ছে, ভয়ে কেহ আর ঠাট্টা কোরে কোন কথাটী কইতে পাচ্ছে না। ছোট লোকদিগের সঙ্গে কত কত গেরস্ত ভদ্র লোকেরাও বিবি-দিগকে দেখে মনে কত খেদ কোচ্ছে, কেহ আপনার খোলা প্রাণের ইয়ারের সাক্ষাতে মনের কথা খুলে বোল্‌চে, "ভাই বড় মানুষরা যে জন্মায় সার্থক, আজ বড়দিন, আজ ছোটদিন, * আজ গুডফ্রাই ডে, নিত্য নিত্য এক এক রকম নূতন নূতন আমোদ নিয়েই আছে, টাকার তো ভাবনা নাই। পরব পেলেই আমোদ করে। আমাদের

* ইংরাজদিগের বৎসরের প্রথমদিন অর্থাৎ নিউইয়ার্স ডে। আজকাল অনেকে ছোটদিন বলেন।

এদিকে আন্‌তে ওদিকে কুলোয় না, কুড়ি টাকা মাইনে পাবো, কিন্তু এদিকে পঁচিশ টাকা ধার খরচ হয়ে আছে। কাল বড়দিন, একটী পয়সা হাতে নাই, ওদিকে মা আবার খবর দিয়েছেন, ভিরকুট বীচি * ফুরিয়েছে, কার কাছে যে একটা টাকা ধার কোর্‌বো, তাই এখন ভাবচি, ভাব্‌তে ভাব্‌তেই শরীরটে গেলো। স্ত্রীর আবার গুণের শেষ নাই, তিনি কোথাও নেমন্তন্নে গিয়ে,কিম্বা অন্য কোথাও যদি অন্যের কোন গয়নাখানা ভাল দেখ্‌লেন, তো অমনি খুচ্‌তে আরম্ভ কোল্লেন, একে ঋণের দায়ে এবং সংসারের জ্বালায় জ্বালাতন হয়েছি, তার জ্বালায় আর এক দণ্ড ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। ভাই! স্ত্রীটীর গুণের কথা বোল্‌তে গেলে আর কিছু থাকে না, ঘরে সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করে, যাকে যা ইচ্ছে তাই বোলে গালাগালি মন্দও দেয়, ইতর লোকের ঘরের চেয়েও সে এক কাটি বাড়িয়েছে। ভগ্নী ভাগনে ও ভাগনীগুলি ঘরে আছে, সর্ব্বদাই তাদের সঙ্গে লাগে, তারা যে একমুঠো ভাত খাচ্ছে, তা আর তার দিতে ইচ্ছা নাই। আমাকে স্পষ্টই বলে যে, তুমি পাঁচটা পরকে পুষে আমার মাথাটা খাচ্ছো। ভাই! পৈতৃক বিষয় নাই, তাতে আয় কম, তার উপর আবার ছোট ঘরের মেয়েটাকে বিয়ে কোরেই সারা হলেম। মা বোন ভাগিনে ভাগনীদের কোথা বার কোরে দিব? আর সে কি মানুষের কাজ? মা বোন যদি পর হয়, তা হোলে পরকালে আর আপনার কে হবে? মাতা দশমাস দশদিন গর্ভে স্থান প্রদান করে অসহ্য প্রসব বেদনা সয়ে বিশ্বকারুর এই সুচারু সৃষ্টি দেখালেন, মেগের বশ হয়ে যদি জননীর ভরণ-পোষণে অশক্ত হওয়া হয়, তাহা হলে পরকালে আর কি গতি হবে? ভাষা কথায় বলে 'কলির বৌ কুলের ধ্বজা' এবং 'কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানী' এ কথা অযথার্থ নহে। আমি দেখেছি, কত কত কলির বৌ কত কত লোকের সুখের সংসার ছার-

* চাউলকে অনেকেই বোল্‌তে আরম্ভ কোরেচেন।

খার কোরে দিয়েচে, 'ভেয়ে ভেয়ে মুখ দেখাদেখি নাই' 'খুড়ো ভাইপোয়ে আদায় কাঁচকলা' মা, বোন ভাই ভাইপো কুপোষ্য' কেবল মাগ ভাতার ও আপনাদের ছেলে নিয়ে সুখে থাকাই সুখ জেনেচেন। এদিকে যাঁরা পিতা-মাতাকে কষ্ট দিয়ে, ভাই ভাইপো ভাজ ও ভাগনেকে ঠকিয়ে সুখে থাক্‌চেন, ওদিকে তাঁদের জন্যই নরককুণ্ডটা ভাল কোরে সাজান হোচ্চে। আজকাল রৌরবের গৌরব ভারী, দেখ্‌বার জন্য অনেকেই সাজ্‌চেন। জেনে শুনে কি মেগের কথায় মাকে কষ্ট দিয়ে আমিও সেই সাজ পোরে পরকালের মুক্তিপথে কাঁটা দিব? আমি এই বুঝেচি, ভগ্নী, ভাগনে ও ভাগনী প্রভৃতিদের নিয়ে এক মুটো ভাত ডাল-ভাতে দিয়ে খাবো; সেও ভাল, মেগের কথায় মাগমুখোদিগের মত মাকে বাপের পরিবার, কিংবা কুপোষ্য বোল্‌বো না। কি বোল্‌বো, আমার হাতে টাকা নাই; হাতে যদি ভাই কিছু থাক্‌তো, তা হোলে মাকে ভাল কোরে সুখে রাখ্‌তেম। মা কি কম কষ্ট সোয়ে মানুষ কোরেচেন? খাবার জিনিস পেয়ে এক দিবসের জন্য মুখে দেন নি। মা যে কত স্নেহ করেন, তা ছেলের ছেলে হোলে তখন বিবেচনা কোল্লে জান্‌তে পারে, কিন্তু এখনকার মানুষ সে বিবেচনা করে না। আমরা আমাদিগের পুত্র-কন্যাদির প্রতি যেরূপ স্নেহ কর্‌ছি, মাতাও তো আমাদিগের প্রতি সেইরূপ স্নেহ করেন এবং এ পর্য্যন্ত তাঁকে কষ্ট দিলেও তাঁর স্নেহের লাঘব হয় না; তাঁর সে স্নেহ সমভাবই থাকে। পূর্ব্বেই বোলেচি, আমার হাতে কিছু নাই, আর হাতে যে কিছু হবে, সে ভরসাও নাই। এ জন্মটাই মিছে গেল; চন্দনবিলাসবাবু আজ বড়-দিন উপলক্ষে যে টাকাটা খরচ কোচ্চে, তাহার সিকি টাকা আমরা পেলে স্ত্রীকে পাঁচখানা গয়না দিয়েও সপরিবারে এক বচ্ছর সুখে খেতে পারি।"

আর আর কত লোকে কত কথাই বোল্‌চে। কেউ বোল্‌চে, "চন্দনবিলাসী কৈ?" কেউ বোল্‌চে, "ঐ যে চীনেপুত কাপড় পরা ঐ

চন্নবিলাসী।" কেউ বোল্‌চে, "ও না, ঐ হাতে যার রতনচুর, ঐ চন্নবিলাসী!" কতকগুলি লোকে এই রকম মিছে তর্ক কোচ্চে।

বাবুদিগের বড় দিনের ধূম্ দেখে চার পাঁচজন গেরস্ত-গোচ বাবুরাও ক্ষেপে উঠ্‌লেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পঁচিশ তিরিশ টাকা হোলেই বাগান হবে মোটমাট ধোরে ছ টাকা কোরে চাঁদা ধোল্লেন। কেউ টাকাটায় চার পয়সা সুদ কোব্‌লে ধার কোল্লে, কেউ স্ত্রীর গয়না বাঁধা দিয়ে আন্‌লে, কেউ হাত-কর্জ্জ নিলে, কাহারও নিজের নিকটেই ছিল, কেউ ঘরের থালা-ঘটী বাসন বেচেই চাঁদার টাকা আন্‌লেন।

বাবুদিগের নিজের বাগান কারোই নাই, দুজন একজন বড়-মানুষ বাবুর কাছে গিয়ে একখানা বাগানের চিঠি আন্‌লেন। জিনিসপত্র সব খরিদ হোলো, আরো দুটী তিনটী সেয়ারওলা জুটলো, ফায়-ফরমাস খাটতে ও গাইতে বাজাতে পারে, দুটী চারটী এরকম গ্রাটিসগোচ ইয়ারও নিলেন।

প্রায় পঞ্চাশ টাকা চাঁদায় উঠেচে, এদিকে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মাথা গুন্তিতেও বারোটী হয়েচেন। তিনখানি গাড়ী ভাড়া ছটাকা, রাণাঘেটে বামুনের দোকান থেকে পানতুয়া দুটাকা, কচুরী মিঠাইদিগর দুটাকা ও আঙ্গুর বাদাম পেস্তা বেদানাও কিছু নিলেন। মদ কুড়ি টাকা, (পয়সা কম, বাগানে কেবল খিচুড়ী হবে, সেইমত দ্রব্যাদি কিন্‌লেন) অবশিষ্ট গুটী আষ্টেক টাকা আছে, কারো একটী মেয়েমানুষ নিতে মত হোচ্চে, কারো কারো মত হোচ্চে না, শেষে সকলেরই একমত হোয়ে নেওয়াই হলো।

আজকাল অবিদ্যার অভাব নাই, কালীঘাট, স্নানযাত্রা কিংবা বাগানে মেয়েমানুষ একজনকে নিয়ে গেলে, তার সঙ্গে দুটো তিনটে ফাউও পাওয়া যায়।

বাবুদিগের মধ্যে জনেক দুজন গাড়ী হতে নেবে, একটা বারিকে গিয়ে দুটাকা কোব্‌লে একটী মেয়েমানুষ স্থির কোল্লেন। অবিদ্যাদের এদিকে যত গয়না পরা হোক আর নাই হোক্, আঙ্গিয়া

কোর্ত্তা ও ফের দিয়ে একখানা কাপড় পোরে, চোক্কে এবং ভ্রূতে কাজল দিয়ে তাড়কারাক্ষসী সাজ্‌তে হবে। বিবি, বাবু দুটীকে পান-তামাক দিয়ে, আগে চোক কুটকুট কোচ্চে বোলে চোকে কাজল পোল্লেন, এবং লুকিয়ে ভ্রূতেও একটু কাজল দিলেন। পায়ে চারগাছি মল, হাতে কেবল কাঁচের চুড়ী আছে। অন্য অন্য ভাড়াটেদের দুখানা গয়না চেয়ে পোরে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু বিশ্বাস কোরে কেউ তা দিলে না। কাপড়খানি আধ ময়লা হোলো, বাড়ীওয়ালীর কাছ থেকে যে দুটী আঙ্গিয়া কোর্ত্তা চেয়ে পোল্লেন, তাও আবার ধোপদাস্ত বোলে কাপড়ের সঙ্গে মিল্‌চে না, লোকে কথায় বলে, "নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল," বিবি তাই বুঝে চাপাচুপি দিয়ে তাই ঢেকে নিলেন। শীতকাল, শাল্ তো নাই, একখানি ছিটের দোলাই ছিল, সেইখানি গায়ে দিলেন, কাঁচ্-পোকার যে টিপ্‌টী কপালে ছিল, সেইটী অমনি রইলো, জেয়াদা খয়ের দিয়ে কেবল একটী পান খেলেন।

নীচের ভাড়াটে দুটী বাগানে যাবার কথা শুনে পর্য্যন্ত নিকটে বোসেই আছে, বাবুদিগকে থেকে থেকে পান-তামাক দিচ্চে, বিবিকে আরসী চিরুণী যোগাচ্চে, আপনারা মুখ ফুটে বাগানে যাবার কথা বোল্‌তে পাচ্চে না, কিন্তু কাজের দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ কোচ্চে।

বাবু দুটী তাদের মনের ভাব এক রকম বুঝ্‌তে পেরেচেন, পাছে আবার কিছু দিতে হয়, এই নিমিত্ত কিছু বোল্‌তে পাচ্চেন না। শেষে উপরের বিবিটীই বোলে ফেল্লে, "বাবু! মেয়েমানুষ আমি কি কেবল একলাই যাব গা? বলেন তো এই দুটী মেয়েমানুষকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাই।" বাবু একজন কহিল, "তুমি যদি পাঁচজন মেয়েমানুষকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাও, সে তো আমাদের ভাগ্য। আমরা কি একমুটো খেতে দিতে পার্‌বো না? এইখানেই সব হোলো, তারাও সেজে এলো।

ওখানে রাস্তাতে চৌকীদারে গাড়ী দাঁড়াতে দিচ্চে না, যত দেরি

হোচ্চে, গাড়োয়ানেরা তত রেগে রেগে উঠ্‌চে, থেকে থেকে গাড়ী থেকে নেবে যেতেও বোল্‌চে। বাবুরাও গাড়ীতে বোসে বোসে ত্যক্ত হোচ্চেন, কেহ কেহ বোল্‌চে, এরা কি মোলো না কি? শেষে তাঁদের খুঁজ্‌তে অপর দুটী বাবু গাড়ী থেকে নেবে চোল্‌লেন। আগেকার বাবু দুটী মেয়েমানুষ তিনটীকে সঙ্গে কোরে পান চিবুতে চিবুতে অন্তর হইতে সোরসার কোত্তে কোত্তে গাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হোলেন এবং আর আর বাবুদিগের দিকে চেয়ে বলা হোচ্চে, "ভরী চিফ অন্‌লী টি, ডবলিউ, ও, আর ইউ পি ডবল ই এস্‌। * আর আর বাবুরা গাড়ী থেকে নেবে দেখ্‌লেন, দেখ্‌তে বড় মন্দ নয়, অথচ অল্পে হয়েচে, সকলেই খুব খুসী হোলেন।

আগেকার বাবু দুটী যদি ফিরে এলো, পরে যে দুটী বাবু আগেকার বাবুদের "মোরেচে"বোলে খুঁজ্‌তে বেরিয়েচেন, তখন আবার তাঁরা মলেন, তাঁদের খুঁজ্‌তে আবার আর দুজন চল্লো।

মধ্যের বাবু দুটী পেট-ভাতায় তিনটী দিব্বি মেয়েমানুষ পেয়েচে, দেখ্‌তে নিন্দের নয়, গায়ে পাঁচখানা গয়নাও আছে। কারো গায়ে সালের রুমাল, কারো গায়ে একখানা জামেয়ারও আছে, এদিকে নাচ্‌তে এবং গাইতেও পারে। তাদের সঙ্গে পথে যে কি রকম আমোদ আহ্লাদ কোত্তে কোত্তে আস্‌চে, তা আর বোল্‌তে পারিনে।

গাড়ীতে যে বাবুগুলি বোসে আছেন, (এদিকে টাকা কোমে এসেচে বোলে) আবার মেয়েমানুষদিগের আওয়াজ পেয়ে কেহ কেহ ভারী চোটে গ্যাচেন, কেহ কেহ উঁকি মেরেও দেখ্‌চেন। ক্রমে তারা নিকটে এলো এবং পেট-ভাতার কথা শুনে সকলেই খুব খুসী হোলেন। বারোয়ারি তলায় যৎসামান্য কাপড় পরা মেছনী বেদেনী পুতুলগুলি ভাল সাজগোজ করা ঘেমটাওয়ালী পুতুলের কাছে যেমত দেখায়, শেষের তিনটী মেয়েমানুষ আস্‌তে আগেকার অবিদ্যাদের

---

* অনেক মেয়েমানুষে দুটো চারটে ইংরাজী কথা শিখেচে বোলে আজকাল বাবুরা মেয়েমানুষদের কাছে এমনি কোরে ইংরাজী কথা কন।

ঠিক তেমনি দেখাতে লাগ্‌লো। একে তাদের টাকা দিতে হবে, তাতে দেখ্‌তে ভাল নয়, বাবুদিগের অনেকেই " লেট দেম গো" বোল্‌তে লাগ্‌লেন। কেহ কেহ কহিল, "আনা গেচে, এখন আর ফেরান ভাল হয় না।" কেহ কেহ কহিল, "কিছু দিয়ে বিদায় কোরে দাও।" বারোয়ারির খরচ, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, জোর আর কারো খাট্‌চে না, শেষে এনে ফিরিয়ে দেওয়া ভাল নহে, অনেকের মত হোলো বোলেই রাখা হোলো।

শেষের ছুটী বাবু ফিরে এলো, তারাও পেটভাতায় ছুটী বেশ মেয়েমানুষ পেয়েছিল, এখানে ছজন যুটেচে শুনে তাই আর আনেনি। স্নানযাত্রা কি গার্ডেন ফিষ্ট দিলে মেয়েমানুষের অভাব থাকে না, পেটভাতাই কত এসে যোটে। টাকা খরচ কোল্লে কত আমীর ওমরার অবিদ্যারাও মাসীর বাড়ী পিসীর বাড়ী যাবার নাম কোরে বেরোন। তবে "অমুক" মেয়েমানুষটীকে পাওয়া গেল না, এ কথা বরঞ্চ বোল্লেও একদিন বোল্‌তে পারা যায়।

বাবুদিগের সবে তিনখানি গাড়ী হয়েচে, আপনারা বারোজন আছেন, তাতেই ঠিক বোঝাই হয়। ছটী অবিদ্যা জুট্‌তে এক এক-খানি গাড়ীতে চারজন পুরুষ এবং ছুজন কোরে মেয়েমানুষ উঠ্‌লো। গাড়োয়ানেরা রেগে গরম হয়ে কেবল "নেবে যাও নেবে যাও" বোল্‌চে, বাবুরাও "হাঁকাও হাঁকাও" কোচ্ছেন। একজন গাড়ো-য়ান ত্যক্ত হয়ে কোচবাক্স থেকে নেবে এসে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বোল্‌চে, "তোমাদের তরে কি ঘোড়া মেরে ফেল্‌বো? নাবো না সব, আর গাড়ীতে পোঁদ দিয়ে বোসে থাক্‌লে কি হবে?" (গাড়োয়ানেরা ভারী দুর্ম্মুখো, কখন গাড়ী থেকে নেবে যেতে বলে, কখন "ঝাঁকা মুটেতে যাও" বোলেও ঠাট্টা করে। বড় মনুষ্যদের নিজের গাড়ী আছে বোলে গাড়োয়ানদের শক্ত শক্ত কথাগুলো শুন্‌তে হয় না; গেরস্ত মানুষদের নিজের গাড়ী নাই বোলে সহজেই শুন্‌তে হয়। যাঁরা বুড়ো হয়েচেন, তাঁদের মরা বোল্লেই হোলো, দুপা চোল্‌তে গেলে জিব বেরিয়ে পড়ে, এদিকে

দুপয়সা রোজগার কোত্তে না পারলে সংসার চলে না। কতকগুলি লোক রোগে কিংবা শোকে আদ্‌মরা হয়ে পোড়েচে, তাঁদের ঐ বুড়োদের সামিল ধোত্তে হয়। কতকগুলি লোক রাত্রি জেগে পাঁচ রকম নেশা কোরে ও নানারকম বদখেয়ালীতে শরীর সব যেন মাটী কোরে ফেলেচে, কোথাও যেতে হোলে একপা চোলতে পারে না, নিজের গাড়ী নাই, কাজে কাজেই ইতর গাড়োয়ানদিগের দুটো একটা শক্ত কথা বরদাস্ত কোরেও শেষে সেই গাড়ীতে গিয়ে উঠে।)

ইতর লোকদিগের উচ্চ কথা কোন ক্রমেই ধর্ত্তব্য নহে। ভারত-চন্দ্র রায় বোলেচেন, "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে" অর্থাৎ নীচ লোকে যদি কোন শক্ত কথা কহে, ভদ্র লোক তাহা হেসে উড়িয়ে দিবে। বাবুরা গাড়োয়ানদের শক্ত কথায় চটে না উঠে দুটো চারটে কোরে পয়সা বেড়ে, ফি গাড়ীখানার ভাড়ার উপরে তিন আনার হিসাবে রফা কোল্লেন, গাড়োয়ানেরা আড়-গড়া থেকে দু টাকা কোরে গাড়ীখানায় বাড়তে ভারী খুসী হোলো। তখন আর ঘোড়া মোর্‌বে না। অমনি গাড়ীর উপরে উঠে বেদম গাড়ী হাঁকিয়ে চন্দনবিলাস বাবুর বাগানের পাশের বাগানে পৌঁছে দিলে। গেরস্ত বাবুদিগের যেমন পয়সা, বাগানে বড় দিনের সেই-রূপ আমোদ আহ্লাদ হোতে লাগ্‌লো।

ওখানে চন্দনবিলাসী ও পাঁচ সাতটী তাঁর সমান মেয়েমানুষেরা দুখানি নিজের গাড়ীতে গেচেন, বাবুগুলি সকলে একখানি বড় ফেটিঙে গেলেন বোলে কয়েকখানা নিজের গাড়ী খালি হোলো। ভুঁড়োপেট, ফি কথায় নাক পঁচিশ মারে, পরের গলায় ছুরী দেয়, লোকের নিন্দে নিয়ে আছে, যার কাছে যখন থাকে, তখন তাকে স্বর্গে তোলে, মানুষের ভাল কোর্‌বো বোলে আশা দিয়ে কেবল আপনার কাজ গ্যায়, মুখে মধু বৃষ্টি করে, মনের ভিতর মল পোরা ও বাবুঘ্যাঁসা মোসাহেব বাবুরা সেই গাড়ীগুলিতে গেলেন।

বাগানের শোভার সীমা নাই, চারিদিকে গাঁদা-ফুলের ঝালর ঝুল্‌চে, বাতীর আলোতে পূর্ণিমার রাত্রের চেয়েও আলো হয়েচে, প্রথম রাত্রে খেম্‌টা নাচ হোচ্চে, বাবুরা সব আমোদে মেতে গেছেন। খেম্‌টাওয়ালীরা একের পা,দুয়ের পা,ছেপকা, কাওয়ালী আড়-খেম্‌টা প্রভৃতি নেচে, বেদেনী, উড়েনী ও মগের নাচ পর্য্যন্ত নাচ্চে, চারিদিক্ থেকে রুমাল পোড়্‌চে। ওদিকে মজ্‌লিস ভেঙ্গে যাবে বোলে প্রাইভেট রুমে মদও চোল্‌চে, দেখ্‌তে দেখ্‌তেই বাবুরা এক রকম তৈয়ার হোলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের পর খেম্‌টা নাচ ভেঙ্গে গেল, বাইনাচ আরম্ভ হোলো, গাওনার বিষয়ে যাদের খুব সখ আছে, ভাল কোরে চেপে বোস্‌লেন, তেমনি তেমনি বাবুরা খেম্‌টাওয়ালীদের সঙ্গে ন্যাকরা কোত্তে কোত্তে তাদের কামরাতে গেলেন।

মদের পার্টি চোল্লে কি নাচ কি গাওনা কিছুই জমে না, খেম্‌টা-নাচ বরঞ্চ এক রকম হোলো, বাবুরা দেখ্‌লেন এবং বেশ দশ টাকা দিলেন। বাইজী, "এ সেঞিয়া" না ধোত্তে ধোত্তেই কখন বেশ বেশ পোড়্‌চে, কখন সমের ঘরেও কেউ একবার হুঁ দেয় না। ভেড়ুয়ারা ভারী চোটে গেছে, বাইজীর দিকে চেয়ে বোল্‌চে, "এয়সা মজ্‌লিস তো হাম কভি দেখা নাই" (দুপয়সা পাবার আশায় থাক্‌লে না পেলে সকলেরই রাগ হয়,) বাইজীও থেকে থেকে এক একবার রেগে রেগে উঠ্‌চে। বাবুরা কেউ তাতে কাণও দিচ্চেন না।

খানিক বাদেই বাইনাচ ভেঙ্গে গল, শেষে মজ্‌লিসে আনন্দ-ময়ী সুরা এসে নাব্‌লেন, বাইজী ও খেমটাওয়ালীদেরও মদ দেওয়া হলো, বাবু এবং বিবিরাও মদ নিয়ে বোস্‌লেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তেই সকলে তর হয়ে উঠ্‌ছেন। কেউ খিচুড়ীর হাঁড়িটেই মাথায় কোরে নিয়ে মজ্‌লিসে এসে উপস্থিত, খেমটাওয়ালাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ক্যাওরা আছে, বাইজী ও ভেড়ুয়ারা মুসলমান, বাবু ও আর আর বিবিদিগের মধ্যে পাঁচ রকম জাত

আছে ; মজলিসে খিচুড়ীর হাঁড়ি আস্‌তে যার ইচ্ছে সে হাত ভোরে দিয়ে খিচুড়ী নিয়ে খাচ্চে। কেউ নাচ্চে, কেউ গান গাচ্চে, এককালে যেন শিবের বিয়ের ব্যাপার হয়ে পড়্‌লো, খেম্‌টা-ওয়ালী ও বাইজীরাও নেশায় পেকে উঠে বাবু ও বিবিদিগের সঙ্গে সমান নাচ্‌তে এবং গাইতে আরম্ভ কোল্লে। আগে বাইজীরা কিছু না পেতে যেরূপ রেগে উঠেছিল, কিন্তু পেটে দুপাত্র পোড়্‌তেই সে রাগ আর নাই, আমোদ আহ্লাদে মেতে গেছে। বাইজীরা শিশির ঋতুতে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে মালকোষ রাগ, রাগিণী বাগেশ্বরী, বাহারী, আড়ানা, ছায়া ও কুমারী প্রভৃতিতে তাল, মধ্যমান, ঠেকা, আড়াঠেকা যৎ প্রভৃতিতে মন মোহিত কোত্তে পারেনি, কিন্তু মদ খেয়ে রাত্রি তিনটের সময়ে শ্রীরাগ ও দীপক রাগের রাগিণী বরাটী গুজরী অষ্টি প্রভৃতি তাল খেমটা আড়খেম্‌-টাতে গেয়ে তর কোরে দিলেন। খেম্‌টাওয়ালীদের ওড়না উড়ে যাচ্ছে, বাইজীদের পেশোয়াজের দড়ী ছিঁড়্‌চে, কার যে কোথায় কি পোড়্‌চে, তার আর হুঁস নাই। কেহ কেহ জমী নিচ্‌চে, কেহ কেহ বমী কোচ্ছে, কেহ কেহ বাগানের গাছতলাতেই পোড়ে আছে, চেতন নাই। কাহারও পা ধোরে শিয়াল এসে টানাটানি কোচ্চে, কাহার কুকুরে মুখ শুঁকে দুটো তিনটে নাথি মেরে মুখে পেচ্ছাব কোরে দিয়ে চল্লো। কেহ ভারী নেশা হোতে গাছের উপরের ডালে গিয়ে শুয়ে আছেন, হোলো তো পাশ ফিরতে পোড়েই গেল। কেহ কেহ গাছতলাতে বোসে তোড়যোড় নিয়ে পাখী মাত্তে বোসেচেন। কোথাও কেহ গাড়োয়ান-দের ভিস্তিদের মতন তাড়ির কলসী নিয়ে মুসলমানের জলে পেট পোরাচ্চেন! কোথাও কোথাও কেহ কেহ গাঁজায় দম মেরে আড়ষ্ট হয়ে বোসে ঝিমুচ্চেন।

চন্দ্রবিলাসী, চন্দ্রনবিলাস বাবু, অপর অপর বিবি ও বাবুরা সকলেই তৈয়ার হয়ে উঠেচেন, কারো একটু চেতন আছে, কারো চক্ষুস্থির হয়ে গেচে, কাহারো কাহারো আমোদ এককালে গড়িয়ে যাচ্চে,

দেখ্‌তে দেখ্‌তেই তেমন ফে্‌ষ মজলিস যা ইচ্ছা তাই হয়ে গেল, গুয়ে মুতে ও বমীতে নরককুণ্ডের সমান হোলো। লোকে কথায় বলে যে, "এইখানে স্বর্গ এবং এইখানে নরক" ইহা অযথার্থ কথা নহে। বাবুদিগের যেমন কর্ম্ম, তাহার তেমনি ফল ফোল্‌তে লাগ্‌লো। কেহ গুয়ে মুখ দিয়ে পোড়ে আছে, কেহ বমীর উপর গড়াগড়ি দিচ্চে, চাকরেরা এক একবার এসে এদিক্ থেকে ওদিকে টেনে শোয়াচ্ছে। অধিক সুরাপান করার যে ফল ফলে, সেটী দিব্য ফলে উঠেচে। মোসাহেবদিগের মধ্যে কাহার কাহার উপরে খানসামা-দিগের আন্তরিক রাগ আছে, তাহারা সেই সময়ে দুটো একটা এমনি অন্তর-টিপনি দিতে আরম্ভ কোল্লে যে, নেশা ছুটে গেলেও দু দিন তিন দিন বেশ বেদনা থাক্‌বে।

সুরাপান করলে যে কি পর্য্যন্ত আমোদ হয়, তাহা মদ্যপায়ীরাই জানেন, কত কত লোক সুরাপান করে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে, কত কত লোক সুরাপান কোরে কত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হোচ্ছে, সুরার জন্য যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্টসাধন হোচ্ছে, তা আর বোলে জানাতে পারিনে। এখানে আমার এ খেদ করাও বিফল হোচ্ছে, যেমন এককালে চারিদিকে অগ্নিকাণ্ড হোলে গৃহসকল দগ্ধ হোলে, কেহ এক কলসী জল লইয়া কোন ক্রমেই তাহা নিবারণ করতে পারে না, সেইরূপ এক্ষণে দুএকজনার কান্নাতে কোন ক্রমেই এ বিষয়ে ফল দর্শিতে পারে না; বরঞ্চ মদ্যপায়ীরা পাগল এবং পশু বোলেই হেসে উড়িয়ে দিবেন। তবে এক্ষণে যাঁহারা সুরার অন্তরে আছেন, তাঁহারা সকলে ঐক্য হলে, এবং মদ্যপায়ী মহোদয়েরা মদ্যপানের বিষয়ে একটু ক্ষমা দিলে, বোধ করি, দেশাচার সংশোধন হতে পারে। এ সকল কথা বোল্‌তেও এখন ভয় হয়, মদের ও বেশ্যার নিন্দা করলে কিংবা উচিত কথা বোল্লে, তেমনি তেমনি মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠেন; রাত্রে গলাটা টিপে ধল্লে কি কোর্‌বো? তখন যে অমূল্য প্রাণটী রক্ষা করা ভার হয়ে উঠ্‌বে। দূর হোক? ও বিষয় আর বোল্‌বো না। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে

তাহাই করুক, আমার তাতে কাজ কি, আমি যে বড়দিনের কথা বোল্‌চি, তাই বোলে যাই।

প্রভাত হোতেই বড়দিন হোলো, আমাদিগের শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবসে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িকেরা যেমত আমোদ আহ্লাদ ও দানাদি করে থাকেন, ইংরাজদিগের মধ্যে বড়দিনটী ক্রাইষ্টের জন্মদিবস বোলে ক্রীশ্চানদিগেরও আমোদ আহ্লাদ ও দানাদির দিবস।

সকল সাম্প্রদায়িকদিগের মতে দানকেই পুণ্য বলে। হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিবিচার থাকায়, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গরিব আতুর অন্ধকে দিলেই সুপ্রসিদ্ধ দান বলে। ইংরাজদিগের জাতি কল্পনা নাই বোলে পরস্পরে সওগাদ ও দীনদুঃখীদিগকে দিলেই দান হয়।

হিন্দুদিগের মধ্যে আস্তিক নাস্তিক ও নানামত সম্প্রদায় আছে, কিন্তু পৌত্তলিকদিগের কোন পর্ব্বে অনেক অনেক অন্য অন্য সাম্প্রদায়িকেরাও আমোদ আহ্লাদ করে থাকেন। ইংরাজদিগের মধ্যেও ডিষ্ট, অ্যাথিষ্ট ও ক্রীশ্চান প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে, কিন্তু বড়দিন সূত্রে অনেকেই আমোদ আহ্লাদ করে থাকেন। সকাল হোতেই সাহেবেরা ভেট্‌কীমাছ গাঁদাফুল ও কমলালেবু প্রভৃতি পরস্পরের সওগাদ পাঠাচ্ছেন। যে যে বাঙ্গালীগণের সাহেবদিগের সঙ্গে কর্ম্ম এবং আলাপ আছে, তাঁরাও সাহেবগণকে সওগাদ পাঠিয়ে দিচ্ছেন। চুণোগলী ও ডোমটলী প্রভৃতি কত গলীর সাহেবেরাও মোটগুদাম, খোলার বাটী, অট্টালিকা যাহার যেমন বাসস্থান গাঁদাফুল দিয়ে সাজাচ্ছে।

লম্পট কুলচুড়দিগের যাহার যেমত সাধ্য, কেহ বা আপনার ভাত খাবার থালাখানাও বেচে অবিদ্যাদের বাটীতে সওগাদ পাঠাচ্ছে। বাজারে ভেটকীমাছ, কমলালেবু, গাঁদাফুল আর পাওয়া যায় না। আঙ্গুর, পেস্তা ও বেদানার দর দ্বিগুণ বেড়ে উঠ্‌লো। বড়বাজাড়ের কত বড় বড় খোট্টা বাবুরা মেয়ার লাড়ু, গুঁজিয়া, ক্ষীরেলা ও বরফী প্রভৃতি মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত বড় বড় সাহেবদিগকে পাঠাতে কশুর কচ্ছেন না। সাহেবেরা ত বাঙ্গালীদিগের সওগাদ সকলি খান! একবার দেবতাদিগের মত দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌লেন তো ঢের। তাঁও আবার

সকলের ভাগ্য হয় না; সর্দ্দার বিয়ারা হরকরা ও মেথরদিগের ভোগেই সকল লাগে।

কত কত লোক বড়দিনের পরে আফিসে সাহেবদিগকে সওগাদ দেয়; তাহাদিগের সে দ্রব্যাদি সাহেবের দৃষ্টিপ্রসাদী কিংবা স্পর্শিত হইয়াও কত কত আফিসের আমলাবাবুদিগের উদরস্থ হয়, কেহ আবার তাহার কিঞ্চিৎ বাটীতেও আনেন।

ক্রীশ্চান সাহেবদিগের বড়দিনটী পরম উৎসবের দিন, অধিকাংশ ধর্ম্মাত্মা ক্রীশ্চান মহাশয়েরা আপন আপন পরিবারাদির সহিত গীর্জায় গিয়ে রীতিমত খৃষ্টের আরাধনা কোচ্ছেন, দীনদুঃখীদিগকে আপন আপন সাধ্যমতে দান দিচ্ছেন, পরকালের পথটী যাতে মুক্ত হবে, তাই কোচ্ছেন। কত কত সাহেবেরা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতায় কুনেত্রে চাহিয়া পরপথে কাঁটাও দিচ্ছেন।

বাঙ্গালীবাবুরা বড়দিনের ছুটী পেয়ে কেহ কেহ বাগানে গেছেন, কতকগুলি লোক অবিদ্যাদের বারেণ্ডার দিকে চেয়ে চেয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেহ কেহ এর বাড়ীর ওর বাড়ীর ঝ্যাঁটা খেয়ে আমোদ কোচ্ছেন।

বড়দিনের একটা একটা গুলীর আড্ডা যে সাজিয়েছে, তার আর কথাই নাই, গাদা গাদা গাঁদাফুল এনে আড্ডার চৌদিকে তেথাক চৌথাক ঝালর ঝুলিয়েছে। কোন বাড়ীতে পূজোতে জিলিপী গজা ও মিঠাই প্রভৃতি যেমন রচনা ঝোলায়, আড্ডাধারীও গাঁদাফুলের ঝালরের মাঝে মাঝে এক একটা তোড় যোড় যেন রচনা টানিয়ে দিয়েচে।

কলকেতা সহর বড় মজার যায়গা, একজন মানুষ যদি মিছামিছি আকাশের দিকে চেয়ে হাঁ কোরে থাকে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার পিছনে অমনি দুশ লোক হাঁ কোরে চেয়ে আছে। গুলীর আড্ডার ডাবা হুঁকো টাঙ্গান দেখ্‌তেই যে কত লোক আসচে, তার সংখ্যা নাই। আড্ডাধারী যখন লাইসেন কোরে দোকান খুলে বসে আছে, তখন এ বিষয়ে তাহার লজ্জা কিংবা রাজভয় নাই,

যত লোক এসে দেখ্‌চে, তাতে তত তাহার আমোদ বাড়্‌চে।

রাজদ্বারে কর প্রদান চল্লেই আবকারীর জয়পত্র পাওয়া যায়, বিক্রেতারা নির্বিরোধে নিয়মমতে বোসে বেচুক, খাইয়েরাও মনে হোলে খেয়ে আসুক। যারা একবার নেশা কোত্তে শিখেচে, দুদিন আহার না কোরে থাক্‌তে পারে, কিন্তু তাহাদিগের মৌতাতের সময় বেমৌতাত হোলেই সর্ব্বনাশ হয়, একারণ কত লোক নেশা কোরে বিপুল বিভব উড়িয়ে দিয়ে পথের ভিখারী হয়েও মৌতাত ছাড়্‌তে পারেনি। কত কত লোক মৌতাতের জন্য চুরি পর্য্যন্ত কচ্ছে. এক আবকারীর জন্য দেশের কি অল্প অনিষ্টসাধন হোচ্ছে। এ বিষয়ে রাজা তো দৃষ্টিপাত কোর্‌বেন না; লভ্যাংশের বিষয় পরিত্যাগ করতে সহজেই সকলের মমতা হয়। বোল্‌তে কি, রাজা যদি একবার এ বিষয়টীতে চোক রাঙ্গান, তাহা হোলে দেশের যে কি পর্য্যন্ত ভাল হয়, তা আর বোল্‌তে পারিনে।

হে পাঠক মহাশয়গণ! এস্থলে আমি আর অধিক বড় বোল্‌তে চাইনে, তোমরা যা ভাল হয়, আপন আপন মুখে বলাবলি কর, এক্ষণে এ বিষয়ে আমাকে বিদায় দাও। আমাদিগের চন্নবিলাসবাবুর কি দশা হোচ্ছে, তা আবার যে আমাকেই বোল্‌তে হবে।

বাগানে ভারী ধুম! মাতাল হয়ে যে যেখানে পোড়েচে, সকাল হোতে সকলে তেমনিই পোড়ে আছে। আফিঙের মৌতাতিদিগের রাত্রে ঘুম হয়নি, সকালবেলা তারাও মাতালদিগের সঙ্গে যেন মাতাল হয়ে ঘুমুচ্ছে।

বেলা আটটা বেজে গেল। চারিদিক্ রৌদ্রে ভোরে গেচে, নেশা হোতে যারা মজ্‌লিস থেকে বেরিয়ে এসে গাছতলাতে মরার মতন পোড়েচে, তাদের বুকের উপরে কাকগুলো বোসে চোক ঠোকরাবার উজ্জুগ কোত্তেই একটু একটু চেতন হোচ্চে। কেহ কেহ "শালার কাক তুমি আমার চোক থাবে, আমি আজ তোকে থাব" বোলেই

ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌চে। যত বেলা হোচ্চে, ক্রমে ক্রমে মৌতাত এবং নেশা ছুটে যাচ্চে, একটী একটী কোরে পাশমোড়া দিয়ে ধনুর্দ্ধরেরা উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। কেউ বেলা কত বোলে জিজ্ঞাসা কোচ্চে, কেউ তামাক চাচ্চে, কাহার খোঁয়ারিতে বুক পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেচে, কেবল জল জল কোরে চ্যাচাচ্চে। পাকা মাতালেরা খোঁয়ারির সময় মদ খেয়েই খোয়ারি ভাংচেন, আদপাকা ও নূতন বাবুরা জল খেয়ে পেট জয়ঢাকের মতন কোচ্চেন, তেষ্টাও যাচ্চে না, গায়ের ঘা৷তখ্য৷তানীও সাচ্চে না, একবার শুচ্চে, একবার বোস্‌চে, সুখের লেশমাত্র পাচ্চেন না, যত আমোদ আহ্লাদ এক খোঁয়ারিতেই মাটী কোল্লে।

খেমটাওয়ালী ও বাইজীদিগের চেতন হোতে ভাবনার আর সীমা নাই, কেউ পরের ওড়নাখানি চেয়ে গায়ে দিয়ে এসেছিল, আমোদের সময় টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছিঁড়ে উড়ে গেচে, কাহার কাণের মাকড়ীটে, কারো হাতের যশমছড়াটা পাওয়া যাচ্ছে না, কাহারো সাতনরছড়াটা ছিঁড়ে ছড়াছড়ি হয়েচে; এককালে মাথায় যেন বজ্রাঘাত পোড়েচে। (পুরুষদিগের যেমন আপনার প্যাঁচীধুতি পরা ও পাচড়ী গায়ে দেওয়া ভাল, তবু পরের বারাণসী ধুতি ও শাল চেয়ে বাবু সেজে বুক ফুলিয়ে বেড়ান ভাল নহে; মেয়েমানুষদেরও আপনার পিতলের গিলটীর গহনা ও পাড়-ছোবান কাপড় পরা ভাল, কিন্তু পরের পেশোয়াজ ও ভাল গয়না চেয়ে পরা ভাল নহে) ভয়ে এবং দুঃখে বিবিদিগের মধ্যে অনেকেরই চোক্‌ দিয়ে জল পোড়্‌চে। চন্ননবিলাস বাবু বিবিদিগের মুখের দিকে চেয়ে বোল্লেন, "যার যা গেচে, সব আমি দিব, তার আর ভাবনা কি? সকলে আমোদ আহ্লাদ কর?"

বিবিদিগের বাবুর কেবল কথায় বিশ্বাস হচ্চে না, মুখে বাক্যিও বেরুচ্চে না। আমাদিগের চন্ননবিলাসবাবুর কথাও যা এবং কাজও তা, বিবিদিগের মনের ভাব বুঝে, যার যা গেচে এবং যে যা বল্লে, তাহাকে, তাহার নগদ দাম ধোরে দিলেন। অবিস্তারা অনেকেই

একগুণে আটগুণ নিলে, কেহ কেহ ষোল আনাই লাভ কোল্লে; মুখে তখন আর হাসি ধরে না, আমোদ আহ্লাদের ধুমধামের সীমা নাই। কেউ পুকুরে পোড়্চে, কেউ গাছে চোড়্চে, যার যা মনে হোচ্ছে, সে তাই কোচ্ছে। স্নান খাওয়া দাওয়া সকলই হোলো, বেলা পোড়ে এলো, বাড়ী আস্‌বার উজ্জুগ হোতে লাগ্‌লো। পেলী ধুনী ও কাঞ্চনীরা পূঁই শাক ও ডেঙ্গোর ডাঁটাতে গাড়ী বোঝাই কোচ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হোলো। ভাড়াটে গাড়োয়ানদের গাড়ীভাড়ার দাম দিয়ে, বাইজী, খেমটাওয়ালী, অন্য অন্য বাজে আমোদের মেয়ে মানুষ ও তেমনি তেমনি মানুষদিগকে বিদায় কোত্তে লাগ্‌লেন। শেষে চন্নবিলাস বাবু ও বাবুর পোষাকী ইয়ারেরা ও চন্নবিলাসী ও অপর অপর বাবুদিগের অবিদ্যারা ও প্রিয় মোসাহেব বাবুরা কয়েকখানা নিজের গাড়ীতে বাড়ী এলেন। বড়দিন ফুরুলো। চন্নবিলাসবাবুর দুহাজার টাকা ব্যয় হইল, যশের সীমা নাই, বাবু বড় খোর্‌চে, বিশেষতঃ অবিদ্যাদের কাছে বাবুর ভারী মান হোলো।

কোনদিন বাবু কোন রাঁড়ের মার শ্রাদ্ধে হাজার টাকা দিলেন। কোন দিন কোন মোসাহেবের বাপের শ্রাদ্ধে পাঁচশ টাকা দিলেন, কোন দিন আপনার বাড়ীতে পূজাতেই কত টাকা ব্যয় কোল্লেন, কোন দিন অবিদ্যার বাড়ীর পূজাতে হাজার দুহাজার টাকা গেল। কোন দিন কোন মোসাহেবের বাজার-দেনার জন্য বাবু হাজার টাকা দিলেন। এই রকম চেলে চোল্‌তে চোল্‌তে বাবুরা স্বয়ং বাজার-দেনার দায়ে দায়ী হয়ে পড়েন। আজ অমুক বাড়ীখানা বাঁধা পোড়্‌লো, আজ অমুক বাগানখানা বাঁধা দিলেন, আজ অমুক তালুকখানা বিকিয়ে গেল। দিনকতক হাতীর খাওয়া কয়েতবেলের মতন বেড়ালেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তেই বাজারে খুব মান বেড়ে উঠ্‌লো। শেষে টইন্টিফাইব পারসেন্ট কিংবা ফিপটী পারসেন্ট সুদ কোব্‌লেও টাকা ধার পান না; তবু বদমাইসী কুমন্ত্রিণী মোসাহেবদিগের কুমন্ত্রণার জন্য সে উঁচু চালটী ছাড়্‌তেপাল্লেন না।

সচ্চরিত্র সরলহৃদয় পরহিতপরায়ণ মনুষ্যেরা অবোধ বাবুর ভালর জন্য হাত কমাবার কথা বোল্লে, বদমাইসী পারিষদেরা অমনি খল খল কোরে হেসে উঠে উপদেষ্টাকে বলিল, "তুমি কি বাবুকে নাতোয়ান দেখ্‌লে না কি? বাবুর অভাব কিসের? এমন কি বাজার-দেনা হয়েচে যে, চাল কমাবেন? হাজার হাজার লোকের যে দশ হাজার বিশ হাজার এমন দেনা রয়েচে? আপনি অমন যার তার কাছে বাবুর দেনার কথা বোলে অখ্যাতি কোরে বেড়াবেন না।"

বাবুও পারিষদের কথায় রেগে গরম হয়ে উপদেষ্টাকে উল্টে অপমান কোরে বিদায় কোরে দিলেন। শেষে চন্নবিলাসবাবুর মরবার কিছুদিন পূর্ব্বে এমনি ঘটনা ঘটেছিল যে, কতদিন পেটের ভাত জোটেনি, কিন্তু তথাপি ফিটফাটের উপর বাবুটীর মতন কাল কাটিয়ে গেচেন। চন্নবিলাসবাবু লেখা-পড়া বেশ জান্‌তেন, বুঝে চলেননি বোলেই শেষে কষ্ট পেয়েচেন। বাবু! তাই বলি, আজকাল লেখাপড়া কোরেও অনেকে অতি কম বোঝেন। আর বে-আন্দাজী উঁচু চেলে চোল্‌তে গিয়ে অনেক বাবুই পা হোড়কে ঋণের হাবড়ে পোড়ে মারা যান।

কতকগুলি লোক একটু ইংরাজী লেখাপড়া শিখে কেউ উকীলের বাড়ীতে আর্টীকেল ক্লার্ক আছেন, কেউ ইঞ্জিনিয়ারি শিখ্‌চেন, কালেক্তে ইঞ্জিনিয়ার এবং উকীল হবেন, টাকা রোজগার কোর্‌বেন; উঁচুচেলে না চল্লে মান থাকে না বোলেই উঁচুচেলে চলেন। বড়মানুষদিগের সঙ্গে সমান হয়ে বোস্‌তে গেলেই আগে শালের পাগড়ীটে চাই, একারণ শালের পাগড়ীর যেন ছড়াছড়ি পোড়ে গেচে। উকীলপাড়ার দিকে আমরা গেলে আর মাথা তুল্‌তে পারি না। বাঙ্গালী উকীল বাবুরা একটা শালের পাগড়ী মাথায় দিবেন, তার আর কথা কি আছে? তবে যিনি না দেন, তাঁকে আমরা একজন খুব সভ্য বলি, এই মাত্র। ভাগ্যবান্ আর্টীকেল ক্লার্ক বাবুরাও একটা শালের পাগড়ীতে অক্ষম নন, ধনাঢ্য ক্লাইণ্ট

বাবুদিগেরই বা অভাব কি? তবে যাদের ধনের দফায় শূন্য, বিদ্যার দফায় কেবল বিরিফ ইনগ্রোষ করা, তারা কুড়ি বৎসর সে অবস্থায় আর্টীকেল ক্লার্ক থাক্‌লেও পাশ হয়ে উকীল হবার সম্ভাবনা নাই; একটা শালের পাগড়ী মাথায় দিয়ে মানুষকে মানুষ বোধ করেন না, শালের পাগড়ীর সঙ্গ না হোলে বসেন না ও কথা কন না। ভাষা কথায় বলে, "কালেক্কে বাণু পণ্ডিত হবেন" তেমনি কালেকে তাঁরাও উকীল হবেন বোলে সেই ডেমাকেই মরেন। এদিকে বাটীতে বাবুদিগের শালের পাগড়ীটী ইঁদুরে কাট্‌বার ভয়ে কারো শরা দেওয়া শিকের উপরে ঝোলে, কারো বা হাঁড়ির ভিতরে তোলা থাকে। বাবু! আজকাল মানী হবার তরে কেউ আর নীচু চেলে চলে না।

কতকগুলি বাবু আছেন, কুড়ি নাগাইদ পঞ্চাশ ষাট টাকা মাইনের একটী চাকরী আছে, অন্যদিকে আর আয় নাই; আয়ের টাকাগুলিতে কাহার কাহার খেয়ে পোরে সংসারটী চোল্‌তে পারে, কাহার বা মাসে পাঁচসাত টাকা জম্‌তেও পারে, কারো খুব টানাটানী কোরে চলে। কালের লম্বাই চৌড়াই চেলের দোষে অনেকেই উঁচু চেলে চলেন, এদিকে মদটুকু খেতে শিখেচেন, এবং পাঁচ ইয়ারের সঙ্গে ইয়ার্কি আছে, এ সকল দিক্ রাখ্‌তে গেলেই ডান হাতের ব্যাপারটা চলা ভার হয়ে উঠে, সহজেই বাটীর পরিবারদিগকে কষ্ট দিয়ে তাদের বাইরে বাবুয়ানা কোত্তে হয়। তাঁদেরও অনেকের ইচ্ছা শালের পাগড়ী মাথায় দিয়ে কুঠী করেন, কারো কারো খরচে কুলায় না বোলেই ঘুটে উঠে না, কেউ টানাটানি কোরে কোল্লেও কোত্তে পারেন, তবে চোলে যেতে হবে বোলে এই লজ্জাতে করেন না। পেণ্ট্‌লেন মোজা চাপকান পোরে ও আলবার্ট ফেশিয়ানে চুল বেঁকিয়ে অনেকেই চলেন, একটা রিঙে গোটা কতক চাবি একগাছা কারের সঙ্গে বেঁধে ওয়াচগার্ড কোরেও পরেন, কেহ বা একখানা গ্রিণ চসমা চোখে দিয়ে নবাব হয়ে চলেন। এ সকল বেশভূষার সঙ্গে হাতের পাগড়ীটা তো ভাল

দেখাবে না? তা হোলেই নীচুচাল হবে, এ কারণ অনেকেই পাগড়ী আর বাঁধেন না। (হাতপাগড়ী একরকম উঠে গেচে বোল্লেই হোলো) বাবুদিগকে পাগড়ী বাঁধবার কথা বোল্লে অনেকেই মাথার বেয়ারাম বোলে কাটান। এক্ষণে কত লোকেরই যে মাথার বেয়ারাম হয়েচে, তা আর বোল্‌তে পারিনে। আফিশ ভ্রেষে যাঁরা মাথায় বেয়ারাম বোলে পাগড়ী বাঁধেন না, তাঁদের অনেকেই আবার অন্য সময়ে বদ্দিনাথী পাগড়ী বেঁধে রাস্তা দিয়ে চোলে যান। তখন আর বেয়ারাম থাকে না। বাবুদিগের কথা বোল্‌তে গেলে আর কিছু থাকে না। কেহ কেহ রাস্তায় কাদা হোলে আফিশ থেকে আস্‌বার সময়ে ভাই ভাইপো পিতা এবং পুত্রে গাড়ী কোত্তে গিয়ে দরে না বোনে উঠ্‌লে রাধাবাজারে সকলে একসঙ্গে দাঁড়াভোগ দিয়ে গা গরম কোরে জুতো হাতে নিয়ে নিজের নিজের পা যুড়ী হাঁকায়ে দেন; বাড়ী কারো কারো দু সেট কাপড় এবং একটা শিল আংটী আছে। আংটীটা আঙ্গুলে পোল্লে, কিসে লোকে দেখ্‌তে পাবে, সর্ব্বদাই আঙ্গুলটা তুলে লোককে দেখান (আজকাল কি পুরুষ কি মেয়েমানুষ অনেকেরই এই স্বভাব হয়েচে) কেউ কেউ অবিদ্যার বাটীতে কিংবা নিজ বাটীতে দুখানি পাঁচী ধুতি কিনে রেখেচেন।

বাবুরা বাড়ীতে এসে কেউ আড়ে দুখানা রুটী গিলে, কেউ এক মুটো ভাত খেয়ে বেরুলেন। মদটুকু খেতে শিখেচেন, পরের স্কন্ধে ভর কর্‌বারই খুব ইচ্ছা, প্রথমতঃ এদোর ওদোর কোরে বেড়ান, কোথাও না হোলে শেষে আপনার "আস্তানায় * দুচার পয়-সার ধান্যেশ্বরী পেটে দিয়ে মনকে প্রবোধ দিলেন। বাবুদিগের ভিতরে অনেকেরই কিছুই নাই, বাইরের চাল দেখ্‌লে একজন নবাব-সুবো বোলেই বেশ বোধ হয়। বাবুরা মধ্যে মধ্যে পাঁচজন বড়মানুষের সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্য হোটেলেও গিয়ে থাকেন,

* জকাল অবিদ্যালয় বং আড্ডা প্রভৃতিকে অনেক বাবুতে আস্তানা বলে।

এবং লাথপঁচাশী কথাবার্ত্তা কোয়ে খুব উঁচুলোক হোতে ইচ্ছা করেন।

বাবু! আজকাল সকলেরই ইচ্ছা, পাঁচজন বড়মানুষের সঙ্গে আলাপ কোর্‌বে এবং দশজনে মান্‌বে।

নববাবু কহিল, "আমারও খুব ইচ্ছা যে, দশজন সাহেব-সুবোর সঙ্গে আলাপ করি, এবং দশজন লোকে মানুক; তবে এখন আমার হাতে কিছু নাই বোলে কিছু কোরে উঠ্‌তে পাচ্চিনে।"

যশচন্দ্র বাবু কহিল, "কেন বাবু! তুমি তোমার একজি-কিউটারের নিকট হতে বিষয় বুঝে নেও না? তোমার বয়েস প্রাপ্ত তো হয়েচে?"

গুণচন্দ্র বাবু কহিল, "তাহারই চেষ্টায় আছি।" রাত্রি শেষ হইল, যে যাহার বাটীতে গমন করিলেন।

পরদিবসে সকালবেলা নববাবু ঘুমিয়েছিলেন, একজিকিউটার বাবুর তৃতীয় পুত্র চন্দ্রধ্বজ শুঁই এসে নববাবুকে তুলে কহিল, "পিতা মহাশয়ের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে,একারণ আপনাকে ডাক্‌চেন।" নববাবু একজিকিউটারের বেয়ারাম শুনে সত্বরেই তথায় গেলেন। একজিকিউটার বাবু নববাবুকে নিকটে বসায়ে কহিল, "বাবু! তোমার বয়েস প্রাপ্ত হয়েচে এবং আমার এই আসন্নসময় উপ-স্থিত, এক্ষণে তুমি তোমার বিষয় বুঝে নিলে আমি এ বিষয় হতে মুক্ত হই।"

একজিকিউটার বাবু দশজন ভদ্রলোকের নিকটে গুণচন্দ্র বাবুকে তাঁহার পিতার রক্ষিত বিষয়, বিপুল বৃদ্ধির সহিত বুঝাইয়া দিলেন। একে একজিকিউটারবাবু মহল্লোক, তাহাতে নববাবুকে তিনি যেমত বিষয় বুঝাইয়া দিলেন,তাহাতে তাঁহার আর যশের সীমা রহিল না। দুঃখের মধ্যে এই যে, এমত পরহিতপরায়ণ একজিকিউটার বাবু তৎকালীন সেই পীড়াতেই কালের করাল গ্রাসে কবলিত হইলেন।

(স্বাপ্যধন বড় সহজ বিষয় নহে,এই বিষয়টীতে লোভের পরতন্ত্র

হইলে আর রক্ষা নাই। কত লোক এই স্থাপ্যধনে লোভ সামলাতে না পেরে অল্প সময়ের মধ্যে অতুল সম্পদ উপার্জ্জন করেন সত্য; কিন্তু সে ধন তাঁহার নিকটে থাকে না, কেবল তাহাতে পরপথের পরিতাপটাই কিনে বসেন।)

নববাবু বিষয় পেয়ে "হঠাৎবাবু" হয়ে পোড়্লেন। হাতটা ভারী দরাজ বোলে সৎকর্ম্মেও অসৎকর্ম্মে বিস্তর টাকা ব্যয় কত্তে লাগ্লেন।

মনুষ্যের দোষ এবং গুণ দুই বলাই চাই। যারা অর্থলোভে পর্ব্বত তুল্য দোষকে হাত আড়াল দিয়ে, কাল্পনিক যশঃ বর্ণন করে, তাহা-দিগকে হাত তোলার প্রত্যাশী কহে। যারা পর্ব্বততুল্য গুণের দিকে ঈর্ষাপরবশে না চেয়ে, কেবল লোকের মিথ্যা গ্লানি করে, তাহাদি-গকে বিশ্বনিন্দুক বলে। এক্ষণে লোভ এবং ঈর্ষাপরতন্ত্র লোকই অনেক আছে। লোভী লোকেরা অর্থ পাইলে মনুষ্য নামের অযোগ্য যে সকল ব্যক্তি, যাহাদিগের নাম করিলে মহাপাতক বিবেচনা হয়, এমত নরাধম ব্যক্তিদিগের যশ বর্ণন এবং গুণোৎকীর্ত্তন করে, আর লোকালয়ে যাদের যশের সীমা নাই, এমত মানবগণের কুচ্ছ করিবার কারণ কেউ বাঁশবাগানের টিয়ে, কেহ বা তালতলার ঘুঘু, কেহ বা পচাপুকুরের ব্যাং, কেহ বা মেটে রাস্তার বেঁড়ে কুকুর, কেহ বা ধেড়ে প্যাঁচা হয়ে লেখনী ধোরে লোককে কত কথাই বলে। মানী লোকের তাহাতে মানের লাঘব হয় না; তবে কুকুরের কান্না এবং কালপ্যাঁচার ডাক অনেকেই ভাবী অমঙ্গলের চিহ্ন ভাবিয়া থাকেন, সেইরূপ অনেকেই লোভ এবং ঈর্ষাপরতন্ত্রীদিগের চীৎকার ভাবী অমঙ্গলের চিহ্ন বোধ কল্লেন।

লোভী লেখকদিগের জন্য দেশের কি অল্প অনিষ্টসাধন হোচ্চে? তারা অর্থলোভে যাহাদের ধার্ম্মিক সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া লেখে, যখন তাহারা জালিয়াত মিথ্যা সাক্ষ্য ও বলাৎকার প্রভৃতি ঘৃণিত বিষয়ে বিচারাধীন হয়; বিচারক পূর্ব্বে লোভী লেখকদিগের লিপি দৃষ্টে দোষী মনুষ্যদিগের উত্তম চরিত্রের বিষয় অবগত আছেন,

তৎকালীন তাহাদিগের ঘৃণিত কার্য্য দেখিয়া মনে মনে করেন যে, "বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে সাধারণে মহল্লোক বলে, যখন তাহাদিগের এমত কুপ্রবৃত্তি, তখন সামান্য মানবদিগের ইহাপেক্ষা অধিক দুশ্চরিত্র হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি ?" বোধ করি, বিচারক কেবল লোভী লেখকের জন্যই সমস্ত বাঙ্গালীগণকে জালকারী ও মিথ্যাবাদী প্রভৃতি দোষের কথা বলেন ও ঘৃণা করেন।

নির্দ্দোষী মনুষ্যের নিন্দা এবং দোষী মনুষ্যের যশ লেখা দেশাচারে খুব দোষ বটে ; যথার্থবাদী হওয়াই ভাল। গুণচন্দ্র বাবু সৎকর্ম্মে এবং অসৎকর্ম্মে দুই বিষয়েই খুব যশোভাগী হইলেন। যথেচ্ছাচারী হইয়া কখন পৌত্তলিকদিগের বারোয়ারী পূজার সাহায্য করেন, কখন বা ব্রাহ্ম হন। মধ্যে মধ্যে মাধ্যমিক (১) যোগাচার (২) সৌত্রান্তিক (৩) বৈভাষিক (৪) ও চার্ব্বাক (৫) সাম্প্রাদায়িকও হইয়া পড়েন। নাস্তিকেরা বিচারে পরাস্ত হয় না। নববাবু যথেচ্ছাচারী হইয়া আপনা আপনি দিগ্‌বিজয়ী হইয়া পোড়্‌লেন! মনে মনে করেন, আমার মতন লেখক কি সদ্‌বক্তা আর নাই। (একজন একজন লোকালয়ের ঘৃণিত মনুষ্য যেমন আত্মশ্লাঘা কোরে বেড়ায়, ঠিক তেমনি একটী হোলেন) এদিকে খুব বাবু হয়ে উঠেচেন, তা পূর্ব্বাবধিই বোলে আসা হোচ্ছে, পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই বাবুয়ানাতে

---

(১) ইহারা শূন্যবাদী, সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্য ব্যতীত কিছুই বিশ্বাস করে না, শূন্য হইতে সৃষ্টির স্থিতি হইয়াছে এবং শূন্যেতেই পর্য্যবসান হইবে, এমত বলে।

(২) ইহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী, ইহাদের মতে সৃষ্টি ক্ষণিকমাত্র।

(৩) ইহারা ক্ষণিক বাহ্যপদার্থের অনুমান করে, তাহাই পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ বাহ্যার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য পদার্থ নাই।

(৪) ইহারা ক্ষণিক বাহ্যার্থই পরম পুরুষার্থ বলে, কিন্তু প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জ্ঞান অনুমেয় নহে।

(৫) ইহারা শরীরই আত্মা বলে, আত্মাতে এবং দেহেতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, যে পর্য্যন্ত শরীর আছে, তদবধি আত্মাও আছেন। শরীর বিনষ্ট, হইলে আত্মারও নাশ হইবে।

সমস্ত বিষয় ফুঁকে দিলেন। জায়গা-জমী বাঁধা ও বিক্রয় এবং দেনা কোরেও কুড়ি পঁচিশ বৎসর বাবুয়ানা কোল্লেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে একটী সুন্দর পুত্রসন্তান হোলো, তখন হাতে আর কিছু ছিল না বোলে মনের মতন ব্যয়াদিও কোত্তে পাল্লেন না। অন্নপ্রাশনের সময় ছেলেটীর নাম নদের ফটিকচাঁদ শর্ম্মা রাখ্‌লেন।

নববাবু বিষয় থাক্‌তে যেমত উঁচুচেলে চোলেছিলেন, কিন্তু বুঝে না চোলে শেষটা তেমনি কষ্ট পেলেন। যিনি শীতকালে নিত্য নিত্য রকম রকম বারাণসা সাল গায়ে দিতেন, তিনি সেই শীতে ঘোড়ার কম্বল গায়ে দিয়ে শীত কাটাতে লাগ্‌লেন। লোকালয়ে মুখ দেখাতে খুব লজ্জা বোধ হোলো, দিনের বেলা রাস্তায় আর বেরোন না। এত কষ্ট, কিন্তু রাত্রি বেড়ান রোগটী তবু যায়নি, মধ্যে মধ্যে সিদ্ধেশ্বরীতলা এবং নাথের বাগানটা বেড়িয়ে থাকেন। একদিন একখানা কাল কম্বল গায়ে, একগাছা বাঁশের মোটা লাঠী হাতে, নাথের বাগানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন, একটা হোন্নে কুকুর, কুকুরমারা বোধ করে গোচ বুঝে নববাবুর পায়ের গোচে কামড় দিলে,(মন্দ সময় হোলে সকলই মন্দ ঘটনাঘটে,নল রাজা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত আছে) নববাবুর সে সময়ে বাঁচ্‌তে আর সাধ ছিল না বোলে গোঁদলপাড়াতে গেলেন না এবং কোন ঔষধাদিও খেলেন না। অল্পদিবসের মধ্যেই "হাইড্রো ফোবিয়া" হয়ে পড়্‌লো। জল দেখ্‌লেই চীৎকার কোরে উঠেন, বিছানাতে মুখ ঘোষে ঘোষে মুখটা কুকুরের মত ছিনে হোলো, চক্ষু পাকা করঞ্জার মতন লাল হয়ে উঠ্‌লো, লোক দেখ্‌লে কুকুর ডাক ডাকেন এবং আঁচড়াতে ও কামড়াতে যান। একুশ দিনের দিন কেঁউ কেঁউ কোরে কুকুর ডেকে অনেক কষ্টে নববাবু প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌লেন। নদের ফটিকচাঁদ শর্ম্মার তখন দশবৎসর বয়েস, থালাখানা, ঘটীটে বাটীটে, কম্বলখানা একজিকিউটারের নিকটে রহিল। নদের ফটিকচাঁদ শর্ম্মা দশদিনের দিনে খেউরি হয়ে এগারো দিনের দিনে যেমন সাধ্য আন্তশ্রাদ্ধ কোরে শুদ্ধ হোলেন।

পাঠক মহাশয়দিগের নিকটে এইবারে বিদায় গো, "আপনার মুখ আপনি দেখ" এইখানে শেষ হোলো। আপনাদিগকে এতক্ষণ বকিয়ে বকিয়ে মাথা ধরিয়ে দিয়েচি, শ্রোতারাও গ্যাজগ্যাজানিতে ত্যক্ত হয়ে গেচেন। একে আজকাল অনেকেই বাঙ্গালা বই দেখ্‌তেই চান না, তাতে আবার এই কথা একশবার বোলে গেচি বোলে আপনারাই কি বলেন, তাই ভাব্‌চি। যাই আমি আবার একবার আমার মনের কথা আর একরকমে বোলে যাই শুনুন।

পদ্য।

ব্যবসা চাকরী যার ভাগ্যে নাহি হয়।
ভিক্ষা ভাল মোসাহেবী তবু ভাল নয়॥ ১॥
কুসঙ্গ হইলে যত কুমন্ত্রণা পায়।
বিপদ কি তারে ত্যজি আর কারে চায়?
স্ত্রীলোক সতীত্ব সিংহে নিয়ে যদি থাকে।
শৃগাল পুরুষ বল কি করিবে তাকে॥ ৩॥
কুলবালা হয়ে যেবা কুল নাশ করে।
ইহলোকে লোকালয়ে অপযশে ভরে॥
পরলোকে অধোগতি সন্দেহ কি তায়।
নতুবা নরককুণ্ড বল কি বিধায়॥ ৪॥
ধন জন বলে কিংবা কৌশল করিয়া।
পরনারী যেবা হরে ভাবী না ভাবিয়া॥
যেমন সে লোক হোক্ মূঢ় বলি তায়।
অযোগ্য মানব মধ্যে বিশ্বাস না পায়॥ ৫॥
ধনলোভে পরনারী করিয়ে হরণ।
পরে লয়ে যেই জন করে সমর্পণ॥
কি কাজ তাহার আর সেই দেহ ধোরে।
কালামুখ লোকালয়ে দেখায় কি কোরে॥ ৬॥

বিষয় আছয়ে পুত্র শিশু অতিশয়।
উপস্থিত হইয়াছে চরম সময়॥
কখন দিবে না ধন অবলার করে।
বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হোলে ধনরক্ষী * করে॥ ৭॥
দেশাচারে খুব দোষ আছয়ে এখন।
দেশীয় বিষ্যার কেহ করে না যতন॥
বাঙ্গালা জানিনে বলে বাঙ্গালী হইয়ে।
মনে মনে ভাবি কারে কিছু না বলিয়ে॥ ৮॥
আবকারী, অসভ্যতা, বেশ্যা, অত্যাচার,
যথেচ্ছ আহার, আর অন্যায় বিচার॥
অপব্যয় উঁচুচাল অন্য প্রতি দ্বেষ।
বোসেছে উচ্ছন্ন দিতে এই বঙ্গদেশ॥
দেখেও দেখে না যারা আছেন অন্তরে।
অন্তরে আছে কি বোলে রবেন্ অন্তরে॥
রহিবে কি বঙ্গদেশ মন্দাচারে ভরা।
সবার উচিত ইহা সংশোধন করা॥
ঐক্য অর্থ পরিশ্রম এই তিন বলে।
কত কাণ্ড হইতেছে দেখ কত স্থলে॥
চেষ্টার নিকটে ইহা সামান্য বিষয়।
অসাধ্য কি আছে বল চেষ্টা যদি হয়॥ ৯॥

পাঠক মহাশয়েরা এইবারে বিদায় দিন। ক্ষণভঙ্গুর কলেবর এবং অস্থির মনের জন্য অঙ্গীকারও কোত্তে পাচ্ছিনে। এই প্রথম খণ্ড আপনাদিগের পাঠোপযোগ্য হইলে অচিরাৎ ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে। তাহাতে নববাবুর পুত্র নদের ফটিকচাঁদ শর্ম্মার বিষয় পাওয়া "দুর্গোৎসব" "বেশ্যালয়ে সরস্বতী পূজা" "চন্দনবিলাস

* একজিকিউটর।

বাবুর নেশা কোরে মৃত্যু" আর এই গ্রন্থকথিত "কুলচন্দ্র বাবুর কাশীতে তাহার মৃত্যু" এবং তাঁহার পুত্র বাঞ্ছারাম শুড় কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ আর এই গ্রন্থোক্ত স্ত্রীবাধ্য বাবুর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ প্রকাশিত হইবে। আর আর কি যে লিখ্‌বো, তা এখন বল্‌তে পাচ্ছিনে, বেঁচে যদি থাকা যায় এবং মন যদি এম্‌নি থাকে, তবেই পাঠক মহাশয়দিগের সামনে আবার দ্বিতীয়খণ্ড "আপনার মুখ আপনি দেখ" খোর্‌বো; নতুবা এই পর্য্যন্ত হোলো। আসি গো, বিদায় দিন। যাই যাই কোরেও যেতে পাচ্ছিনে, আপনাদের খুব ত্যক্ত কচ্ছি, অমূল্য সময় অনর্থক তামাসা-ফষ্টিতেই কাটাচ্ছি, রাগ কোর্‌বেন না, যে কটা দিন বেঁচে থাকা যায়, সোজা মুখে হেসে খেলে পাগলামো কোরে নেওয়া যাক্, মোলে আর এমন কোরে আপনাদের ত্যক্ত কোর্ত্তে আস্‌বো না। একটা গান গাই, শুনুন।

পীলু—যৎ।

ভো লা মন তোরে বুঝালে বোঝো না।
লা জ নাহি হোলো কুসঙ্গ গেল না॥
না চ শক্র সনে
থ * ভাবনা মনে
মু দিলে নয়ন কি হবে বল না॥ ১॥
খো য়ালী সকাল,
পা ছে আছে কাল,
ধ্যা নে একবারো বিভুরে ভাব না॥
য খন তখন,
কা ল সর্ব্বক্ষণ,

---

* মঙ্গল, ধ্বংস।

BENGAL LIBRARY 19 DEC. 07 WRITER

না হি কালাকাল
ই হা কি জান না ॥ ৩॥
লা ভ মুক্তি লাভ
ল হ সেই লাভ
লা ভ লক্ষ হোলে
হা ত তাতে দিও না।
এইবার আসিগো, আর ত্যক্ত কোর্‌বো না।

সমাপ্ত।

IMPERIAL LIBRARY
BENGAL LIBRARY 19.DEC.1907
(33)৮